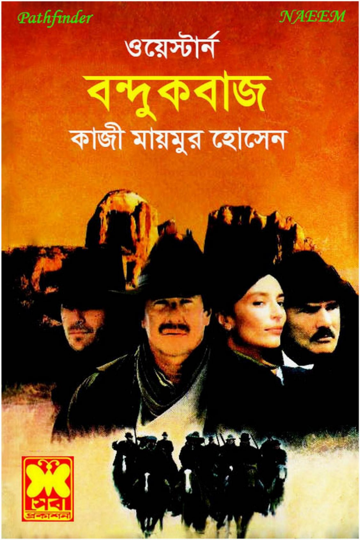


Pathfinder
NAEEM
ওয়েস্টার্ন
বন্দুকবাজ
কাজী মায়মুর হোসেন
সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

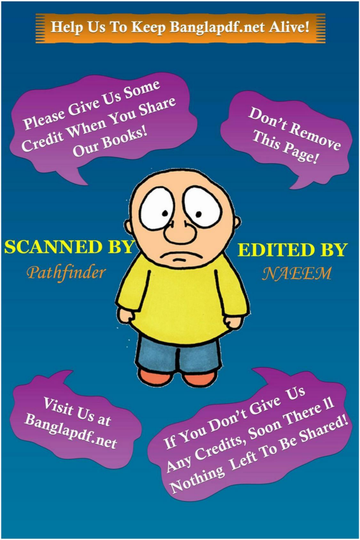
বন্দুকবাজ

কাজী মায়মুর হোসেন

দুর্ধর্ষ রেঞ্জার বিল জেসন। দক্ষ বন্দুকবাজ। অত্যন্ত কঠিন একটা মিশন দিয়ে ডিকসনে পাঠানো হলো তাকে। ওর ওপর নির্ভর করছে গোটা রেঞ্জার বাহিনীর অস্তিত্ব। সুচতুর একদল হিংস্র লোকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে ওকে। ডিকসনে পৌছুনোর আগেই হামলা শুরু হয়ে গেল ওর ওপর। কারা যেন মেরে ফেলতে চাইছে ওকে। কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়। পাল্টা হামলা শুরু করল ও। একাই রুখে দাঁড়াল একদল নৃশংস ডাকাতের বিরুদ্ধে। বন্ধু পেল কয়েকজন শত্রুর সংখ্যা অগুনতি। হার মানার লোক নয় বিল জেসন। একসময় আসল শত্রুর মুখোমুখি হলো ও। কিন্তু যারা জন হান্টারকে অ্যাকশনে দেখেছে তারা জানে ওই লোকটাকে হারাতে পারে তেমন মানুষ গোটা পশ্চিমে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর সম্ভবত নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED BY
Pathfinder
EDITED BY
NAEEM
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-8218-4
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩
প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
[illegible] বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BONDUKBAJ
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

বন্দুকবাজ

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

একটানা পথ চলছে বিল জেসন। আজ কয়েকদিন বিরতি প্রায় নেয়নি বললেই চলে। ক্লান্ত চেহারায় লেগে আছে ধুলোর আস্তরণ। সতর্ক হয়ে আছে ও। হঠাৎ আরও সচেতন হয়ে উঠল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করছে। চট করে একবার পেছনে ফিরে তাকাল। কাছাকাছি কেউ নেই। অথচ ও নিশ্চিত জানে, অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। গত কাল থেকে পেছনে পেছনে আসছে লোকগুলো। উদ্দেশ্য ভাল হবার কোন কারণ নেই।

বিরাট কালো ঘোড়াটার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল ও। গম্ভীর চেহারা। বলল, 'ওদের খসিয়ে দেয়া দরকার, কি বলিস?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল ঘোড়াটা, যেন মনিবের কথায় সায় দিল।

বামদিকে ঢাল গিয়ে মিশেছে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গে। ডানদিকে ঘন ঝোপের সারি।

একটা বাঁক পার হয়ে ফুট বিশেক যাবার পর থামল বিল। ঘোড়া থেকে নামল না। ঘুরিয়ে নিল ওটাকে। একদৃষ্টিতে বাঁকের দিকে তাকিয়ে আছে।

কেটে গেল দশ মিনিট। চারপাশ নীরব। মাঝে মাঝে শুধু

মাথার ওপর নীল আকাশে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডাকছে শকুনের দল। অপেক্ষা করতে বিল জেসনের আপত্তি নেই। লুকোচুরি খেলায় বিরক্ত হয়ে গেছে ও। এর একটা শেষ দেখার জন্যে আনচান করছে মন।

অবশেষে ক্ষীণ একটা একটানা আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বেশ জোরে ছুটছে ঘোড়াগুলো। তাদের আরোহীরা সম্ভবত ওর সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে।

আরও কাছে চলে আসছে খুরের আওয়াজ। বাঁক ঘুরল লোকগুলো। চারজন। সশস্ত্র। চমকে উঠল তারা বিল জেসনকে অপেক্ষা করতে দেখে। হয়তো আশা করেছিল পালাবে লোকটা। এভাবে মুখোমুখি হবার সাহস রাখবে ভাবতে পারেনি।

'ও-ই সে!' চেচাল একজন। ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে। 'বিল জেসন!'

তার সঙ্গীরাও ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছে। কিছুটা পিছলে থামল তাদের ঘোড়াগুলো। আরোহীরা অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল।

এমন পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে বিল জেসন। গোলাগুলি ওর কাছে নতুন কিছু নয়। দুটো হোলস্টারে একই সঙ্গে ছোবল মারল ওর হাত। এক ঝটকায় অস্ত্র দুটো খাপমুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। তখনও অস্ত্র বের করতে পারেনি প্রতিপক্ষদের কেউ।

দ্বিধা না করে ট্রিগার স্পর্শ করল বিল। ওর হাতে লাফিয়ে উঠল .৪৫ কোল্ট। বিকট আওয়াজ হলো একই সঙ্গে দুটো গুলির। সামনের লোকটা বুকে গুলি খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দ্বিতীয় লোকটা কাঁধ চেপে ধরেছে। ব্যথায় বিকৃত মুখে গালাগাল করে উঠল।

বাতাসে করডাইটের কটু গন্ধ। আহত লোকটা এক হাতে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করেছে যে লোক দু'জন এখনও গুলি খায়নি তারা অনুসরণ করল। প্রাণ দেখে মনে হলো লেজে আগুন লেগে গেছে।

বাঁক ঘুরে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল লোক তিনজন। দ্রুত দূরে চলে গেল তাদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

ধাওয়া করল না বিল, ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, মৃত লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভ্রূ কুঁচকে গেছে। এই এলাকায় পরিচিত নয় ও। অথচ লোকগুলোর একজন ওর নাম বলেছে। তার মানে কেউ একজন এখানে চিনে ফেলেছে ওকে। কে হতে পারে লোকটা? গতকাল সন্ধেয় মাত্র অ্যামারিয়োয় পৌঁছেছে ও, এরই মধ্যে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেল?

লাশের মুখে একটা লাল রুমাল, মুখোশের মতো পরা। চোখের জায়গায় ছোট দুটো ফুটো। রুমাল সরিয়ে চেহারাটা দেখল ও। চিনতে পারল না। ছুঁচোর মতো চেহারা লোকটার। হাড্ডিসার শরীর। দেখেই মনে হয় অত্যন্ত নীচ লোক ছিল। এক পলক দেখলেও লোকটার দু'জন সঙ্গীর দৈহিক আকৃতি মনে আছে ওর। মনের মাঝে তথ্যগুলো গেঁথে নিল। একজন মোটাসোটা, কটনউড গাছের গুঁড়ির মতো। অন্যজন চিকন দেহের, যেন আস্ত একটা ঢ্যাঙা কাঠি।

মৃত লোকটাকে সার্চ করল ও। লোকটার পকেট ভরা স্বর্ণমুদ্রা। যে-ই তাকে পাঠিয়ে থাকুক, বিল জেসনকে খুন করানোর জন্যে যথেষ্ট খরচ করতে রাজি সে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটার ঘোড়া, উশখুশ করছে। ওটার ব্র্যান্ড পরীক্ষা করে দেখল বিল। টি বার।

ড্যান্ডির ব্রাজোস এলাকার অতি পরিচিত একটা ব্র্যান্ড। কিন্তু যাদের ব্র্যান্ড তাদের চেনে ও। সৎ লোক। তারা অ্যামুশের মতো কাজে কিছুতেই নিজেদের জড়াবে না। ঘোড়াটা সম্ভবত চোরাই।

আকাশের দিকে তাকাল বিল। নিচে নেমে এসেছে শকুনের দল। ভাল। খাবার থেকে ওদের বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছে নেই ওর। যে লোক অ্যামুশের মতো জঘন্য কাজ করতে পারে তাকে কবর দেবার পরিশ্রম ওর মতো কঠোর লোকরা করে না। ও-ও করবে না। যাক শয়তানটা শকুনের পেটে। এটাই ওর উপযুক্ত পাওনা।

ঘোড়ার পিঠে উঠে পশ্চিমে রওনা হয়ে গেল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিল আয়েস করে।

আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে সামনের প্রকৃতি। বাড়ছে গাছপালার পরিমাণ। পাহাড়ী ঢাল নিচু হয়ে সমতল ভূমির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

গোধূলির সময় একটা সরু অগভীর খাল পার হলো ও। একটু পরেই পড়ল আরেকটা খাল। ওটাও পার হয়ে এগিয়ে চলল বিল। গোটা এলাকা খাল আর ঝর্নায় ভরা, কোনটারই পানি হাঁটুর ওপর নয়। আঁকাবাঁকা। পাহাড়গুলোয় জন্মেছে ঘন ঝোপঝাড়। সহজে এখানে ওর ট্র্যাক খুঁজে পাবে না কেউ। তাই বলে সতর্কতায় ঢিল দিল না বিল।

শেষ বিকেল। লালচে আলোয় উত্তর-পশ্চিমে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বিস্তৃত পাহাড়সারি। নীল, লাল আর কমলা-হলুদ আকাশের পটভূমিতে ধূসর লাগছে ওগুলো দেখতে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি ঝরানো মেঘের রাশি।

এই এলাকায় আগেও এসেছে ও। বুনো প্রকৃতির দিকে চেয়ে

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে। দূরের উপত্যকাটা ক্যানাডিয়ান নদীর তীরে। ওখানেই ভিনদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছিল প্যানহ্যান্ডেলবাসীরা। ওটা ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল ক্যানাডিয়ান নদীর গাঢ় নীল পানি।

আবার নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে যেতে পারে। এবারের লড়াই বিদেশীদের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের মাঝে। সেটা ঠেকাতেই পাঠানো হয়েছে ওকে।

কঠিন একটা দায়িত্ব। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বটা পালন করতে পারবে ও? না পারলে হয়তো অস্তিত্ব থাকবে না রেঞ্জারদের।

সিগারেট ফেলে দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল বিল জেসন।

দুই

অস্টিন। রেঞ্জার হেড অফিস।

আরামদায়ক চেয়ারে রেঞ্জার ক্যাপ্টেন জিম ম্যাকেনলির সামনে গম্ভীর চেহারায় বসে আছেন গভর্নর জর্জ হ্যারিসন। তাঁর হাতে একটা খবরের কাগজ। বিশেষ খবরটায় আবার চোখ বোলালেন তিনি। আরও লাল হয়ে উঠল লালচে চেহারা।

'বুঝতে পারছেন?' এক পলক বিল জেসনকে দেখে নিয়ে

ক্যাপ্টেন জিম ম্যাকেনলির দিকে তাকালেন তিনি। জোরে জোরে লাইন ক'টা পড়লেন। পড়া শেষ করে ঝপ করে কাগজটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে।

বিখ্যাত দৈনিক ডেইলি মেইলের প্রথম পাতায় সবিস্তারে ছাপা হয়েছে খবরটা।

রেঞ্জারদের অযোগ্যতা এবং দায়িত্বে অবহেলাঃ
অপরাধীদের হাতে সাধারণ মানুষ জিম্মি

একসময়ের গর্ব টেক্সাস রেঞ্জার আজ সমাজের বিষফোঁড়া। কতিপয় অসুস্থ মানসিকতার রাজনীতিবিদের নোংরা হাতিয়ার এখন গোটা রেঞ্জার বাহিনী। সন্ত্রাস এবং অন্যান্য নানা অপকর্মের সঙ্গে বর্তমানে জড়িয়ে গেছে রেঞ্জার দল। রক্ষক এখন ভক্ষক। টেক্সাসের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে তারা। সাধারণ জনসাধারণ তাদের দ্বারা নিষ্পেষিত। এই সমস্যার আশু সমাধান না হলে···

প্রচুর তথ্য তুলে ধরে রেঞ্জারদের অযোগ্যতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে খবরটায়।

খবরটা আগেই পড়েছেন জিম ম্যাকেনলি। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আসলে কি চাইছেন উইলিয়াম রাদারফোর্ড?'

'বুঝতে পারছেন না?' গভর্নরের চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর। 'খবরের কাগজটা ওর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার। নিজের প্রভাব আরও বাড়ানোর জন্যে পত্রিকাটাকে ব্যবহার করছে রাদারফোর্ড। রেঞ্জারদের বদনামের মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা লুটবে ঠিক করেছে।'

'কিন্তু রেঞ্জারদের সঙ্গে তার শত্রুতা করার কারণ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

চুপ করে বসে আছে বিল জেসন। গভর্নর বললেন, 'ওর উদ্দেশ্য সাধনের পথে রেঞ্জাররাই প্রধান বাধা। ও জানে রেঞ্জাররা

সরাসরি আমার হয়ে কাজ করে পয়সা দিয়ে তাদের কেনা যায় না। সেজন্যেই চাইছে রেঞ্জারদের সংগঠন বিলুপ্ত করে দিতে। এর ফলে ওর নিজস্ব প্রভাব খাটাতে সুবিধে হবে।'

'সাধারণ মানুষ রেঞ্জারদের পক্ষে আছে।'

'হ্যাঁ। এখনও। কিন্তু বেশিদিন তা থাকবে না। ডেইলি মেইল যেভাবে রেঞ্জারদের পেছনে লেগেছে তাতে শীঘ্রি জনগণের মতামত প্রভাবিত হবে।'

কথাটার কোন প্রতিবাদ করলেন না ক্যাপ্টেন, তবে চেহারা দেখে মনে হলো মেনে নিতেও পারছেন না।

'রাজনীতি' বললেন গভর্নর। 'আসলে আমার পেছনে লেগেছে রাদারফোর্ড। রেঞ্জাররা পথের কাঁটা। সংগঠনটাকে অযোগ্য এবং অত্যাচারী বলে প্রমাণ করতে চাইছে সে। জনগণকে বোঝাতে চাইছে রেঞ্জাররা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে নানা বেআইনী তৎপরতায় জড়িয়ে গেছে।'

চুপ করে আছেন জিম ম্যাকেনলি, ভাবছেন। কপালে চিন্তার কুঞ্চন। কয়েকদিন আগে প্যানহ্যান্ডেল থেকে ক্যাপ্টেন রবার্টসনও চিঠিতে একই কথা লিখেছেন। ওদিকে খারাপ যা কিছু ঘটছে সবকিছুর সঙ্গে সুকৌশলে রেঞ্জারদের জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। দায়ী করা হচ্ছে তাদের।

ক্যাপ্টেন রবার্টসনের লোকরা সবাই পরিচিত। সর্বক্ষণ তাদের চোখে চোখে রাখছে রাদারফোর্ডের লোকরা। আউট-লদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই রেঞ্জাররা নিতে পারছে না। বারবার ব্যর্থ হতে হচ্ছে তাদের। রেঞ্জাররা কি করতে যাচ্ছে আগেই সে-খবর পৌঁছে যাচ্ছে অপরাধীদের কাছে। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-ছিনতাই বেড়ে গেছে, অথচ রেঞ্জাররা তা ঠেকাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

নির্যাতিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এদিকে রেঞ্জারদের ব্যর্থতা ফলাও করে প্রকাশ করছে ডেইলি মেইল। এমনকি রেঞ্জারদের সঙ্গে আউট-লদের যোগাযোগ আছে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করতে ছাড়ছে না। ক্রমেই আস্থা হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

চুপ করে আছেন গভর্নর, একটা সিগার ধরালেন। জিম ম্যাকেনলি কি যেন ভাবছেন। ঘরে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা।

অবশেষে প্রায় মিনিট পাঁচেক পর চোখ তুলে বিল জেসনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন জিম ম্যাকেনলি।

পাঁচ বছর হলো রেঞ্জার দলে যোগ দিয়েছে যুবক। এই পাঁচ বছরে অসংখ্যবার নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। অস্থায়ী রেঞ্জার রক বেননকে বাদ দিলে রেঞ্জার সংগঠনে বিল জেসনই সবচেয়ে দক্ষ। রক বেনন অন্য কাজে অ্যারিজোনায় আছে।

'অশুভ একটা চক্র কাজ করছে আমাদের বিরুদ্ধে,' অবশেষে মুখ খুললেন গভর্নর। 'এমন কাউকে দরকার যে বিষবৃক্ষের গোড়া কেটে ফেলতে পারবে।'

'বিল,' টেবিলে কনুই রাখলেন ক্যাপ্টেন ম্যাকেনলি। 'ওই এলাকায় আগেও একবার গেছ তুমি, তাই না?'

'জ্বী। তিন বছর আগে।'

ওর মনে পড়ে গেল জ্যাকসনদের সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছিল সেবার। ওই অঞ্চলের নামকরা বন্দুকবাজ ছিল ওরা। সবাই ওদের সমঝে চলত। বেআইনী কাজের সঙ্গে জড়িত সন্দেহ করলেও কেউ ওদের সামনে মুখ খোলার সাহস পেত না।

একটা স্টেজ ডাকাতির সময় ওদের সঙ্গে দেখা হয় বিলের। অদ্ভুত সুন্দরী একটা মেয়ে ছিল স্টেজে, তেমনি সাহসী। ছয়-

সাতজন আউট-লর বিরুদ্ধে একাই গোলাগুলি চালিয়ে প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল। স্টেজের গার্ড আর চালককে খুন করে ফেলেছিল আউট-লরা। মেয়েটাকেও কোণঠাসা করে এনেছিল। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে ঠিক তখন হাজির হয় ও, পরিস্থিতি বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াইতে। চারজন ডাকাতকে শেষ করে দেয় ও। পালিয়ে যায় বাকিরা।

ও যদি সময় মতো না পৌঁছুতো তাহলে স্টেজ তো লুঠ হতোই, মেয়েটাকেও চরম অপমানিত হতে হতো। ওই লড়াইতে জ্যাকসনরা তিন ভাই মারা যায়। মৃত আউট-লদের স্থান হয় বুটহিলে।

বিল জেসনকে চুপ দেখে ক্যাপ্টেন ম্যাকেনলি খুকখুক করে কাশলেন। 'সেবার তোমার পরিচয় ফাঁস হয়নি।'

চোখে উৎসাহ নিয়ে বিলের দিকে তাকালেন গভর্নর। যুবক সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা কানে এসেছে তাঁর।

'পরিচয় দেবার দরকার হয়নি, স্যার,' নিচু গলায় জানাল বিল। 'জ্যাকসনরা মরায় সাধারণ মানুষ খুশি হয়েছিল। জুরিরাও আমাকে নিরপরাধ ঘোষণা করে। রীতিমতো খাতির করতে শুরু করেছিল সবাই।'

'সবাই ধরে নিয়েছিল তুমি এক বেপরোয়া কাউবয় ছাড়া আর কিছু নও,' বললেন ম্যাকেনলি। সিগারটা অ্যাশট্রেতে টিপে নিভিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবক রেঞ্জারের চোখে তাকালেন। 'ডিকসন বেশ চমৎকার জায়গা, বিল। তুমি কি বলো?'

ক্যাপ্টেন ইঙ্গিতে কি বলতে চাইছেন বুঝতে দেরি হলো না বিলের। সামান্য হাসল ও।

'কবে আমাকে ওখানে যেতে হবে, স্যার?

তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তো যতো দ্রুত সম্ভব।

আমার কোন আপত্তি নেই, স্যার।

সতর্ক করব না তোমাকে, গম্ভীর চেহারায় বললেন ক্যাপ্টেন। 'কতোখানি বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছ সেটা আশা করি কারও চেয়ে কম বোঝো না তুমি। শারম্যান আর রিকি তোমার আগে তদন্ত করতে গিয়েছিল। ওদের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গেছে। আমি চাই না তুমিও বেঘোরে মারা পড়ো। ভেবে দেখো যাবে কিনা।

যাব, স্যার। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। বিলের চেহারা কঠোর। সহকর্মীদের করুণ পরিণতি ওর ভেতর চাপা একটা জেদের সৃষ্টি করেছে।

মুখ খুললেন গভর্নর। 'তাহলে একটা কথাই শুধু বলব, বিল। সিনেটর রাদারফোর্ডকে সমঝে চলতে হবে। অত্যন্ত কৌশলী আর ক্ষমতাবান লোক সে, তেমনি জেদী আর একরোখা।'

'আমি সতর্ক থাকব, স্যার। উঠে দাঁড়াল বিল। 'আপনারা অনুমতি দিলে এখন আমি যেতে চাই। যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হবে।'

'এসো, বিল,' বললেন ক্যাপ্টেন।

বিল জেসন বেরিয়ে যাবার পর ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন গভর্নর। মৃদু গলায় বললেন, ছেলেটার ভেতরে কি যেন একটা আছে। ভরসা করতে ইচ্ছে হয়।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। গর্ব করে বললেন, 'ও আমার সেরা রেঞ্জার।'

অস্টিন থেকে ডিকসন–এই সুদীর্ঘ পথের শেষে আছে এখন বিল জেসন। ছুটছে এক নাগাড়ে।

ক্যানাডিয়ান নদীর তীরে এসে পড়ার পর ট্রেইলটা খুঁজে পেল ও। নদীর উত্তর পাড় ধরে এগিয়েছে ট্রেইল, গিয়ে মিশেছে ডিকসন শহরের সঙ্গে।

পশ্চিমাকাশ রাঙিয়ে দিগন্তে হেলে পড়েছে রক্তলাল সূর্যটা। উপত্যকায় গাছের ছায়াগুলো ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। সন্ধের আঁধার নামতে বেশি দেরি নেই। বিল বুঝতে পারছে নদী পার হতেই অন্ধকার নেমে আসবে। চিন্তাটা পছন্দ হলো না ওর। রাতের পর রাত খোলা আকাশের নিচে কাটাতে হয়েছে ওকে, পিঠটা বিছানার স্পর্শ পায়নি। তারওপর সঙ্গে খাবার প্রায় নেই বললেই চলে। এদিকে পেটের ভেতর ছুঁচো ডাকছে। ঘোড়ার গতি বাড়াল ও।

পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটছে ঘোড়াটা। ওটার খুরের মৃদু আওয়াজ ছাড়া চারপাশ একেবারে নীরব। জঙ্গলের ভেতর পাখিও ডাকছে না।

জঙ্গলটাকে নদীর তীর পর্যন্ত এগিয়ে আসতে বাধা দিয়েছে ট্রেইলটা। বেশ অনেকদূর সোজা গেছে, তারপর তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে ওটা। বাঁকটা পার হওয়ার পরই আর্তচিৎকারটা শুনতে পেল বিল।

'সেনিয়র! আমাকে মেরো না, সেনিয়র! আমাকে...'

বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ করে থেমে গেল লোকটা। মনে হলো কে যেন তার গলা টিপে শ্বাস রোধ করে দিয়েছে।

ঘোড়াটার পাঁজরে হাঁটুর চাপ দিয়ে গতি আরও বাড়াল বিল। তুমুল বেগে ছুটছে ওর ঘোড়া। সামনে আবার বাঁক নিয়েছে ট্রেইল। বাঁকটা পার হয়ে হঠাৎই থামল জন্তুটা। পিছলে কিছুদূর এগিয়ে গেল।

ট্রেইলের ধারে মোটা একটা কটনউড গাছ। ওটার একটা

ডাল থেকে দড়ির ফাঁসে ঝুলছে এক লোক। ঘনঘন পা নাড়ছে। মোচড় খাচ্ছে দেহটা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে চারজন লোক। হাসছে তারা, যেন খুব মজার কিছু ঘটছে।

ড্র করল বিল, চোখের পলকে ট্রিগার স্পর্শ করল। সিক্সগান দুটো লাফিয়ে উঠল ওর হাতে। জঙ্গলের ভেতর বিকট আওয়াজ হলো জোড়া গুলির। ঝটকা খেল দড়ি। ছিঁড়ে গেল। ধপ করে মাটিতে পড়ল লোকটা, হাঁসফাঁস করছে। ফুঁপিয়ে উঠে বড় করে দম নিল। দু'হাতে টানাটানি করছে গলায় এঁটে বসা দড়ি।

বিলের আচমকা উপস্থিতির চমক কাটিয়ে উঠল লোকগুলো। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। দু'বার গর্জন ছাড়ল বিলের অস্ত্র দুটো। যে দু'জন আগে ড্র করেছে তাদের একজন ডানহাতের ফুটো কনুই চেপে ধরল অন্যহাতে। ব্যথায় লাফাতে শুরু করল লোকটা। দ্বিতীয়জন কব্জি চেপে ধরে নাচছে। সমানে মুখ খিস্তি করছে দু'জন। অন্য দু'জন আস্তে করে হাত সরিয়ে নিল পিস্তলের কাছ থেকে। ভাব দেখে মনে হলো হঠাৎ বুঝতে পেরেছে ওগুলো আগুনের মতো গরম।

'নড়বে না খবরদার!' কঠোর গলায় নির্দেশ দিল বিল। 'এক পা নড়েছ কি কলজে ফুটো করে দেব। মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও!'

বিনা প্রতিবাদে মাথার ওপর হাত ওঠাল সুস্থ দু'জন। আহতরা একটা করে হাত তুলল। সিক্সগান খাপে পুরল বিল, ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নামল। একবারের জন্যেও লোকগুলোর ওপর থেকে চোখ সরেনি ওর।

গলায় দড়িওয়ালা মেক্সিকান লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও, এক টানে খুলে দিল দড়িটা। রাগে কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠ।

'কি কারণে একে ফাঁসি দিচ্ছিলে?'

সুস্থ দু'জনের একজনের চুলের রং জং ধরা লোহার মতো। ভাব দেখে তাকেই এদের নেতা মনে হলো বিলের। তার দিকেই একদৃষ্টে তাকাল।

'আমরা ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চের লোক,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল লোকটা। 'তুমি কিন্তু অন্যের ঝামেলায় নাক গলিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনছো।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল বিলের চেহারা। 'যে র‍্যাঞ্চের লোকই তোমরা হও না কেন, কাউকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়ার কোন অধিকার নেই তোমাদের। আমি তো এখানে কোন জাজ বা জুরি দেখতে পাচ্ছি না। কার হুকুমে বেআইনী কাজটা করতে যাচ্ছিলে তোমরা?'

'ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চের কেউ বস্ ছাড়া অন্য কারও হুকুমের তোয়াক্কা করে না।' থোক করে একদলা থুতু ফেলে মেক্সিকান লোকটার দিকে তাকাল লালচুলো। 'এই শালা ভেড়া পালে। এখানে ওসব চলবে না। এটা গরুর দেশ।'

'এটা কিসের দেশ সেটা কি তোমরা নির্ধারণ করবে নাকি! ভেড়া পালার বিরুদ্ধে কোন আইন নেই।'

'ভেড়ার পাল ঘাস নষ্ট করে দেয় সেটা নিশ্চয়ই জানো? আমরা তা হতে দিতে পারি না।'

'কাপ্তেন,' কথা বলে উঠল মেক্সিকান। 'ওরা মিথ্যে অভিযোগ আনছে। আমার পুরো খামার বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওদের রেঞ্জ আমি ব্যবহারও করি না। আসলে আমার কাছে অনেকদিন থেকে চাঁদা চাইছে ওরা। আমি দিতে রাজি হইনি বলে আজকে সুযোগ পেয়ে আমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।'

'আচ্ছা! এই তাহলে ব্যাপার?' কড়া চোখে কাউবয়দের দেখল বিল। 'তোমাদের মতো লোকদের পিটিয়ে হাড়গোড় এক করে দেয়া উচিত। হয়তো তা-ই করব আমি।'

'অস্ত্রে তোমার হাত চালু, বলল লালচুলো। 'সেজন্যে বড় বড় কথা বলছ। খালি হাতে এলে হাগিয়ে ছেড়ে দিতাম তোমাকে।'

উঠে দাঁড়াল সুঠামদেহী বিল। লোকগুলোকে হতভম্ব করে দিয়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'আহতদের কথা বাদ দিলে আমার বিরুদ্ধে তোমরা দু'জন আছো। সাহস থাকলে হাত নামাও! এসো, দেখা যাক কে কাকে হাগায়।

উত্তেজনায় চকচক করে উঠল লালচুলোর চোখ। তারপর কি যেন চিন্তা করল সে। যে লোক দু'জনের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় দাঁড়িয়ে যায় তার ব্যাপারে সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে সে। ইতঃস্তত করল। সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে হাতাহাতি লড়াইতে অভিজ্ঞ। পিস্তলে তার হাত যেমন মারামারিতেও তেমন হলে বিপদের কথা। আর তেমন বলেই মনে হচ্ছে। নাহলে এভাবে এগিয়ে আসতো না।

বিড়বিড় করে কি যেন বলল লালচুলো। হাত নামাল, কিন্তু আক্রমণ করার কোন ইচ্ছে তার মধ্যে দেখা গেল না।

'ড্র করে দেখবে?' টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল বিল।

আস্তে করে মাথা নাড়ল লালচুলো। অপমানে তার মুখটাও চুলের মতোই লালচে দেখাচ্ছে। নিচু স্বরে বলল, 'অস্ত্রে আমার হাত চালু না। ড্র করব না আমি। তবে মনে রেখো, আমি তোমাকে ভয়ও পাচ্ছি না। সময় সুয়োগ আসুক, আমি দেখব কি দিয়ে তুমি তৈরি।'

যুবকের চেহারা দেখে বিলের মনে হলো সত্যি কথাই বলছে

দানব। আসলে বোধহয় মেক্সিকানকে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে মজা করতে চাইছিল, বেকায়দা পরিস্থিতিতে পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। লড়াই করার সত্যিকার কোন ইচ্ছে তার মধ্যে নেই।

'অবশ্যই দেখবে আমি কি দিয়ে তৈরি,' নিচু গলায় বলল বিল। 'আমি তৈরি থাকব। এবার সময় নষ্ট না করে কেটে পড়ো। বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছে থাকলে ভবিষ্যতে এধরনের কাজ আর কোরো না। এবারের মতো অস্ত্রের ওপর দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি।'

অপমানিত চেহারায় যার যার ঘোড়ায় চড়ল কাউবয়রা, একবারও পেছনে না তাকিয়ে ট্রেইল ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারা চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত স্যাডল বুট থেকে বের করা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামাল না বিল।

কাউবয়রা বিদায় নেয়ার পর মেক্সিকানের দিকে তাকাল ও। লোকটার গলায় চেপে বসা দড়ির দাগ। এছাড়া তার আর কিছু হয়েছে বলে মনে হলো না। গলা ডলছে রুগ্ন লোকটা, নিকষ কালো কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে।

নিজের পরিচয় দিল সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। 'আমি জ্যাকোস হন্টার, কাপ্তেন। আজকে তুমি আমাকে জানে বাঁচিয়েছ। আমি কথাটা ভুলব না।'

'ওরা কি সত্যি তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল?'

'হ্যাঁ, সেনিয়র। আগেও এই কাজ করেছে ওরা।' শিউরে উঠল লোকটা। 'দু'তিনজন ছোট র‍্যাঞ্চার মারা গেছে ওদের হাতে। তবে এই প্রথম ডাব্লিউ আর-এর লোকদের আমি খারাপ কাজ করতে দেখলাম। আগে জানতাম জন হান্টারের লোকরাই শুধু লিঞ্চিং করে।'

'জন হান্টার?'

'এই এলাকার দ্বিতীয় বড় র‍্যাঞ্চটা তার। খুব নীচ লোক।'

'আর ডাব্লিউ আর? এরাও কি বড় র‍্যাঞ্চ?'

'হ্যাঁ, সেনিয়র। ওরাই সবচেয়ে বড়। মালিকের নাম উইলিয়াম রাদারফোর্ড। সিনেটর মানুষ। অনেক ক্ষমতা।'

'তারই নির্দেশে এসব ঘটছে?'

'তা আমি ঠিক করে বলতে পারব না। তবে রেঞ্জে কঠোর সব অস্ত্রধারীদের জড়ো করছে সে। কি করবে ঈশ্বর জানেন। হয়তো শেষ পর্যন্ত পালাতে হবে আমাদের মতো ছোট র‍্যাঞ্চারদের।' গলা ডলল মেক্সিকান।

'গলার কি অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল বিল।

'ব্যথা করছে, সেনিয়র, আর কিছু না। প্রাণ বাঁচানোয় তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে তুমি না থাকলে মরতে হতো আমাকে।'

'আমার তা মনে হয় না। ওরা মজা লুটতে চাইছিল, সত্যি করে ফাঁসি দিতে চায়নি। সেকারণেই লড়াই করার ইচ্ছে ছিল না ওদের।'

'কিন্তু ওরা ড্র করেছিল।'

'কারণ ওরা ভেবেছিল সহজেই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারবে। একটু থামল বিল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'শহরটা এখান থেকে কতো দূর? আমাকে শহরে যেতে হবে।'

'অনেক দূর, সেনিয়র। যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। কিছু মনে না করলে তাহলে আজকে রাতটা আমার গরীবখানায় কাটিয়ে দিতে পারো। আমি খুবই খুশি হবো।'

'আমি কিন্তু রাজি হয়ে যেতে পারি।'

'আমি খুবই খুশি হবো, সেনিয়র।' ঝোপের সঙ্গে বাঁধা

গাধাটায় উঠল সে। 'চলো, সেনিয়র, একটু দূরেই আমার র‍্যাঞ্চ।' শিউরে উঠল একবার। কাঁপা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, আবার আসবে ওরা?'

'মনে হয় না। আজকের ঘটনায় যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওদের।' মুখে বলল বটে, কিন্তু নিজে বিল দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারল না। যুক্তি বলে লোকগুলো ফিরে আসবে।

নীরবে এগোল ওরা। তিন মাইল পথ পেরিয়ে এলো কথা প্রায় হলোই না।

ট্রেইল সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে। 'বামদিকের ট্রেইল সোজা চলে গেছে ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে,' জানাল মেক্সিকান। 'সেটা এখান থেকে পনেরো মাইল হবে। অন্য পথটা গেছে ডিকসনে–ওটাও পনেরো মাইলের কম হবে না। আর আমার র‍্যাঞ্চটা পথের ধারে, আর সামান্য পথ বাকি।'

রাত নামছে। ক্রমেই আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। আকাশে ফুটতে শুরু করেছে তারার মেলা। ট্রেইলের ধারে অনেকগুলো কটনউড গাছ এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর পাশ দিয়ে এগোল ওরা।

পাথুরে এলাকা। র‍্যাঞ্চের জন্যে তেমন উপযুক্ত নয়। ছোট একটা খামার করেছে জ্যাকোস হন্টার। পুরো খামার জং ধরা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বার্ন, করাল, কুকশ্যাক আর দু'কামরার সংলগ্ন ছোট কেবিন। ছোট, তবে মজবুত ভাবে বানানো। বার্নে ঘোড়া রেখে অন্ধকার কুটিরের দিকে এগোল ওরা। বিলকে পথ দেখানোর জন্যে বার্ন থেকে কালি মাখা একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়েছে মেক্সিকান।

সামনের ঘরে ঢুকে চোখ বুলাল বিল। সাদাসিধে আসবাবপত্র,

কিন্তু বোঝা যায় যত্ন করে বানানো হয়েছে। মেক্সিকান তৈরি করেছে নিশ্চয়ই।

'পাশের ঘরে থাকবে তুমি,' জানাল হন্টার। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, থেমে যেতে হলো তাকে।

ওদের পেছনে খেঁকিয়ে উঠেছে মোটা একটা স্বর: 'খবরদার! মাথার ওপর হাত তোলো।'

তিন

হাত তুলল বিল। আগেই তুলেছে হন্টার। দু'জনই বুঝতে পারছে, কিছু করার নেই ওদের। একেবারে বেকায়দা পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে ওরা।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে দুটো সিক্সগানের নল। অস্ত্রের পেছনে এলো লোক দু'জন। দু'জনেরই মুখে লাল রুমালের মুখোশ। কপালের ওপর হ্যাট টেনে রেখেছে। চেহারা দেখার উপায় নেই। কিন্তু বিল খেয়াল করল রুমালের পেছনে বিকৃত আনন্দে চকচক করছে লোক দুটোর চোখ।

'পিস্তল দুটো নিয়ে নাও,' নির্দেশ দিল প্রথমজন। প্রকাণ্ডদেহী লোব সে। গলাটা কর্কশ। 'সাবধান! সুযোগ পেলে ও কিন্তু তোমাকে জিম্মি করে ফেলবে।'

দ্বিতীয় লোকটা রুগ্ন। আস্ত একটা তালগাছ। অত্যন্ত দ্রুত নির্দেশ পালন করল সে। ভাব দেখে মনে হলো এধরনের কাজের সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে।

'এবার বেঁধে ফেলো।'

নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে উঠল তালগাছ। আগেই বিলের সিক্সগান দুটো নিয়ে নিয়েছে সে, এবার পিছমোড়া করে বিলের হাত বাঁধল। কাজটা শেষ করে কর্কশ গলার দিকে তাকাল। অপেক্ষা করছে নতুন নির্দেশের।

'এগোও!' পিস্তলের নলের ইশারায় বিলকে ঘরের কোনার বিছানাটা দেখাল প্রকাণ্ডদেহী। 'শুয়ে পড়ো বিছানায়। এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। আদেশটা পালন না করলে তোমাকে পেটাতে হতো আমার।'

হন্টারও শুলো বিলের পাশে। এতোক্ষণ ওদের শুয়ে পড়ার অপেক্ষাতেই ছিল ঢ্যাঙা লোকটা, এবার এগিয়ে গিয়ে ওদের পাগুলো বেঁধে ফেলল সে।

'বাহ্, বেশ! এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম।' একটা চেয়ারে বসল কর্কশ কণ্ঠ। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে পকেট থেকে চুরুট আর ম্যাচ বের করল সে। আয়েস করে চুরুটটা ধরিয়ে কষে টান দিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এবার আগুন দিতে যা দেরি। তাহলেই আমাদের কাজ শেষ।'

টেবিলের ওপর থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিল ঢ্যাঙা। তেল ভরার মুখটা খুলে ফেলল। বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে একবার তাকাল সঙ্গীর দিকে, যেন অনুমতি চাইছে।

মাথা নাড়ল কর্কশ কণ্ঠ। 'আরে গাধা, এখানে না। রান্নাঘরে। কারও সন্দেহ জাগবে না তাহলে।'

'এতো লুকোচুরির কি আছে,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ঢ্যাঙা। 'দুই গুলিতে মামলা ডিসমিস করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।' চেহারা দেখে মনে হলো সহজ বুদ্ধি বাতলাতে পেরে খুশি হয়েছে সে।

'না,' ধমকের সুরে বলল কর্কশ কণ্ঠ। 'ভুল করলে ফাঁসিতে ঝুলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পাকা কাজ হতে হবে। যাতে লোকে দেখে মনে করে দুর্ঘটনা।'

সঙ্গীর বক্তব্য এতোক্ষণে ঢ্যাঙার মাথায় ঢুকল। দাঁত কেলিয়ে হাসল সে। চোখে-মুখে প্রশংসার ছাপ ফুটে উঠল। 'ঠিক বলেছ। রান্নাঘরে আগুন দিলে লোকে দুর্ঘটনাই মনে করবে। যাই তাহলে, কাজটা সেরে ফেলি।'

রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকল না সে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা ছুঁড়ে দিল ভেতরে। ঠাস করে ফাটল কাঁচ। তেল গড়িয়ে গেল মেঝেতে। মুহূর্তে ছড়াতে শুরু করল আগুনের শিখা।

ধোঁয়ার গন্ধ পেল বিল আর হল্টার। বিড়বিড় করে ঈশ্বরের নাম জপতে শুরু করল মেক্সিকান। চুপ করে শুয়ে আছে বিল। ভাব দেখে মনে হলো বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু আসলে অত্যন্ত উত্তেজিত সে, ঝড়ের গতিতে কাজ করছে মস্তিষ্ক।

দীর্ঘদেহী লোকটা একটু আগের সেই লালচুলো কাউবয় হতে পারে। সে সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো একটু বদলে নিয়েছে কণ্ঠস্বর। এখানে আগেই এসে অপেক্ষা করছিল। হয়তো ধরে নিয়েছে বিপদ থেকে বাঁচানোয় ওকে সহজে ছাড়বে না মেক্সিকান আতিথেয়তা করতে চাইবে। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে বিলের। অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। তার খেসারত দিতে হবে। হয়তো দিতে হবে নিজের জীবন দিয়ে।

শুকনো কাঠে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। উঠে

দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী। 'চলো, ম্যাক, আগুনের শিখা কারও নজরে পড়ার আগেই সরে যেতে হবে।'

'দাঁড়াও একটু,' বাধা দিল ড্যাগু। 'ওর সিক্সগান দুটো নিয়ে নিই। চমৎকার জিনিস।'

সে হাত বাড়াতেই সঙ্গীর থাবড়া খেল। 'গাধা নাকি তুমি! ওগুলো নিলে লোকের সন্দেহ হবে। আর থাকলে সবাই মনে করবে দুর্ঘটনা। রেখে যাচ্ছি ওগুলো আমরা।'

আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল ড্যাগু, কিন্তু তাকে টেনে নিয়ে দরজার দিকে চলল তার সঙ্গী। দরজার কাছে পৌঁছে শেষবারের মতো একবার দেখল ঘরটা, তারপর বেরিয়ে যেতে পা বাড়াল।

বিলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আটকে গেল কর্কশ কণ্ঠের ঘাড়ের কাছে। রুমালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে এক গুচ্ছ লালচে চুল। বিল স্পষ্ট বুঝল এ সেই লালচুলো কাউবয়।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজা।

রান্নাঘর থেকে আগুনের যে লালচে আভা আসছে সে আভায় মৃদু আলোকিত হয়ে উঠেছে ঘরটা।

'কাপ্তেন,' বিড়বিড় করল মেক্সিকান। 'আমি দুঃখিত কবরও হলো না আমাদে···।'

'কবর হবে ভাবছ নাকি!' শান্ত স্বরে কথাটা বলল বিল। 'আমি ওসব ভাবছি না। জানতাম একটা না একটা ভুল ওরা করবেই। অপরাধ করলে খুঁত থেকেই যায়। ওরাও ভুল করে গেছে।'

বিল থেমে যাওয়ায় ককিয়ে উঠল মেক্সিকান। 'কাপ্তেন, আমরা শেষ। শেষ সময়ে মিছে আশা নাহয় নাই দিলে।'

'মিছে আশা নয়, হন্টার। যা বলছি ভেবেই বলছি। ওদের উচিত ছিল খাটের সঙ্গে আমাদের বেঁধে রেখে যাওয়া।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল মেক্সিকান। খাট থেকে ধপাস করে পড়েছে বিল। আড়চোখে তাকাল হন্টার। মেঝেতে শুয়ে খুবই ধীরে রান্নাঘরের দিকে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে চলেছে কাপ্তেন।

দরজার চৌকাঠে আগুন ধরে গেছে। কপাট পুড়ছে। প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে আগুন। বিল যতো কাছে যাচ্ছে ততোই বাড়ছে তাপ। গা পুড়ে যেতে চায়। চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর। ধোঁয়ায় শ্বাস আটকে আসতে চাইছে। থামল না বিল। হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। কাত হলো ও। দরজার জ্বলন্ত চৌকাঠে কব্জির বাঁধন চেপে ধরল। কাতরে উঠল নিজের অজান্তে। মাংস পোড়ার গন্ধ পাচ্ছে নাকে। পুড়ছে ওর হাত। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল তীব্র জ্বলুনি। গালের পেশীগুলো তিরতির করে কাঁপছে।

মনে হলো শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে না ও। ঠিক তখনই পট করে ছিঁড়ে গেল পোড়া দড়ি। পিছিয়ে এলো বিল, দ্রুত হাতে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল।

বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে মেক্সিকান। নানা রকমের কাকুতি মিনতি করছে। বিল তার বাঁধন খুলে দেয়ায় চোখ মেলল সে। বেঁচে যাবে বুঝতে পেরেই কাকুতি মিনতির বদলে কাউবয়দের চোদ্দো গুষ্টি উদ্ধার করতে শুরু করল। রাইফেলের নাগালে পেলে কি করবে তার বর্ণনা চলল কিছুক্ষণ।

তাগাদা দিল বিল। 'আগে নিজের বাড়ি বাঁচাও, পরে কাউবয়দের কি করবে সেসব ভেবো।'

'ঠিক, কাপ্তেন!'

'রান্নাঘরটা গেছে। এঘরটা বাঁচাতে পারো কিনা সে চেষ্টা করতে হবে।'

'ঠিক, কাপ্তেন!'

'এসো তাহলে। পানি কই?'

'উঠানে কুয়ো আছে।'

দুই মিনিটের মাথায় ওরা ব্যস্ত হয়ে গেল ঘরটা ভেজাতে। বালতি নামিয়ে কুয়ো থেকে পানি তুলছে বিল, মেক্সিকান সেই পানি নিয়ে ঘরের দেয়ালে ঢালছে।

বিশ মিনিট লাগল আগুন নেভাতে। রান্নাঘর বেশিরভাগটাই পুড়ে গেছে বটে কিন্তু ঘরের কোন ক্ষতি হয়নি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাতে শুরু করল মেক্সিকান। বিড়বিড় করে বলল, 'যিশু, ভাল অতিথিই পাঠিয়েছিলে আজ, নইলে খতম হয়ে যেতাম। আতিথ্য নিতে হাজার বছর বাঁচিয়ে রেখো কাপ্তেনকে।'

মেক্সিকানের চেহারা দেখে বোঝা গেল না কথাটা সে অন্তর থেকে বলেছে কিনা।

'মলম-টলম আছে কিছু?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল বিল। 'হাত পুড়ে গেছে আমার। ক্লান্তিও লাগছে। এক মগ কফি হলে দারুণ হতো।' হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছল ও।

'সব হবে, কাপ্তেন! বলল মেক্সিকান। উঠে দাঁড়াল। 'গরীব হতে পারি, কিন্তু মলম বা কফির অভাব নেই আমার।'

রাতের খাবার শেষ করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় মেক্সিকানের পাশে বসল বিল। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল, তারপর বিল বলল, 'ওই লালচুলো কাউবয় আর তার সঙ্গীরা যখন আমাদের জীবিত দেখবে তখন ওদের চেহারা কেমন হবে তাই ভাবছি।'

'লালচুলোর ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে,' বলল হন্টার। চিন্তিত শোনাল তাকে। 'ওকে আমি অনেক দিন

ধরে চিনি। আসল নাম রেড রেমন্ড। লোকটা ডানহাতি।'

'তাই?' বিস্মিত দেখাল বিলকে। 'কিন্তু তাতে কি?'

'কাপ্তেন, এবারের লালচুলো কিন্তু বামহাতে তোমার দিকে অস্ত্র তাক করেছিল।'

'হয়তো ক্রস পুল করেছে।'

মাথা নাড়ল মেক্সিকান। 'ওর হোলস্টারটাও বামদিকে ছিল।'

'চতুর লোক। হয়তো ইচ্ছে করেই অভ্যেস পাল্টে নিয়েছে, যাতে চট করে কেউ তাকে সন্দেহ করতে না পারে। মাথায় ঘিলু রাখে ব্যাটা।'

জবাব দিল না মেক্সিকান। ভাব দেখে মনে হলো বিলের সঙ্গে একমত হতে পারেনি।

এব্যাপারে ওদের মাঝে আর কোন কথা হলো না।

সন্ধের পর থেকে যা ঘটে গেছে তাতে রাতে ঘুম ভাল হলো না দু'জনের কারও।

সকালে যত্ন করে নাস্তা তৈরি করে বিলকে ডাকল মেক্সিকান। অনেক দিন পর ঘরে বানানো খাবারের স্বাদ পেল ও। ভাল রাঁধে হন্টার। জানাল কিছুদিন একটা র‍্যাঞ্চে কুক ছিল।

নাস্তার পর বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল বিল। সূর্য এখনও পূর্ণোদ্যমে উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেনি। চারপাশে স্নিগ্ধ প্রকৃতি। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজের সমারোহ। র‍্যাঞ্চ করার জন্যে অত্যন্ত উপযুক্ত এলাকা। মৃদু বাতাসে দুলছে কোমর সমান উঁচু ঘাসের সমুদ্র।

ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চ। র‍্যাঞ্চ হাউস।

চমৎকার দামী আসবাবপত্রে সাজানো বিলাসবহুল একটা ঘরে

বসে আছে উইলিয়াম রাদারফোর্ড। গম্ভীর ভাবে চিন্তিত সে। ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। ঠিক করে নিচ্ছে নিজের পরিকল্পনা। তার পাশেই বসে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। এক পলক দেখলে আর চোখ সরানো যায় না। যেন দেবী, নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে।

লিনা রাদারফোর্ড। গভীর নীল চোখে [তার] রাজ্যের রহস্য খেলা করছে।

যুবতীর উল্টোদিকে টেবিলের ওপাশে বসে আছে আরেকজন লোক। হালকা-পাতলা দেহ তার। শেয়ালের মতো চতুরতা খেলা করছে চেহারায়। পরনে পরিপাটি দামী সুট। আচরণে মেকি ভদ্রতা। চোখ তার মনের কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। লিনাকে যেন চোখ দিয়ে চাটছে লোকটা। নির্লজ্জের মতো মিটিমিটি হাসছে। তার স্মার্টনেস শেষ হয়ে গেছে কণ্ঠস্বরের কারণে। গলার স্বরটা মেয়েলি এবং সুরেলা।

লিনার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সিনেটরের দিকে তাকাল জন হান্টার। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল মুহূর্তে। একটু খেয়াল করলেই যে-কেউ বুঝবে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে এতোক্ষণ মেকি হাসি হাসছিল সে। সুরেলা মেয়েলি কণ্ঠে বলল, 'শুনেছেন নিশ্চয়ই? গতরাতে আবার গরু চুরি গেছে। এবার বক্স টি র‍্যাঞ্চের গরু।'

'ভাল,' চাপা স্বরে তিক্ত কণ্ঠে বলল রাদারফোর্ড। 'ট্যালোনের জন্যে সুখবর।'

জবাবে কিছু বলল না মোরাস, লিনার দিকে তাকাল। ভাব দেখে মনে হলো জিভ দিয়ে মেয়েটাকে চাটছে। কথাবার্তা দিয়ে কোন কাজ হবে না। কাজেই মনে মনে চিন্তা করছে কি করবে

সে। একই সঙ্গে মাথায় খেলা করছে মেয়েটাকে বাগানোর চিন্তা।

লোকটার নোংরা দৃষ্টির অর্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না লিনার। পুরুষমানুষ ওকে দেখলেই লোভীর মতো তাকিয়ে থাকে, এতে ও অভ্যস্ত। জানে একপাল নেকড়ের ভেতর একটা ভেড়ার মতোই অসহায় ও। কাজেই পুরুষদের খেলানোর বিদ্যা শিখতে হয়েছে ওকে। একুশ বছরের জীবনে অনেক পুরুষ কাছে আসতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সবার চোখেই কামনার আগুন দেখেছে ও। শুধু একবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। কালো দুটো গভীর চোখে অদ্ভুত নিষ্পাপ দৃষ্টি ছিল। হারিয়ে গেছে সেই মানুষটা। মনে মনে তাকে অনেক খুঁজেছে লিনা, কিন্তু আর তার দেখা পায়নি। ওর উদ্ধারকর্তা যেমন বিদ্যুতের মতো এসেছিল, তেমনি ঝিলিক তুলে হৃদয়পটে দাগ কেটে মিলিয়ে গেছে।

অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো লিনার বুক চিরে। উঠে দাঁড়াল ও। হান্টারের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি-লেহন থেকে সরে যেতে চাইছে।

'আমি কফি নিয়ে আসছি,' বলল ও। 'বাবা, তোমরা আলাপ করো।'

দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। হান্টারের নোংরা দৃষ্টি সেঁটে আছে ওর পিঠে। লোকটার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল লিনা।

এসব গায়ে মাখার বান্দা নয় মোরাস, মেয়েটা চলে যাওয়ায় রাদারফোর্ডের দিকে ফিরে তাকাল সে। সুরেলা মেয়েলি স্বরে বলল, 'আমাদের আরও কুশলী হতে হবে, মিস্টার রাদারফোর্ড। প্রয়োজনে কঠোরতা কমাতে হবে।'

'আমিও একই কথা ভাবছি। আমাদের আরও কৌশলী হতে

হবে।'

'জর্জ হ্যারিসনকে নিয়েই যা চিন্তা।'

'বুঝতে পারছি না এতো কিছুর পরও লোকটা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কি করে।'

'চালাক লোক। সুযোগ নিচ্ছে।' কপালে ভাঁজ পড়ল হান্টারের। 'সমস্যা যেটা দেখা দেবে সেটা হচ্ছে জিম ম্যাকেনলির সঙ্গে তার জোট বাঁধার কথাটা সবাই জানে। আমাদের ভয়টা এখানেই।'

কথাটা শুনে রেগে গেল সিনেটর। যেন তাকেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত অপমান!

'সুযোগটা আমিই নেব,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'সামনের সেশনেই রেঞ্জার বাহিনী বিলোপের বিল উত্থাপন করব আমি।'

'গভর্নর জর্জ হ্যারিসন ভেটো দেবে,' সিনেটরকে আরও উস্কে দিল মোরাস।

'তাকেও ছাড়ছি না।' টেবিলের ওপর রাগের চোটে ঘুসি বসাল রাদারফোর্ড। 'সামনের নির্বাচনে সে যাতে নমিনেশন না পায় সে-ব্যবস্থাও করব। যেভাবে হোক ওকে হারাব আমি।'

'নিশ্চয়ই!' আরও উস্কে দিল মোরাস। 'এছাড়া আপনার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।'

কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল লিনা। টেবিলে পট নামিয়ে দুটো কাপে কফি ঢেলে দিল।

মধুর হাসি হাসল মোরাস। জবাবে লিনাও মৃদু হাসল। অধরা থেকে লোকটাকে কিভাবে খেলাতে হবে সেটা ঠিকই জানে ও।

*

দুপুর বেলায় মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য নিয়ে ডিকসনে পৌঁছল বিল

জেসন। চওড়া রাস্তা ধরে এগোল ও, ক্যাটল কিং সেলুনের সামনে চলে এলো। হন্টারের কাছে শুনেছে সেলুনের বাবুর্চির রান্নার হাত নাকি খুবই ভাল।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে বোর্ডওয়াক ধরে সেলুনের দিকে চলল ও। একটু পরই ব্যাট উইং দরজা ঠেলে প্রবেশ করল ভেতরে। একটু থেমে অল্প আলোয় চোখ সইয়ে নিল ও। অভ্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল লোকগুলোকে। রেড রেমন্ড আর তার সঙ্গী কাউবয় বসে আছে কাউন্টারের সামনে। একবার ওকে দেখে নিয়ে আবার আলাপে মন দিল তারা।

বিস্ময় বোধ করল বিল। যেরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল তা মোটেই দেখতে পায়নি ও। ওকে দেখে চোখের পাতাও কাঁপেনি লোকগুলোর।

ব্যাপার কি!

কাউন্টারের এক পাশে দাঁড়াল বিল, পাশ ফিরে আছে যাতে সহজেই ড্র করতে পারে। হুইস্কির অর্ডার দিয়ে লক্ষ করল ওর দিকেই এগিয়ে আসছে রেমন্ড।

লোকটা পাশে এসে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত সরাসরি তাকাল না বিল।

কাউন্টারের ওপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল লালচুলো লোকটা। একটু দ্বিধা করে বলল, 'প্রথমে খুব রেগে গিয়েছিলাম। আসলে আমার সঙ্গীদের যে অবস্থা করেছ তাতে নিজেকে আমি দোষ দিতে পারছি না। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম তোমার জায়গায় আমি হলেও একই কাজ করতাম। বিশ্বাস করো আর না করো, আসলে আমরা স্রেফ মজা করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওকে ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দেব। ব্যাপারটা যে

সিরিয়াস রূপ নেবে তা আমরা ভাবিনি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাউবয়কে দেখল বিল। লোকটার চেহারায় ক্ষমাপ্রার্থনার চিহ্ন। লোকটা ভুল করেছে। ভুলটা স্বীকারও করেছে।

'হয়তো আসলেই তোমরা শুধু মজা করতে চেয়েছিলে,' অবশেষে বলল বিল। হুস্টারের খামারে কি ঘটেছে সেটা চেপে গেল। 'তবে তোমাদের মজা করার ধরনটা আমার পছন্দ হয়নি। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলে তোমরা।'

'আসলেই বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল।' নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার করল কাউবয়।

'চাঁদা দাবী করেছিলে কিসের জন্যে?'

'বুড়োকে ভয় দেখানোর জন্যে, আর কিছু না।'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল বিল। 'তোমাদের দলটা তো বেশ বড়, তাই না?'

'এই এলাকার সবচেয়ে বড়,' বুক ফুলে উঠল রেমন্ডের। 'আমাদের বস্‌ও বিরাট মাপের মানুষ।'

'তোমাদের বিরাট মাপের মানুষ সামান্য ব্যাপারেও নাক গলায় তাহলে।'

'কক্ষনো না।'

'তুমি কি বলতে চাইছ গত সন্ধের ঘটনা সে জানে না?'

কালো হয়ে গেল রেমন্ডের চেহারা। আস্তে করে মাথা নাড়ল সে। 'জানলে গালি দিয়ে আমাদের ভূত ভাগাবে বস্।'

'তোমাদের বোঝা উচিত যে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া ঠিক নয়।'

'আইন?' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল রেমন্ড। 'এখানে আইনের

কোন বালাই নেই। যাদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সেই রেঞ্জাররাই তো যতো অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। শেরিফও একটা অপদার্থ। এবারের নির্বাচনেই শেরিফের চালিয়াতি খতম হয়ে যাবে। এবার আর পাশ করতে হবে না তাকে।'

কিভাবে কাউবয়ের মুখ খোলাতে হবে সেটা টের পেয়ে গেছে বিল। চট করে প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'তাহলে এই এলাকায় আইন বলতে কিছু নেই বলছ?'

'আইন আছে মুখে মুখে। এদিকে চলছে দস্যু-ঠগ-লুটেরাদের অবিরাম উৎপাত। তাদের লাই দিচ্ছে রেঞ্জাররা। এক সঙ্গে মিলেমিশে অপরাধ করছে।'

হাত তুলে সঙ্গী কাউবয়কে ডাকল রেমন্ড। 'চলে এলো, জ্যাক, একটা ড্রিঙ্ক হয়ে যাক।' বিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। হাতটা বিল ধরায় আন্তরিক ভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি রেড রেমন্ড। তোমার নামটা বলবে না?'

'বিল জেসন,' নাম বলল বিল। কিছুক্ষণ আলাপের পরে সহজ-সরল দুই কাউবয়কে খারাপ লাগল না ওর। কাল সন্ধের ঘটনাটা বাদ দিলে চমৎকার দু'জন ফুর্তিবাজ যুবক তারা। এদের আচরণের সঙ্গে হন্টারের খামারে আক্রমণ একটুও মানাচ্ছে না। রহস্যটা আরও জটিল হয়ে উঠল।

কারা ছিল সেই লোক দু'জন?

একটু পর রেমন্ড বলল, 'বাইরে একটু কাজ আছে। এক্ষুণি যাব আর আসব। ব্যস্ততা না থাকলে অপেক্ষা করো, একসঙ্গে বসে দুপুরের খাবারটা খাওয়া যাবে।'

'বেশ,' রাজি হলো বিল, তারপর বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারব না। পেটের ভেতর ছুঁচোর নাচ শুরু

হয়ে গেছে।'

মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল দুই কাউবয়। আরেকটা হুইস্কির অর্ডার দিল বিল।

গ্লাসটা ওর সামনে ঠেলে দিয়ে বারকীপ বলল, 'লোক ভাল ওরা। কিন্তু মাথা গরম। রেমন্ডটা ছেলেমানুষই রয়ে গেল। মাঝে মাঝেই বদমায়েশী করে বেড়ায়। গতকালও কোত্থেকে যেন দুই আহত সঙ্গী নিয়ে এসে হাজির।'

'তাই?' কৌতূহলী চোখ বারকীপের দিকে তাকাল বিল। 'ওরা কি সন্ধের পরপরই এসেছিল?'

'হ্যাঁ, ঠিক সন্ধের পরপর।' ডাক পড়ায় বারকীপ তার গল্প বলার সুযোগ পেল না। কাউন্টারের পেছনে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো তাকে।

ভাবনায় ডুবে গেল বিল। বারকীপের মিথ্যে বলার কোন কারণ নেই। তাই যদি হয়, সন্ধের সময় যদি রেমন্ডরা ফিরে থাকে, তাহলে হন্টারের র‍্যাঞ্চে যা ঘটেছে তার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। ওদের ওপর হামলা হয়েছিল সন্ধের সময়। রেমন্ডরা দায়ী হলে মাঝ রাতের আগে এখানে এসে পৌঁছুতে পারত না।

তাহলে কারা হামলা করল? ট্রেইলে যারা অনুসরণ করছিল তারাই কি?

এখানে ওকে কেউ চেনে না। অন্তত চেনার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ ওকে সরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কে সে?

অন্য কেউ ভেবে ওর ওপর হামলা করছে না তো? [কেন? প্রথম দর্শনেই তো বলে উঠেছিল অনুসরণকারী 'ওই যে, বিল জেসন।']

হুইস্কিটুকু চিন্তিত চেহারায় শেষ করল বিল, তারপর একটা

সিগারেট ধরাল।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার। উইলিয়াম রাদারফোর্ড বুদ্ধিমান লোক। খারাপ কোন কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়ায় না। রেমন্ড আর জ্যাকের কথাগুলো থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে।

উইলিয়াম রাদারফোর্ড এবং তার মতো মানুষরা কিছুতেই যুগের পরিবর্তন মেনে নিতে পারছে না। প্রগতির সঙ্গে তাল না মিলিয়ে পুরোনোকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছে তার অনুসারীরা। চারদিকে এখন সভ্যতার নতুন জোয়ার। দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার ঢেউ লেগেছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে দেশ। গড়ে উঠছে নতুন নতুন শহর, বন্দর। পশ্চিমের অন্যান্য অঞ্চলের মতো প্যানহ্যান্ডেলেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। লাঙল আর কাঁটাতার এখানেও পৌঁছে গেছে।

নতুনদের মেনে নিতে পারছে না উইলিয়াম রাদারফোর্ডের মতো মানুষরা। এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তেও তারা রাজি নয়। প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়বে গোঁয়ার মানুষগুলো।

সামনে অর্থহীন একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আসন্ন, স্পষ্ট অনুভব করল বিল। একমাত্র রেঞ্জাররাই পারে ওরকম একটা পরিস্থিতি সামলে নিতে। কিন্তু রাদারফোর্ড বা তার তাঁবেদাররা কিছুতেই তা হতে দেবে না। দরকার হলে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে গোটা রেঞ্জার বাহিনী বিলোপ করতে।

মরিয়া হয়ে উঠেছে উইলিয়াম রাদারফোর্ড।

চার

স্পারের ঝুনঝুন আওয়াজ তুলে বিলের টেবিলে এসে বসল রেমন্ড আর জ্যাক। 'জলদি খাবার দাও! দেরি কিসের!' মোটা গলায় হাঁক ছাড়ল রেমন্ড।

'দেরি তো করলে তুমি,' ঠাট্টার সুরে বলল বিল, 'ওকে ধমকে হবে কী!'

'অপছন্দের কথা বলা তোমার একটা বদঅভ্যেস।' জ্র কুঁচকে মাথা চুলকাল রেমন্ড। 'কি যেন আছে তোমার মধ্যে। কথা বললে নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয়।'

'অন্যের কাছে ছোট হবার চেয়ে নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হওয়া ঢের ভাল।'

খাবার পরিবেশন করল বাবুর্চি।

কথা বন্ধ হয়ে গেল ওদের। সত্যিই লোকটার রান্নার হাত অসাধারণ। চুপচাপ খেতে শুরু করল ওরা।

খেতে খেতে রেমন্ড ভাবল, সামনে বসা দুর্ধর্ষ লোকটা সাধারণ কেউ নয়। কি যেন আছে তার ভেতর। অদম্য পৌরুষ? হবেও বা। আচরণে সাবলীল একটা ঔদ্ধত্য। যা বলবে তা বলবে সরাসরি, কারও তোয়াক্কা না করে। প্রথমে শুনতে খারাপ লাগে

বটে, কিন্তু গভীর ভাবে ভাবায় কথাগুলো। অত্যন্ত রহস্যময় একজন মানুষ। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের কারণে অমোঘ আকর্ষণে কাছে টানে।

খাওয়া শেষে বিলের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল রেমন্ড। টানও দিতে পারেনি, তার আগেই চমকে যেতে হলো ওদের।

রাস্তায় গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ!

'আরেহ্, কি ব্যাপার বুঝতে...' থেমে গেল রেমন্ড।

দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এক কাউবয়। দু'হাতে তার দুটো সিক্সগান। অস্ত্রের নলগুলো দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে তখনও। বিভ্রান্ত চেহারা লোকটার, হাঁপাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল:

'রোমেলা স্টেজ! রোমেলা স্টেজ! লুঠ হয়ে গেছে! আমি নিজের চোখে দেখেছি। স্টেজ ড্রাইভার আর গার্ডকে খুন করে ফেলেছে!'

উঠে দাঁড়াল বিল, দ্রুত পায়ে এগিয়ে ধরল উত্তেজিত লোকটাকে। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

'খুলে বলো দেখি এবার!'

বার কয়েক বড় করে দম নিয়ে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করল কাউবয়।

'রিমরক ট্রেইল ধরে এগোচ্ছি, এমন সময়ে স্টেজটা দেখতে পেলাম। আমি অনেক উঁচুতে ছিলাম। পরিষ্কার দেখলাম এক দল মুখোশধারী ঝোপের ভেতর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এলো। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছিল। একা আমার পক্ষে কিছুই করার ছিল না। গুলি করে ড্রাইভার আর গার্ডকে মেরে ফেলল। আমাকে দেখতে পায়নি। পালিয়ে চলে এসেছি আমি। শেরিফকে কোথাও

দেখলাম না। শেরিফকে খবরটা জানানো দরকার।'

'তোমাকে তাহলে দেখেনি ওরা?'

'না। দেখলে সোজা নরকে পাঠিয়ে দিত।'

'কতো দূরে ঘটেছে ডাকাতি?'

'সাত-আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ওই যে ভোঁতা চুড়োর পাহাড়গুলো যেখানে শুরু হয়েছে, ওখানে।'

'তোমাকে ওরা দেখেনি বলছ। গার্ড আর ড্রাইভারকেও মেরে ফেলেছে।' নিজের মনে বলল বিল, 'তারমানে তাড়াহুড়ো করবে না ওরা। সময় নিয়ে কাজ সারবে।'

ভীড় জমে গেছে সেলুনে। উত্তেজিত স্বরে নিজেদের ভেতর আলাপ শুরু হলো।

একটু সরে দাঁড়াল বিল, হাত তুলে চড়া গলায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'এই যে! শোনো তোমরা! আমরা যদি এখনই পিছু নিতে পারি তাহলে হয়তো ওদের ধরতে পারব। শেরিফকে দরকার। কেউ একজন তাকে খবর দিয়ে আনো।'

রেমন্ড বলল, 'শেরিফ শহরের বাইরে গেছে। তবে ডেপুটি হয়তো অফিসেই আছে। আমি যাচ্ছি, তাকে নিয়ে আসি।'

'তাই করো, বলল বিল। 'আইনের লোক সঙ্গে থাকা দরকার। তাড়াতাড়ি যাও।'

রেমন্ড রওনা হলো সেলুনের দরজার দিকে। সদ্য আসা কাউবয়কে ছেঁকে ধরেছে কৌতূহলী মানুষ। একসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ছে বেশ কয়েকজন। জবাব দিতে দিতে অস্থির হয়ে উঠল কাউবয়। সবার গলা ছাপিয়ে উঠেছে বেঁটে এক লোক। তার বুক পকেটের ওপর শোভা পাচ্ছে একটা চকচকে তারা।

দরজার কাছ থেকে ভীড়টা দেখল রেমন্ড। বেঁটে ওর চোখ এড়াতে পারল না। 'ওই তো ডেপুটি!' উঁচু গলায় ঘোষণা করল ও। এগিয়ে এসে লোকটার হাত ধরল। 'ভীড় থেকে বের হও, ডালটন। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তুমি।'

'কিন্তু আমার যে এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই,' আমতা আমতা করল ডেপুটি, সরল স্বীকারোক্তি দিল, 'আমার ওপর ভরসা করলে শেষে হয়তো হতাশ হতে হবে।'

'তোমাকে ওসব ভাবতে হবে না,' বলল বিল। 'তুমি শুধু সাক্ষী হিসেবে যাবে। যা করার আমরাই করব।'

'তাহলে যাওয়া যায়,' একটু দ্বিধা করে বলল ডালটন।

'ঠিক দেখেছ তো?' কাউবয়কে জিজ্ঞেস করল বিল। 'সংখ্যায় ওরা সাত-আটজন ছিল?'

'এর বেশি হবে না।'

রেমন্ডের দিকে তাকাল বিল। 'তুমি আর জ্যাক আমার সঙ্গে যাচ্ছ। ডেপুটিও যাচ্ছে। আরও দু'তিনজন লোক দরকার আমাদের।' ভীড়ের ওপর চোখ বোলাল ও। 'কে কে যাবে?'

বেশ কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল তারা যাবে।

সাত মিনিটের মাথায় ধুলোর মেঘ তুলে রওনা হয়ে গেল দলটা। দশ মিনিট পার হওয়ার আগেই শহর পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল ডাকাতির স্থানের দিকে।

রোমেলা। নিউ মেক্সিকোর গা ঘেঁষে জায়গাটা। ক্রেটনে আসা যাওয়ার পথের ঠিক মাঝখানে। যাত্রা বিরতি নেয় ওখানে লোকে। আবহাওয়ার প্রতিনিয়ত অত্যাচারে ওখানের পাহাড়গুলোর আকৃতি ভাঙাচোরা। চারপাশে পড়ে আছে বিশাল সব পাথর খণ্ড। এছাড়াও আছে পাথুরে দেয়াল। অসংখ্য খাঁজ-ভাঁজ সেগুলোয়।

ঐসব দেয়ালের আড়াল থেকেই এক সময় কোমাঞ্চিরা আক্রমণ চালাত, লুঠপাট করত। এখনও জায়গাটা কম বিপজ্জনক নয়। তবে এখন আর কোমাঞ্চিদের ভয় নেই। এখন ডাকাতি করে সাদা লুঠেরাদের দল। আউট-লদের জন্যে দুর্গম জায়গাটা লুকানোর পক্ষে অত্যন্ত আদর্শ। অস্পষ্ট ট্রেইলগুলো যারা চেনে তাদের কাছে নিউ মেক্সিকোয় যেতে হলে এদিকের পথগুলোই এখনও বেশি নিরাপদ।

'নিউ মেক্সিকোর দিকেই যাবে ওরা,' রেমন্ডকে নিজের মতামত জানাল বিল। 'তবে অতিরিক্ত চালাক হলে হয়তো পাহাড়গুলো ঘুরে আবার ফিরে যাবে ডিকসনতে।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা,' বলল রেমন্ড। 'স্টেজে কি এমন ছিল যে দু'জন লোককে মেরে ফেলতে দ্বিধা করেনি ডাকাতরা?'

'মূল্যবান কিছু নিশ্চয়ই ছিল,' বলল বিল।

ঝড়ের গতিতে ছুটছে ওদের ঘোড়াগুলো। চারপাশে এবড়োখেবড়ো পাহাড়শ্রেণী। রহস্যময় একটা পরিবেশ। গা ছমছম করে। মনে হয় হাজার বছর পিছিয়ে আদিম দুনিয়ায় চলে এসেছে বুঝি।

যেমন অপূর্ব সুন্দর তেমনি ভয়াবহ অঞ্চল এটা। অত্যন্ত বিপজ্জনক। কখন কোন্ আড়াল থেকে কে যে গুলি করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আছে এমন সব জায়গা যেখানে গোটা একটা আর্মিকে অ্যাম্বুশ করা সম্ভব।

সাবধানে এগোচ্ছে বিলরা। অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করছে বিল। কাজটায় সফল হতে পারবে কিনা ভাবছে। যদি সফল হয় তাহলে এটা হবে আইনরক্ষাকারী সংস্থার জন্যে বিরাট একটা বিজয়।

রেমন্ডের দিকে তাকাল বিল। 'ট্রেইলটা খুঁজে বের করে ওদের

এগোনোর পথ বন্ধ করে দিতে হবে। বারবার সফল হয়েছে লোকগুলো। কেউ তাদের টিকিও ছুঁতে পারেনি। আমার মনে হয় ওদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। তার মানে ওরা তাড়াহুড়ো করবে না। রাতে নিশ্চয়ই বিশ্রাম নেয়ার জন্যে পাহাড়ের কোথাও ক্যাম্প করবে। এতো তাড়া নেই যে রাতের আঁধারে দুর্গম পথে চলবে তারা।'

মাথা দুলিয়ে ওর কথায় সায় দিল রেমন্ড আর জ্যাক।

একটা বাঁক ঘুরেই থামতে হলো সবাইকে। সামনেই পথের ধারে কাত হয়ে পড়ে আছে ডাকাতি হওয়া স্টেজ কোচটা। ওটার পাশে মাটিতে দুটো রক্তাক্ত লাশ। ড্রাইভার আর গার্ডের।

ঘোড়া থেকে নামল বিল, প্রথমেই লাশ দুটো পরীক্ষা করে দেখল। ড্রাইভারের খুলির পেছনের অংশ শক্তিশালী বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে। খানিকটা হলুদ মগজ পড়ে আছে ট্রেইলের ওপর। মাথায় নল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে তাকে। তলপেটেও দুটো গুলি করেছে। গার্ডের নাভি থেকে শুরু করে গলা পর্যন্ত শার্টের বোতামের মতো পাঁচটা ফুটো। রক্তের ভেতর পড়ে আছে লাশটা। ইতিমধ্যেই খয়েরী হতে শুরু করেছে রক্ত। মাছি ভিনভিন করছে।

এবার স্টেজের দিকে মনোযোগ দিল বিল। একদিকের দরজা উপড়ে ফেলে খোলা হয়েছে। ফাঁক দিয়ে চিঠির পোঁটলা দেখা যাচ্ছে। কেউ ছুঁয়েও দেখেনি ওগুলো।

'কি নিতে হবে আগেই জানত,' পাশে দাঁড়ানো রেমন্ডকে বলল বিল। 'তালা ভাঙতে না পেরে আস্ত দরজা খসিয়ে এনেছে। প্রচুর সময় নষ্ট হওয়ার কথা তাতে।'

'ওদের ট্র্যাক করব কিভাবে,' কাঁধ ঝাঁকাল হতাশ রেমন্ড।

'পাথুরে জমিতে কোন চিহ্ন তো নেই।'

'পাই কিনা দেখা যাক।' তীক্ষ্ণ নজরে চারপাশ দেখল বিল। ট্রেইলটা পাথুরে। কোন দাগ নেই তাতে। কিন্তু পালাতে হলে এটা ভাল একটা পথ। ট্রেইলটা সোজা পশ্চিমে নিউ মেক্সিকোর দিকে চলে গেছে। অবশ্য পুব আর উত্তরেও পালানো সম্ভব। উবু হয়ে ট্রেইল পরখ করে দেখছে বিল। একটা নুড়ি পাথরের ওপর আটকে গেল ওর দৃষ্টি। আস্তে করে ওটা হাতে তুলে নিল। চেহারায় সামান্যতম উচ্ছ্বাসও নেই।

'এই খাদের ভেতর দিয়েই গেছে ওরা, নিচু স্বরে মন্তব্য করল। 'পশ্চিমে যাচ্ছে।'

'বুঝলে কি করে!' রেমন্ডের কণ্ঠে বিস্ময়। 'আমার চোখে তো কোন চিহ্ন পড়ল না। আন্দাজ করছ?'

'না।' হাত বাড়িয়ে দিল বিল। 'এই পাথরটা দেখো। ওপরের দিকটা এখনও ভেজা। উল্টেছে বেশিক্ষণ হয়নি।' উল্টো পাশটা দেখাল। একদম শুকনো। হালকা একটা আঁচড়ের দাগ দেখা গেল শুকনো দিকটায়। 'এই যে ঘোড়ার নালের ঘষা খাওয়ার চিহ্ন।' ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল ও। 'চলো, দেরি করার আর কোন মানে নেই।'

পাহাড়ী খাদ ধরে একশো গজ যাওয়ার পর পথের ধারে ছোট একটা মচকানো ডাল চোখে পড়ল ওদের। পাতাগুলো এখনও গাঢ় সবুজ।

'ওরা আর কতোদূরে বলে মনে হয়?' উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করল রেমন্ড।

'আর ধরো আধঘণ্টার পথ,' জানাল বিল।

খাদের ভেতর দিয়ে সামনে বাড়ল ওরা। পথটা আঁকাবাঁকা,

যেন কোন সরীসৃপ। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁক। ওপাশ দেখা যায় না। এক পাশে একটা শুকনো নদী। ওটার ঠিক বুক চিরে বয়ে চলেছে সরু একটা ঝর্না। জায়গায় জায়গায় কালো পানির ছোট ছোট পুকুর তৈরি করেছে।

একটা ডোবার পাশে বেশ কয়েকটা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন চোখে পড়ল ওদের।

'তাড়াহুড়ো নেই কোন,' ট্র্যাকগুলো দেখে বলল বিল। 'ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে অনেক সময় নিয়েছে।'

বালিতে খুরের ছাপগুলো বেশ গভীর এবং স্পষ্ট।

আবার রওনা হলো ওরা। সূর্যটা পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। পাথুরে দেয়ালের গায়ে ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে ওদের চলন্ত ছায়াগুলো। চারপাশে নির্জন একটা ভৌতিক পরিবেশ।

'আর বড়জোর একঘণ্টা আলো থাকবে,' বলল বিল। 'সমস্যাটা বুঝতে পারছ, রেমন্ড?'

উত্তর দিল না রেমন্ড। ও নিজেও একই কথা ভাবছে। অন্ধকারে একদল ডাকাতকে অনুসরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেকোন বাঁক নিয়ে হঠাৎ করে লোকগুলোর মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে ওরা। সামনা সামনি লড়াই শুরু হয়ে যাবে তাহলে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কি রকম হবে ভাবতে গিয়ে রেমন্ডের মতো বেপরোয়া লোকেরও বুক কেঁপে উঠল।

আরও কয়েকশো গজ এগিয়ে একটা বাঁক নেয়ার পর আবার থামতে হলো ওদের। সামনে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে পথ। কোন্ পথে গেছে ডাকাতরা? কোন চিহ্ন নেই যে সহজে বোঝা যাবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে হলো বিলকে।

তীক্ষ্ণ ওর দৃষ্টি, কিছুই নজর এড়াচ্ছে না। পাথুরে জমিতে একটা দাগও নেই। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে গোটা দলটা। ভ্রূ কুঁচকে গেল বিলের। এতোদূর এসে ফিরে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। ব্যর্থতা? অসম্ভব!

নতুন উদ্যমে খুঁজতে শুরু করল বিল। আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোচ্ছে। ধুলোবালি, পাথর, ঝোপঝাড়–কিছুই আওতার বাইরে যাচ্ছে না। পেরিয়ে গেল পনেরো মিনিট। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে একটা গাছের নিচে বসল বিল। সিগারেট ধরাল একটা। ম্যাচের জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল ফাঁকা জায়গায়। ওটা একটা শুকনো পাতার ওপর পড়েছে। আগুন ধরে গেল পাতায়। ও যে গাছের নিচে বসে আছে সেটার তলায় পড়ে আছে অসংখ্য আধশুকনো পাতা। আগুন যাতে ছড়িয়ে না যায় সেজন্যে পায়ের চাপে শিখাটা নিভিয়ে দিল ও। একটা পাতার ওপর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ওর। পাতাটা ঘন সবুজ। স্বাভাবিক নিয়মে এ পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়ার কথা নয়। ওটা তুলে নিল ও। বোঁটার কষ তখনও শুকিয়ে যায়নি।

'পাওয়া গেছে,' নিচু স্বরে রেমন্ডকে জানাল বিল।

'তোমার চোখগুলো কি চোখ না দূরবীন!' প্রশংসার সুরে বলল রেমন্ড। 'আমার কথা যদি বলো তো বলব পাতা দেখে কিছুই বুঝিনি। তুমি কি বুঝলে?'

'বুঝলাম গাছের তলা দিয়ে ঘোড়া দাবড়ে গেছে কেউ। তখন পাতাটা খসে পড়েছে।'

গিরিখাদের ওপারে ডুবে গেল সূর্য। ঝপ করে আঁধার নামল চারপাশে। আস্তে আস্তে নীরব হয়ে গেল পাখির দল। দূরে একটা কয়োট ডেকে উঠল। তার জবাবেই যেন ডাক ছাড়ল একটা

পেঁচা। রাতের আকাশে ফুটে উঠল হাজার হাজার নক্ষত্র।

অন্ধকারেই এগোল ওরা। গতি এখন ধীর। মিনিট বিশেক এগোনোর পর সবাইকে থামতে ইশারা করল বিল। থামল সবাই। কৌতূহলে চোখ চকচক করছে।

বার কয়েক জোরে শ্বাস নিল বিল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'কাঠ পুড়ছে সামনে কোথাও। গন্ধটা পাচ্ছ না? ঘোড়া নিয়ে আর এগোনো ঠিক হবে না।' ডেপুটি শেরিফের দিকে তাকাল বিল। 'ডালটন, ঘোড়ার পাহারায় থাকো তুমি। আমরা এগিয়ে দেখি কি ব্যাপার।'

'আমিও যাব,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ডেপুটি। 'অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে তাই বলে আমি কাপুরুষ নই। তাছাড়া আমার ঘোড়াটা ট্রেনিং পাওয়া ঘোড়া, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে নড়বে না।'

'আমারটাও না,' জানাল বিল।

অন্যরাও বলল তাদের ঘোড়াও জায়গা ছেড়ে সরবে না।

'বেশ,' অবশেষে বলল বিল, 'মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নাও তোমরা। গোলাগুলি হবেই। শুধু মনে রেখো আমরা আইনের পক্ষে আছি। আর একটা কথা। আমি গুলি করার আগে গোলাগুলি শুরু করবে না কেউ।'

নীরবে সম্মতি জানাল সবাই।

শিকারে বেরোনো চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে ঝোপের আড়াল নিয়ে সামনে বাড়ল ওরা। ক্রমেই আরও তীব্র হচ্ছে ধোঁয়ার গন্ধ। আরও সামনে বাড়ার পর কফির জোরাল গন্ধও নাকে এলো। আরও মিনিট পাঁচেক এগোনোর পর আগুনটা দেখতে পেল ওরা। একটা ঘোড়া নিস্তব্ধতা ভেঙে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। ঘোড়াগুলো

ওদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। অস্থির ভঙ্গিতে পা ঠুকছে ওগুলো।

আগুনের বিশ হাতের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। বিলের ইশারায় দু'জন দু'জন করে ভাগ হয়ে চারদিক থেকে আগুনটা ঘিরে ফেলল।

সবাইকে সঠিক অবস্থান নেয়ার জন্যে সময় দিল বিল, তারপর সবাই প্রস্তুতি নিয়েছে বুঝতে পেরে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। কড়া শোনাল ওর নির্দেশ।

'খবরদার! নড়বে না কেউ! গ্রেফতার করা হচ্ছে তোমাদের।'

আগুনের ধারে নিশ্চিন্তে বসে ছিল লোকগুলো। ওর গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অন্ধকারে ওর অবস্থান বুঝতে সময় নিল লোকগুলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যেন হতভম্ব হয়ে গেছে তারা। কিন্তু তা মাত্র এক পলকের জন্যে। একটা মাত্র লোক ঝোপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই, সাহস ফিরে পেল ডাকাত দল।

প্রকাণ্ডদেহী লোকটা সম্ভবত দলের নেতা। এক পাশে ঝাঁপ দিয়েই পিস্তল বের করার জন্যে হোলস্টারে থাবা মারল সে।

বাঁ দিকের পাথরটা লক্ষ্য করে লাফ দিল বিল, দেহটা শূন্যে থাকতেই হাতে বেরিয়ে এলো জোড়া সিক্সগান। গুলির ধাক্কায় ঝাঁকি খেল ওর হাত। খাদের ভেতর বিকট আওয়াজ করল ·৪৫ কোল্ট।

বিলের অস্ত্রের গর্জনের পরপরই যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। একইসঙ্গে হামলা চালিয়েছে রেমন্ড, জ্যাক আর অন্যান্যরা। পাথুরে দেয়ালে বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে বিস্ফোরণের আওয়াজগুলো।

বুকে গুলি খেয়ে আগুনের ভেতর পড়ল এক আউট-ল।

চারপাশ ভরে উঠল কাঁচা মাংস পোড়ার গন্ধে। আরেকজন বাতাসে সমারসল্ট করে ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল।

বাতাসে শিস কেটে রাগী ভোমরার মতো বিলের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। পাল্টা গুলি করল বিল। যে লোকটা গুলি করেছিল তার মাথা ফুটো হয়ে গেল। পেছনের পাথরে বাড়ি খেল মাথাটা, তারপর ধপ করে জমিনে পড়ল দেহ। গলা ফাটানো চিৎকার করতে করতে ঘোড়াগুলোর দিকে ছুট দিল কয়েকজন।

সেদিকে তাকিয়ে প্রকাণ্ডদেহীকে দেখতে পেল বিল। ভারী কি যেন একটা ঘোড়ায় তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। গুলি করল বিল। কিন্তু সরে গেছে লোকটা। তার হাতে ধরা বাক্সে গুলি লাগল। ঠং করে ধাতব একটা আওয়াজ হলো। ধপ করে পড়ে গেল বাক্সটা। ওটার দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না প্রকাণ্ডদেহী, এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। নিষ্ঠুরের মতো স্পার দিয়ে খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। জায়গায় দাঁড়িয়ে চরকির মতো পাক খেলো ঘোড়াটা, তারপর বিদ্যুদ্বেগে ছুটতে শুরু করল। মুহূর্তে আঁধারে হারিয়ে গেল লোকটা। আরেকজন তাকে অনুসরণ করল। পিছু নিল আরও একজন। চোখের পলকে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ধাওয়া খাওয়া ডাকাত-দল। পেছনে রেখে গেল কয়েকটা লাশ।

'ধাওয়া করো!' চিৎকার করে উঠল রেমন্ড।

'যেতে দাও!' নিষেধ করল বিল। সিক্সগানে গুলি ভরতে ভরতে আগুনের পাশে এসে দাঁড়াল ও। 'এখন আর ধাওয়া করে কোন লাভ নেই। অযথা ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।'

পাঁচটা লাশ গুনল ওয়া। প্রকাণ্ডদেহী যে বাক্সটা ফেলে গেছে

সেটা তুলে দেখল রেমন্ড। মুখ বিকৃত করে বলল, 'মরেছি! শিড়দাঁড়াটা বোধহয় ভেঙেই গেল! অন্তত দেড়শো পাউন্ড হবে এটার ওজন।'

ভারী লোহার বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখল বিল। ওটার দু'ধারে দুটো মজবুত তালা। একটু ঝাঁকাতেই ভেতর থেকে ঝনঝন আওয়াজ হলো।

'স্বর্ণমুদ্রা!' শিস দিল বিল। 'এটার জন্যেই ডাকাতি করেছে। এটার জন্যেই মরেছে ড্রাইভার আর গার্ড।'

'কিন্তু জিনিসটা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি,' উৎফুল্ল শোনাল ডেপুটি ডালটনের গলা। 'একবার শুধু জানুক শেরিফ! উইলিয়াম রাদারফোর্ডের কানে যাক, জমবে মজা। এবার ডেইলি মেইলের বিষয়বস্তু হবে বস্তাপচা। আইনের রক্ষকদের নিয়ে আর টিটকারি মারতে হবে না তাকে।'

'কিন্তু জন হান্টারের কলম থেমে থাকবে না,' বলল রেমন্ড। লালচে চেহারায় বিলের দিকে তাকাল। তাকে বেশ লজ্জিত মনে হলো। 'ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে কেউ লোকটাকে দেখতে পারে না, বস্ ছাড়া। বস্ যে লোকটার মাঝে কি পেয়েছেন! অথচ লোকটার মতলব সবার জানা।'

'কি তার মতলব?' জিজ্ঞেস করল বিল।

'রাজ্য আর রাজকন্যা একই সঙ্গে বাগানোর মতলব করেছে লোকটা। মেয়েটারও মাথায় বুদ্ধির অভাব আছে। নইলে মধ্যবয়স্ক মোরাসকে তার নাচানোর দরকার কি? এই এলাকার যেকোন সৎ যুবক ওই মেয়েকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যাবে। অথচ সে সবাইকে নাচাবে। আমাকেও কম খেলায়নি।'

'মেয়েটা মোরাসকে পাত্তা দিচ্ছে বলে তোমার হিংসে লাগে

বুঝি?'

'আরে না। শিক্ষা হয়ে গেছে আমার। ওই মেয়ের রূপের আগুনে শুধু জ্বলে পুড়ে শেষ হতে হয়। তীব্র আকর্ষণে টানে কিন্তু কাছে আসতে দেয় না। বাজি ধরে বলতে পারি জন হান্টারও দাগা খেয়ে যাবে। হৃদয় পুড়ে যাবে তার, অবশ্য হৃদয় বলে যদি লোকটার কিছু থাকে তবে।'

'কিন্তু তোমাদের বুড়ো মালিকের তো খুব প্রিয় লোক সে।'

'তা ঠিক। ইদানীং দেখছি অনেক ব্যাপারেই বস্ নির্ভর করছেন তার ওপর। মহা ধড়িবাজ লোক।'

'তোমার বসের চেয়েও বুদ্ধিমান?'

'আমার বস্ বুদ্ধিমান। আর জন হান্টার চতুর। সাপের মতো ঠাণ্ডা রক্তের লোক। ধীরে ধীরে নিজেকে সে বসের কাছে নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। তাঁকে মোরাসই উস্কাচ্ছে। তাতে লাভের বদলে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। বন্ধুর বদলে শত্রু তৈরি হচ্ছে তাঁর।'

'যাই বলো না কেন এজন্যে রাদারফোর্ডকেও দোষ না দিয়ে উপায় নেই,' মুখের ওপর বলল বিল। 'ভাল মন্দের তফাৎ ভুলে গেছে সে। ছোট র‍্যাঞ্চার আর চাষীরা তার বিরুদ্ধে এমনি এমনি জোট বাঁধছে না। মিথ্যে প্রচারণা চালিয়ে রেঞ্জারদেরও বিপক্ষে ঠেলে দিয়েছে রাদারফোর্ড। এদিকের যা পরিস্থিতি দেখছি তাতে বলতে হয় ক্ষমতার মোহে সে অন্ধ হয়ে গেছে। আমার ধারণা এর প্রতিফল তাকে ভোগ করতে হবে।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত না হয়ে পারছি না,' নিচু স্বরে বলল রেমন্ড। 'সেজন্যেই সকাল থেকে ভাবছি তোমাকে একটা প্রস্তাব দেব। হান্টারের প্রভাব থেকে বস্‌কে মুক্ত করতে [illegible]

যোগ্য আর বিচক্ষণ একজন বুদ্ধিমান লোক দরকার আমাদের ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে। ঠিক তোমার মতো কাউকে প্রয়োজন। আসবে তুমি আমাদের র‍্যাঞ্চে? ভাল বেতন পাবে।'

'কাল সন্ধেয় তোমরা যা করেছ তারপর তোমাদের দলে যোগ দেয়ার কথা ভাবতে পারছি না।'

মুখ কালো করল রেমন্ড। 'বারবার মানুষকে তার খারাপ কাজের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পাও তুমি। আমাদের কি করতে বলো! ক্ষমা চাইব গিয়ে মেক্সিকান বুড়োর কাছে? তুমি বললে আমি তাতেও রাজি।'

'ঠিক আছে,' একটু ভেবে বলল বিল, 'তোমাদের বস্ যদি চায় তাহলে র‍্যাঞ্চের কাজে যোগ দিতে আপত্তি নেই আমার। এই এলাকাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। একটা চাকরি পেলে মন্দ হয় না। তাছাড়া আমার পকেটও প্রায় খালি।'

হাসল রেমন্ড। 'ধরে নাও তোমার চাকরি হয়ে গেছে। আমাদের বস্ খাঁটি লোক চেনে।' জোরে শ্বাস টানল সে। 'এবার চলো কফি হয়ে যাক। মদ যখন নেই তখন কফি খেয়েই বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে নিই।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো বিল। পর মুহূর্তে বলল, 'তবে একজনকে পাহারায় থাকতে হবে। ডাকাতগুলো সুযোগ বুঝে ফিরে এসে হামলা করতে পারে।'

'জ্যাক পাহারায় থাকতে পারবে।'

কাউবয়কে চারপাশে নজর রাখতে পাঠিয়ে দিল রেমন্ড, তারপর বিলের দিকে তাকাল। 'কিছুই তোমার নজর এড়ায় না। আসলে কে তুমি? সাধারণ কাউবয়, পিস্তলবাজ, না আইনের লোক?'

জবাব দিল না বিল।

আগুনের ওপর থেকে আগেই আউট-লর লাশটা সরানো হয়েছে। আগুনের ধারে পড়ে আছে একটা ভেড়ার অর্ধেকটা। ওটা আবিষ্কার করে খুশি হয়ে উঠল ডেপুটি ডালটন।

রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

কাউবয়দের নিয়ে লাশগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল বিল। একজনও পরিচিত নয়। এই এল্যাকার লোক নয় ডাকাতদের কেউ। প্রত্যেকের পকেটে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল। এছাড়া আছে কিছু নিত্য ব্যবহার্য জিনিস।

'আউট-লদের একহাত নিতে পেরেছি আমরা,' বলল রেমন্ড। 'ভাল একটা শিক্ষা পেয়েছে ওরা।'

রান্নার ফাঁকে ডেপুটি বলল, 'বাকি তিনটেকে শেষ করতে পারলে হয়তো গোটা দলটাকে নিশ্চিহ্ন করা যেত।'

এখনও লাশগুলো সার্চ করছে বিল। বেঁটে এক দাড়িওয়ালা মৃত ডাকাতের বেল্টের ওপর নজর আটকে গেল ওর। উবু হয়ে সামান্য বেরিয়ে থাকা কাগজটা টেনে বের করল ও। পুরোনো খবরের কাগজের কাটিং। আগুনের আভায় পড়ল ওটা।

স্টেজের ওপর হামলা। ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ। অপদার্থ রেঞ্জার বাহিনীর ব্যর্থতা সত্ত্বেও যুবক কাউবয়ের একক প্রচেষ্টা, সাহস এবং বুদ্ধির কারণে···

আশ্চর্য হলো বিল। এই খবরটা নিজের সঙ্গে রেখেছিল কেন লোকটা? কাটিংটা অন্তত দু'তিন বছরের পুরোনো।

খবরটা বিলের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে পড়েছে রেমন্ড, বলল, 'তোমার আচরণ দেখে মনে হয় আইনের লোক তুমি। আমি কি ঠিক ধরেছি?'

'আমি সাধারণ কাউবয়,' জবাব দিল বিল। একটু ভাবল,

তারপর বলল, 'ওদের ঘোড়াগুলোর ব্র্যান্ড দেখা দরকার।'

রেমন্ড গেল দেখতে। ফিরে এসে জানাল, 'মেক্সিকান ছোরার চিহ্ন ওগুলোর গায়ে। যে র‍্যাঞ্চের ঘোড়া, শুনেছি তারা রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত। ওই ছোরার ছাপ শুধু ওরাই ব্যবহার করে।'

পাঁচ

চমৎকার রান্নার হাত ডেপুটি ডালটনের। তৃপ্তির সঙ্গে রাতের খাবারের পালা সেরে ফিরতি পথ ধরল ওরা। ডাকাতদের সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করে ফুর্তিতে আছে বিল ছাড়া আর সবাই। বিল গভীর চিন্তায় মগ্ন।

যে আউট-লদের ওরা খতম করেছে তাদের কাউকেই পালের গোদা বলে মনে হয়নি ওর। আসল লোকটা রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রকাণ্ডদেহী বোধহয় দলের নেতা। সে বেঁচে গেছে। নতুন করে লোক সংগ্রহ করে দল গঠন করতে বেগ পেতে হবে না তাকে। আবার নতুন উদ্যমে ডাকাতি শুরু করতে পারবে সে।

ডিকসনে পৌঁছে গেল ওরা। রাস্তায় এখনও উত্তেজিত লোকের ভিড় কমেনি। সবাই কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে পাসি কি খবর নিয়ে আসে সেজন্যে। ওদের শহরে ঢুকতে দেখে

শোরগোল তুলল তারা। সবার আগে ওদের দিকে এগিয়ে এলো মোটাসোটা এক লোক। বুক পকেটের ওপর শেরিফের ব্যাজ চকচক করছে তার। রেমন্ড পরিচয় করিয়ে দিল। শেরিফ জোনাথন হার্কার।

হাসিখুশি লোকটাকে প্রথম দর্শনেই পছন্দ হলো বিলের। হাত মেলাল ওরা। ডেপুটির আর তর সইল না, সবিস্তারে ঘটনার বর্ণনা দিতে শুরু করল সে, জানাল কিভাবে অসম্ভব একটা পরিস্থিতিতেও ট্র্যাক করে ডাকাতদের সন্ধান বের করেছে বিল। গভীর মনোযোগে তার কথা শুনল শেরিফ, তারপর প্রশংসার দৃষ্টিতে বিলকে দেখল।

'দারুণ!' বলল সে। 'তোমার মতো সাহসী যুবকরাই একদিন গড়ে তুলবে এই এলাকা। তুমি যদি আমাদের এখানেই থেকে যাও তাহলে খুব খুশি হবো আমি। চাইলে ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব নিতে পারো। মাসে একশো ডলার করে পাবে।'

প্রস্তাবটা লোভনীয়, যেখানে সাধারণ কাউবয়দের বেতন মাসে তিরিশ ডলার। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে কিছু বলল না বিল। ওকে চুপ দেখে ভ্রূ নাচাল শেরিফ।

কাঁধ ঝাঁকাল বিল, বলল, 'ভেবে দেখব আমি।'

'ঠিক আছে।' লাশগুলো আর স্বর্ণমুদ্রার বাক্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শেরিফ।

হঠাৎ পাঁজরে গুঁতো খেয়ে রেমন্ডের দিকে তাকাল বিল।

'ওই যে আমাদের বস্ আসছেন। তাঁর সঙ্গে জন হান্টারকেও দেখছি!'

রেমন্ড না বললেও চওড়া কাঁধের শ্বেতশুভ্র চুলওয়ালা দীর্ঘদেহী লোকটাকে চিনতে পারত বিল। ভদ্রলোকের চেহারায়

প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। ভাবভঙ্গিতে আভিজাত্য আর আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে। চকচকে নীল চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চারপাশের কিছুই যেন তার নজর এড়াচ্ছে না। সুদৃঢ় চোয়াল। মেদহীন দেহ। এক নজরে বোঝা যায় এ-লোক নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত।

উইলিয়াম রাদারফোর্ডের পাশে জন হান্টারকে একটা ঝড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে। রুগ্ন তার চেহারা। চোখে সাপের মতো শীতল চাহনি। ঠোঁটগুলো সরু, পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে। ভাবভঙ্গি আর পোশাক তার আঁতেলদের মতো। চেহারায় খেলা করছে চাতুরি।

এক পলকেই লোকটার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে গেল বিলের মনে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার বিপজ্জনক এক ধূর্ত লোক মোরাস। হিসেব না কষে এক পা ফেলবে না এ। নিজের স্বার্থ না থাকলে কুটোও নাড়বে না। কিন্তু স্বার্থ থাকলে করতে পারবে না এমন কাজ বোধহয় নেই।

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। সংক্ষেপে আজকের ঘটনা রাদারফোর্ডকে জানাল রেমন্ড। চুপচাপ শুনল সিনেটর, তারপর সরাসরি তাকাল বিলের চোখে।

'ধন্যবাদ তোমাকে, স্ট্রেঞ্জার,' বলল ভরাট গলায়। 'আমার স্বর্ণমুদ্রাই ছিল ওই বাক্সটাতে। পুরো এক লাখ ডলার। টাকাগুলো হারালে অত্যন্ত খারাপ লাগত আমার।'

আস্তে করে নড করল বিল। হাত মেলাল র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে। জন হান্টারের সঙ্গেও হাত মেলাতে হলো ওকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অবাক হয়ে গেল। হাড্ডিসার হাতে লোকটার অসম্ভব জোর। অপ্রস্তুত থাকায় হাতে কিছুটা ব্যথাই পেল ও।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিলকে প্রশ্ন করতে শুরু করল মোরাস। এই

মুহূর্তে সে দক্ষ একজন সাংবাদিক। জবাব দিতে গিয়ে বিল বুঝতে পারল ইতিমধ্যেই কাহিনীটা কিভাবে সাজিয়ে ডেইলি মেইলে লিখবে সেটা ঠিক করে ফেলেছে লোকটা।

'রেমন্ড বলল তুমি ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে কাজ নিচ্ছ?' হান্টারের প্রশ্ন শেষ হতে জিজ্ঞেস করল রাদারফোর্ড।

'নেব,' বলল বিল, 'যদি না কাজটা আমাকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দেয়া হয়। আপনার লোক দরকার না থাকলে কাজটা চাই না আমি।'

'তোমার মতো দক্ষ লোকই দরকার আমার,' গম্ভীর চেহারায় জানাল সিনেটর। 'গত কাল না? আমার দু'জন লোক আহত হয়ে ফিরে এসেছে। ওদের চালানোর মতো উপযুক্ত লোক থাকলে এধরনের ঘটনা ঘটতে পারত না।'

রাদারফোর্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রেমন্ড। মুখটা হঠাৎ করেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার।

আস্তে করে মাথা দোলাল বিল। 'তাহলে তো অত্যন্ত চিন্তার কথা!'

ওর জবাব শুনে মৃদু হাসল রেমন্ড। ফোঁস করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

শহরের কেউ মৃত ডাকাতদের চেনে না। শেরিফ হাল ছেড়ে দিয়েছে এমন সময়ে রুগ্ন এক বৃদ্ধ বিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

'গালকাটা ডাকাতটাকে আগেও দেখেছি আমি,' জানাল সে। 'প্রায়ই লোকটা রকভিলের সেলুনে আসতো। নিজের পরিচয় দিতো মাইনার বলে। কথা বলে দেখেছি, আসলে মাইনিঙের ব্যাপারে কিচ্ছু জানতো না লোকটা, অথচ পকেট সবসময় মাইনারদের মতোই ভরা থাকতো। ক'দিন আগেও রুক্ষ কঠোর

চেহারার দু'জন লোকের সঙ্গে তাকে আলাপ করতে দেখেছি।'

বিলের চেহারায় আগ্রহের ছাপ ফুটে উঠল। 'ওই লোক দুটো দেখতে কেমন ছিল মনে আছে?'

'একজন ছিল বিশালদেহী। সুঠাম স্বাস্থ্য। অন্যজন আমার মতোই শুকনো। দু'জনের চেহারায় অনেক মিল। আমার মনে হয় ওরা ভাইটাই হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে গালকাটা ডাকাতের চেহারাতেও ওদের সঙ্গে প্রচুর মিল আছে।'

লাশগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিল, গভীর মনোযোগে গালকাটা ডাকাতের লাশটা দেখল। আবছা ভাবে মনে হলো লোকটার চেহারা যেন আগেও দেখেছে ও। কিন্তু কোথায়? মনের মাঝে কোন জবাব খুঁজে পেল না।

'জ্যাক আর রেমন্ডকে র‍্যাঞ্চে পাঠাচ্ছি টাকার বাক্সটা দিয়ে,' পাশ থেকে বলল রাদারফোর্ড, 'তুমি কি ওদের সঙ্গে যাবে, না বিশ্রাম নেবে?'

'কিছু খেয়ে নিতে চাই আগে,' বলল বিল। 'তারপর যাব।'

'তাহলে আমি বরং হান্টারের সঙ্গে আলাপটা সেরে নিই কি বলো? তারপর একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।'

'বেশ।'

ঘণ্টাখানেক পর রওনা হলো ওরা। পুবের রাস্তায় ধুলোর ঝড় তুলে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল ওদের ঘোড়াগুলো। ডাকাতগুলো মরায় কোন আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। জুরিরা একবাক্যে রায় দিয়েছে যা করা হয়েছে তা না করে কোন উপায় ছিল না। পাসির সদস্যদের প্রশংসা করেছে তারা। তাদের সৎ সাহসকে বাহবা দিয়েছে।

শেষ মুহূর্তে বিলের সঙ্গে র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হয়েছে

রাদারফোর্ড। প্রতিবাদ করে উঠেছিল মোরাস, বলছিল জরুরী আলাপ আছে। সেটা না সেরে সিনেটরের চলে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু রাদারফোর্ড তার কথায় কান দেয়নি। বলেছে পরেও আলাপ করা যাবে।

শহরের শেষ প্রান্তে সেতু পার হলো ওরা, তারপর মুখ খুলল রাদারফোর্ড। বিলের পাশেই ঘোড়া দাবড়াচ্ছে সে। 'মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না আমি। মনটা বলছিল খারাপ কিছু ঘটতে পারে। তাই হলো শেষে। যাক, শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় মামলা খতম হয়েছে। ভেবে অবাক লাগছে যে সাধারণ কয়েকজন কাউবয় যেকাজ এতো অনায়াসে করতে পারে সেকাজ ট্রেনিং পাওয়া আইনের লোক কেন করতে পারে না। এব্যাপারে শীঘ্রি ব্যবস্থা নেব আমি।'

প্রশস্ত উপত্যকার মাঝ দিয়ে চলে গেছে পথ। নানা প্রসঙ্গে কথা বলছে সিনেটর রাদারফোর্ড। তার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছে রেমন্ড আর জ্যাক। বিল একদম চুপ। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে ও। ডাকাতের চেহারার ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। সেই সঙ্গে একটা চিন্তা ওকে উৎকণ্ঠিত করছে। পলাতক তিন ডাকাত যদি ঘুরপথে ডিকসনতে ফিরে থাকে তাহলে ওদের যাত্রার কথা জানতে তাদের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। সেক্ষেত্রে তারা পথের সামনে কোথাও অ্যাম্বুশ করতে অপেক্ষা করছে না তার নিশ্চয়তা কি!

মাঝ দুপুরে একটা সংকীর্ণ গিরিখাদে পৌছল ওরা। বাঁ দিকে মসৃণ পাথুরে ঢাল। একটা গাছও জন্মায়নি তাতে। ডানদিকটা পুরোপুরি ব্যতিক্রম। ঝোপঝাপ তো আছেই, ঘন হয়ে জন্মেছে বড় বড় গাছ। গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি করেছে। সে জঙ্গল গিয়ে

মিশেছে হ্যাটের মতো দেখতে একটা পাহাড় চুড়োর গায়ে।

শরৎ আসি আসি করছে। গাছগুলো সব শুকিয়ে আছে।

চারপাশে ওরা ছাড়া প্রাণের আর কোন চিহ্ন নেই। তবু মনের মাঝে সতর্ক হওয়ার তাগিদ অনুভব করল বিল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল নজর। লুকিয়ে থেকে আক্রমণ করতে হলে এর চেয়ে ভাল এলাকা আর হয় না।

'বাজে একটা এলাকা,' মন্তব্য করল রাদারফোর্ড। 'এজায়গাটা পার হলেই পাওলো ডুরোর সোজা পথে পড়ব আমরা।'

গিরিখাদের ভেতর দিয়ে প্রায় মাইল খানেক পেরিয়ে এলো ওরা। হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টানল বিল। আঙুল তুলে সামনে দেখাল।

'ওখানে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রাদারফোর্ড। 'দাবানল লেগেছে। ট্রেইলটা জুড়ে আগুন জ্বলছে।'

'ফিরে চলুন,' বলল বিল। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে চমকে গেল। 'পেছনেও আগুন!'

'বছরের এসময়ে এদিকে এমন দাবানল প্রায়ই লাগে,' নিশ্চিন্ত গলায় জানাল রাদারফোর্ড। 'আমাদের তাতে অসুবিধে হবে না। নিচের ঢাল ধরে এগিয়ে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'না!' রাদারফোর্ডের ঘোড়ার রাশ ধরে ফেলল বিল। দু'দিকের আগুনগুলো একবার দেখল। কথা বলল আবার। এবার ওর গলায় আদেশের সুর। 'নিচের দিকে যাওয়া চলবে না। ওপরের দিকে উঠে যেতে হবে আমাদের।'

'সম্ভব নয়,' প্রতিবাদ করে উঠল রাদারফোর্ড। 'ওই জায়গা

কাঁটাঝোপ আর ঘন গাছে ছাওয়া। মানুষ তো দূরের কথা ইঁদুরও ওপথে যেতে পারবে না।'

'পারতে হবে,' কড়া শোনাল বিলের কণ্ঠ। 'যেমন করে হোক। দাবানল লাগেনি। কেউ না কেউ ইচ্ছে করেই পথের দু'দিকে আগুন লাগিয়ে আমাদের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওরা ধারণা করছে নিচের খোলা জায়গাটার দিকেই এগোব আমরা। বিরাট সুযোগ পাবে ওরা। ওপর থেকে পাখি মারার মতো নিশ্চিন্তে আমাদের খতম করে দিতে পারবে।'

থমকে গেল রাদারফোর্ড। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। চট করে তাকাল বিলের দিকে। চোখে প্রশ্ন।

বিলের নির্দেশে সামনে বাড়ল ওরা, ক্রমেই ওপরের দিকে উঠে গেল। ডানদিকের ঢালের গায়ে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল বিল। অন্যরাও। এগোতে শুরু করল। প্রচণ্ড পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে।

হাঁপিয়ে গেছে সবাই। একটু ফাঁকামতো একটা জায়গায় পৌঁছে বিশ্রাম নিতে থামল। সবার গা ছড়ে গেছে। কাঁটাঝোপের খোঁচায় রক্ত ঝরছে এখান ওখান থেকে। এগিয়ে এসেছে আগুন। প্রচণ্ড উত্তাপে গায়ে ফোস্কা পড়ার মতো অবস্থা।

ঘন মেঘের মতো কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যাচ্ছে। মৃদু বাতাসে পাক খাচ্ছে ধোঁয়া, শ্বাস আটকে দিতে চাইছে। নিচের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল ওরা। গিরিখাদটাকে গ্রাস করে নিয়েছে আগুনের স্রোত। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বহতা একটা আগুনের নদী। পটপট করে পুড়ছে গাছপালা ঝোপঝাড়। বাতাসে ভাসছে আগুনের ফুলকি আর ছাই।

'আমাদের কপাল ভাল যে এদিকের ঝোপঝাড় এখনও পুরোপুরি শুকায়নি,' সঙ্গীদের ভরসা দিতে বলল বিল। 'সামনে আরও কয়েকশো গজ যেতে পারলেই খোলা এলাকা পেয়ে যাব। কপাল ভাল হলে ধোঁয়ার মেঘ ওখানে আরও গাঢ় হবে। আড়ালটা আমাদের দরকার।'

'ঘনই তো মনে হচ্ছে,' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল রেমন্ড।

সামনে বাড়ল ওরা।

চারপাশ থেকে ধোঁয়ার মেঘ ঘিরে ধরেছে ওদের। স্বস্তি বোধ করল বিল। আগুন কাছিয়ে এসেছে। ওদের দিকে উড়ে আসছে ফুলকি আর ছাই। ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো। ওগুলো সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছে। ওদের নিজেদের মানসিক অবস্থাও ভাল নয়। সামনে এক মানুষ সমান উঁচু আগুনের একটা দেয়াল।

পিছিয়ে যেতে চাইল ঘোড়াগুলো। কিছুতেই আগুনের ভেতর দিয়ে লাফ দিতে চাইছে না।

রেমন্ডকে আগুনের দেয়াল টপকানোর নির্দেশ দিল বিল, বুঝিয়ে দিল ঘোড়া ধরার দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে, তারপর রেমন্ড লাফ দিয়ে পার হয়ে যাবার পর প্রতিটা ঘোড়ার পেছনে থামল ও, ওগুলোর পেছনের পায়ে রাইফেলের বাঁটের বাড়ি দিল। চমকে গিয়ে সামনে বাড়ল জন্তুগুলো, লাফ দিয়ে কোনমতে পার হয়ে গেল আগুনের দেয়াল। এবার দেয়ালটা পার হলো রাদারফোর্ড।

এবার বিলের পালা। কয়েক পা পিছিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে সোজা আগুনের দিকে দৌড় দিল ও। শেষ মুহূর্তে লাফ দিল। চুল পোড়ার গন্ধ পেল নাকে। এক পলকে আগুনের দেয়ালটা পার হয়ে গেল ও। মাটিতে পড়ে কয়েক গড়ান দিয়ে

সিধে হয়ে দাঁড়াল। চাপড় দিয়ে কাপড়ে ধরে যাওয়া ছোট ছোট আগুনের কুণ্ডলীগুলো নিভিয়ে ফেলল।

অপেক্ষা করছে ওরা জ্যাকের জন্যে। সে আসছে না।

'কি ব্যাপার? চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল বিল। 'দেরি করছ কেন?'

'আমি পারব না,' কাঁপা গলায় জবাব দিল জ্যাক। 'আগুনের ভেতর লাফ দেয়ার চেয়ে আমি এখানে দাঁড়িয়ে পুড়ে মরতেও রাজি।'

'বোকামি কোরো না,' চেঁচাল বিল। 'শীঘ্রি এসো!'

'পারব না,' সিধে জবাব জ্যাকের। 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। তোমরা চলে যাও।'

ফিরে গিয়ে জ্যাককে জোর করে ধরে আনার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিল বিল। কথাটা রেমন্ডকে জানাতেই সে বলল, 'দাঁড়াও আগে। দেখো আমি কি করি। জ্যাক আসবে না? ওর ঘাড় আসবে।' মুখ চেপে ধরে অবিকল ছুঁচোর ডাকের মতো আওয়াজ করতে শুরু করল ও। একটু থেমে আবার আওয়াজ ছাড়ল।

'মাগো!' চিৎকার করে উঠল জ্যাক।

'ওদিকে ছুঁচোর পাল!' গলায় আতঙ্ক ফুটিয়ে চেঁচাল রেমন্ড।

'ওরে আমার আল্লা রে!' বিকট আর্তনাদ ছাড়ল জ্যাক, পরমুহূর্তে তাকে দেখা গেল দৌড় দিয়ে আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আগুন ধরে গেছে তার কাপড়ে। জ্যাককে জাপ্টে ধরে মাটিতে পড়ল বিল, কয়েক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিভে গেছে জ্যাকের শার্ট-প্যান্টের আগুন।

'এদিকে ছুঁচো নেই তো?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল জ্যাক ভীত চোখে চারপাশে তাকাল।

সামনে পঁচিশ গজ দূরে ক্রমশ নেমে গেছে পাথুরে ঢাল। খোলামেলা এলাকা।

এগোল ওরা। বিলের মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে উড়ে গেল কি যেন একটা। পরক্ষণেই ভেসে এলো রাইফেলের গর্জন।

'ঘোড়া সামলাও!' রেমন্ডকে নির্দেশ দিল বিল, তারপর এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করল। ওর পাশে বুলেট বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। একটা বোল্ডারের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল বিল, তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। দূরে চকচক করে উঠল একটা রাইফেলের নল। উইনচেস্টার তাক করে ট্রিগার স্পর্শ করল ও। ওর পাশেই গর্জন ছাড়ল আরেকটা রাইফেল। চোখের কোণে ও দেখল খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রাদারফোর্ড।

'সরে যান!' চেঁচাল ও। 'বোকার মতো নিজেকে আপনি সহজ টার্গেট করে ফেলছেন!'

দূরের রাইফেলটার নল লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি করল ও। ক্ষীণ একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল। ঝোপের ভেতর থেকে দেখা গেল দুটো হাত বেরিয়ে এসেছে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'লাগিয়েছি,' সন্তুষ্ট মনে বিড়বিড় করল বিল। অপেক্ষা করল আর কেউ বেরিয়ে আসে কিনা দেখার জন্যে। এলো না কেউ দূরে একটা ঘোড়া ছুটে যাওয়ার আওয়াজ কানে ভেসে এলো ওর।

নিশ্চিন্ত হয়ে বোল্ডারের পেছন থেকে বের হলো বিল। 'চলে এসো,' রেমন্ডকে নির্দেশ দিল ও, তারপর ভ্রূ কুঁচকে তাকাল রাদারফোর্ডের দিকে। 'কি ব্যাপার, বলা সত্ত্বেও ওরকম বোকার মতো ঝুঁকি নিলেন কেন?'

'তোমাকে কাভার করছিলাম,' প্রসন্ন হাসল বুড়ো সিনেটর। 'ওদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।'

বুড়োর সাহস দেখে বিস্মিত বোধ করল বিল। এ লোক যে সাধারণ একজন ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ নয় তা বুঝতে দেরি হলো না ওর। এ আজন্ম নেতা। নের্তৃত্ব দেয়ার জন্যেই এর জন্ম। নিজের সহজাত আচরণ দিয়েই এলোক মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করে নেয়।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করার আগে একবার পেছনের আগুন দেখল রাদারফোর্ড, ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘ দেখে শিউরে উঠল মৃদু।

'আজকে তুমি না থাকলে খতম হয়ে যেতাম আমরা,' কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বিলের দিকে তাকাল রাদারফোর্ড। 'ভাবছি রেঞ্জার দলে তোমার মতো কিছু সাহসী আর যোগ্য ছেলে থাকলে আজ দেশটার এ অবস্থা হতো না।'

জবাব দিল না বিল। মনে মনে হাসল শুধু।

ছয়

অনেক রাতে পাওলো ডুরোয় পৌঁছল ওরা। আকাশে তখন পূর্ণ চাঁদের রুপোলি জ্যোৎস্না, চারপাশ ভাসিয়ে নিচ্ছে। দু' পাহাড়ের

মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে, সবার চেহারায় স্বস্তির ছাপ দেখে বুঝতে পারল বিল।

'দু'বোন,' পাহাড় দুটো বিলকে দেখিয়ে বলল রাদারফোর্ড। 'ডানদিকেরটার নাম পাওলো, বাঁদিকেরটার নাম ডুরো। অনেকে এদুটোকে যমজ বোনও বলে।'

ওদের সামনে বিস্তৃত খোলা মাঠ। দূরে জ্বলজ্বল করছে লাইটহাউস। ওটার কথা আগেও শুনেছে বিল। টেক্সাসের বিস্ময়কর জিনিসগুলোর একটা। মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা মাত্র পাথর। রীতিমতো একটা মাঝারি সাইজের টিলার মতো বড়। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারেও জ্বলজ্বলে আলো ছড়ায় ওটা, পথভ্রান্ত পথিকদের পথের নির্দেশ দেয়।

'ঐ যে!' গমগম করে উঠল রাদারফোর্ডের কণ্ঠ। 'ঐ যে আমাদের র‍্যাঞ্চ হাউস। ডাব্লিউ আর রেঞ্জে চলে এসেছি আমরা।'

মুগ্ধ হয়ে গেল বিল। পাওলো ডুরোর নৈঃসর্গিক দৃশ্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, কিন্তু র‍্যাঞ্চ হাউসটা যেন তার চেয়েও সুন্দর। উঁচু একটা দোতলা বাড়ি। ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে নির্মিত। চারপাশে কটনউড গাছ। সোজা একটা কাঁকড় বিছানো পথ চলে গেছে বাড়ি পর্যন্ত।

বাঙ্ক হাউস, স্টেবল, করাল দু'পাশ আর পেছন থেকে বাড়িটাকে ঘিরে আছে।

ওরা উঠানে পৌঁছানোর পর বেরিয়ে এলো দু'জন হসলার, ওদের ঘোড়াগুলোর দায়িত্ব নিল। দু'জনের চেহারাতেই বিস্ময়। ওদের কালিমাখা চেহারা, ফোলা ফোলা লাল চোখ আর শতচ্ছিন্ন পোশাক তাদের কৌতূহলের উদ্রেগ করেছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না তারা।

রাদারফোর্ডের ইশারায় তার পিছু নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতর ঢুকল বিল। প্রথম ঘরে পা দিয়েই চমকে যেতে হলো ওকে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। আরও সুন্দরী হয়েছে, ভরাট হয়েছে স্বাস্থ্য। বেড়েছে কমনীয়তা। এখন সে পরিপূর্ণ নারী। রহস্যময়ী। বাঁ গালের ছোট্ট তিলটা এখনও আছে। ওটার কথা ভোলার নয়, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো বিল। টের পেল বুকের খাঁচায় বেয়াড়া রকম ভাবে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মনে পড়ে গেল রেমন্ডের উক্তি। শক্ত করে মনের লাগাম টেনে ধরল বিল।

'অপেক্ষা না করলেও পারতে,' মেয়েটাকে সস্নেহে বলল রাদারফোর্ড।

'অস্থির লাগছিল, বাবা। লুঠের খবরটা পাবার পর থেকে শুধু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কি হয়েছিল? তোমাদের এ অবস্থা কি করে হলো?'

'পরে শুনো,' বলল রাদারফোর্ড। 'সে এক লম্বা কাহিনী।' বিলকে দেখাল সিনেটর, মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'এ আমার মেয়ে লিনা। আর এ হচ্ছে আমার নতুন কাউবয় বিল জেসন।' আসার পথে কি ঘটেছে সেটা সংক্ষেপে জানাল সে। শেষে বলল, 'টাকাগুলো তো যেতোই, ও আজকে সঙ্গে না থাকলে এতোক্ষণে আমাদের লাশ খুবলে খেতো শেয়ালে।'

সাগর-নীল চোখের গভীর দৃষ্টিতে কালিঝুলি মাখা কাউবয়কে দেখল লিনা। সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না বিল।

ওকে চিনতে পারেনি, বুঝল ও। ভাল। এখনই ওদের পূর্ব পরিচয় প্রকাশিত না হওয়াই ওর কাজের জন্যে সুবিধেজনক।

'আর কথা নয়,' সস্নেহে মেয়েকে বলল রাদারফোর্ড। 'এসো, টাকাগুলো সিন্দুকে রাখতে হবে।' বিলকে দেখাল। 'তাছাড়া জেসন খুব ক্লান্ত।' তাকাল রেমন্ডের দিকে। 'জেসনকে নিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসো। আমরা একসঙ্গে খাবো।'

ভেতর বাড়ির দিকে পা বাড়াল লিনা আর ওর বাবা। তাদের পিছু নিল দুই কাউবয়। স্বর্ণমুদ্রার ভারী বাক্সটা বহন করছে তারা।

খাওয়া শেষে একটা সিগারেট ধরাল রাদারফোর্ড, তারপর রেমন্ডকে বলল, তোমার পাশের ঘরে থাকবে জেসন। দেখে এসো সব ঠিক আছে কিনা। আমি একটু পর জেসনকে নিয়ে আসছি।'

'আমি বাঙ্ক হাউসে থাকলে কোন অসুবিধে নেই,' জানাল বিল।

'প্রিয় মানুষদের আমি বাড়িতেই রাখি,' বলল রাদারফোর্ড। 'এতো বড় বাড়িতে লোক না থাকলে ফাঁকা লাগে। একা একা আর কতোক্ষণ থাকা সম্ভব।'

'আপনার মেয়ে তো রয়েছেই।'

'তা আছে। এখন ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। অথচ একসময়ে গমগম করতো বাড়িটা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিনেটর। 'একে একে আমাকে ফেলে পরপারে চলে গেল সবাই। মেয়েটা ছাড়া আর কেউ রইল না আমার, যার ওপর নির্ভর করতে পারি।'

সহানুভূতির দৃষ্টিতে বৃদ্ধকে দেখল বিল। মৃদু গলায় বলল, 'আপনার ওপর অনেকেই নির্ভর করে আছে। তাদের কথাও ভাবতে হবে আপনাকে।'

একটু যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল সিনেটরের চেহারা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'আপনার প্রতিবেশীরা আছে,' বলল বিল। 'আপনি এ এলাকার নেতা। এদিকের মানুষের সুখ-দুঃখ, বর্তমান-ভবিষ্যৎ আপনার ওপর নির্ভর করে।'

'ওরা আমার তোয়াক্কা করে না,' তিক্ত শোনাল বুড়োর কণ্ঠ। 'বদমাশ ফকিরের দল।'

'ভালবাসা পেতে হলে দিতে জানতে হয়,' বলল বিল। 'ওরা গরীব বলেই অবহেলা করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। সবার তো আপনার মতো বড়লোক হয়ে জন্মানোর সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু ওদেরও নিজেদের স্বপ্ন আছে। ওরাও ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। আপনার বাবা যে এই বিশাল সম্পত্তি রেখে গেছেন তা নিশ্চয়ই শুধু নিজের কথা ভেবে নয়। আপনার এবং অন্যদের কথাও তিনি ভেবেছেন।'

চুপ করে গেল সিনেটর, কি যেন ভাবছে। অনেকক্ষণ পর বিস্মিত চোখে বিলের দিকে তাকাল।

'তুমি আশ্চর্য এক লোক, বিল জেসন। তুমি আমার ছেলের বয়সী, অথচ কথা বলো জ্ঞানী বুড়োর মতো। অবাক ব্যাপার কি জানো? তোমার কথা, বলার ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর আমাকে আমার বাবার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।' একটু থামল সিনেটর, তারপর হতাশার সুরে বলল, 'তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ জানি না। কিন্তু কানে যা আসে তাতে তো মনে হয় সবাই আমাকে ঘৃণা করে।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বিলকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল রাদারফোর্ড।

চমৎকার ঘর। আরামদায়ক নরম বিছানা। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছে বিল। অবসাদে ভেঙে আসছে শরীর। তবু সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় গেল না ও। রাইফেল আর সিক্সগানগুলোয় তেল দিল।

কাজটা সেরে জানালা খুলে দিল। সামনে বিস্তৃত মাঠ, জ্যোৎস্নায় অপূর্ব লাগছে দেখতে। তাকিয়ে থাকল বিল। গত পরশু থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনের ভেতর নেড়েচেড়ে দেখছে।

দুটো কাজে সফল হয়েছে ও। এক, বড় ধরনের আঘাত হানতে পেরেছে ডাকাতদলের ওপর। দুই, প্যানহ্যান্ডেলের নেতাকে পেয়েছে কৃতজ্ঞতাপাশে। লোকটার কঠিন হৃদয়ে আত্মগ্লানির বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে ও। নিজের মাঝে প্রশ্নের উদ্রেগ হবে তার। একসময় বোধোদয় হবে। বুঝবে চারপাশে যে দেয়াল তুলে রেখেছে সেটা তার নিজের জন্যেই ক্ষতিকর। যে বাঁধ দিয়ে নিজেকে আড়াল করেছে সেটা নিতান্তই একটা বালির বাঁধ।

গালকাটা ডাকাতটার কাছে পাওয়া পেপার কাটিংটার কথা মনে পড়ল ওর। কাগজটা বের করে লণ্ঠনের হলদে আলোয় পড়ল। বুঝতে পারছে এ কাগজের একটা গুরুত্ব না থেকেই পারে না। কবে কোন্ কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছে সেটা জানতে হবে। প্রথম সুযোগেই এব্যাপারে শেরিফের সঙ্গে আলাপ করাটা জরুরী।

সকালে বেশ দেরি করে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ খুলতে দেখল রাদারফোর্ড এসেছে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভকভক করে সিগারের ধোঁয়া ছাড়ছে।

ওকে চোখ মেলতে দেখেছে সিনেটর, একবুক ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তোমার জাগার অপেক্ষাই করছিলাম। চলো, নাস্তা করবে। জ্যাক আর রেমন্ড বসে আছে।'

টেবিলে বসে লিনার দেখা না পেয়ে অন্তরে স্বস্তি অনুভব করল বিল। ওর ঔৎসুক্য খেয়াল করেছে বুড়ো। বলে উঠল, 'লিনা না থাকতে পারার জন্যে ক্ষমা চেয়েছে। আমাদের দেরি হবে জেনে নাস্তা খেয়ে রেঞ্জে বেরিয়ে গেছে ও।'

'রেঞ্চে যাবে নাকি?' টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল রেমন্ড। 'নাকি র‍্যাঞ্চের বিল্ডিংগুলো দেখবে?'

'আমি কি তোমার মতো নির্বোধ নাকি যে যখন তখন যেখানে খুশি যাব?'

বিলের খোঁচাটা কফির শেষ চুমুকের সঙ্গে হজম করতে হলো রেমন্ডকে। একটু পর সে আর জ্যাক রেঞ্চের কাজে বেরিয়ে চলে গেল।

দুপুরের দিকে ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে জন হান্টারের আগমন ঘটল। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে তার ঘোড়াটা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কাঁপছে সারা শরীর। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে প্রচণ্ড বেগে গোটা পথ ছুটে আসতে হয়েছে তাকে। ধুলো লেগে আছে হান্টারের চেহারায়। পরিপাটি পোশাক কুঁচকে আছে। ছাই লেগে আছে ওগুলোয়। উইলিয়াম রাদারফোর্ডকে দেখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল তার চেহারায়। টোকা দিয়ে কোট থেকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'যাক বাবা, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গিরিখাদের যে অবস্থা দেখলাম তাতে ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আপনার বিপদ হয়েছে।'

ধীরে সুস্থে কি ঘটেছে তা খুলে বলল রাদারফোর্ড। জানাল বিলের বুদ্ধিমত্তা আর সাহসিকতা তাদের কিভাবে এবারের মতো রক্ষা করেছে। দু'জোড়া তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি বিলকে গেঁথে ফেলল।

'কাউবয়, তোমাকে ধন্যবাদ,' অবশেষে বলল সে। 'শোকের কালো পোশাকটা পরতে ভাল লাগত না আমার।'

লিনা ভেতরে ঢুকতেই সব কয়টা মাথা ঘুরে গেল ওর দিকে। এগিয়ে এলো মেয়েটা। বিলের দিকে একপলক তাকাল। মনে হলো যেন চমকে উঠল। গালে লাল ছোপ পড়ল ওর।

কে এই লোকটা? এ তো সেই চেহারা! সেই কালো চোখের নিষ্পাপ চাহনি! এ কি সেই রাজপুত্র নয় যে তার জীবন রক্ষা করেছিল? তিনটা বছর। গত তিনটা বছর একে পাগলের মতো মনে মনে খুঁজেছে ও। কাল রাতে কালিমাখা চেহারাটা দেখে চিনতে পারেনি। কিন্তু এখন আর ভুল হচ্ছে না। অন্তর বলছে, এ-ই সে। কিন্তু ওকে চিনতে পারছে না কেন? কালো চোখে তো পরিচিতির কোন লক্ষণই নেই! অবশ্য ওকে চিনতে পারবে এতোটা আশা করা ঠিক নয়। মুক্ত একজন স্বাধীন পুরুষের জীবনে কতো মেয়ের সঙ্গেই তো পরিচয় ঘটে। সবাইকে কি মনে রাখে কেউ?

'ও কিছু নয়,' হান্টারের কথার জবাবে বলল বিল। 'যা করতেই হতো শুধু তা-ই করেছি আমি।'

আলতো করে মাথা দোলাল সিনেটর। জন হান্টারের চেহারা গম্ভীর। লিনা যে নতুন কাউবয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে এটা বুঝতে দেরি হয়নি তার। 'এরকম একজন দক্ষ লোক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল রাদারফোর্ডের উদ্দেশে।

'সত্যি তাই,' সায় দিল লিনা। একটা চেয়ারে বসল ও। 'সত্যিই বিল জেসনকে পেয়ে আমরা ভাগ্যবান।'

লিনার কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে দেরি হলো না বিলের। 'বেশি প্রশংসা হয়ে যাচ্ছে, মিস রাদারফোর্ড,' বলল ও। 'এভাবে পাম্প দিলে শেষে ফেটে না যাই।'

মৃদু হাসল রাদারফোর্ড। লিনা আর মোরাস দু'জনই গম্ভীর। লিনা গম্ভীর মনমতো উত্তর না পেয়ে। আর হান্টারের এসব স্থূল কথাবার্তা সহ্য হচ্ছে না।

'কি ব্যাপার, মোরাস?' এবার আসল প্রসঙ্গে এলো

রাদারফোর্ড। 'এমন কিছু কি ঘটেছে যে ছুটে আসতে হয়েছে তোমাকে?'

'আপনার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী আলাপ আছে। কথাটা গতকালও বলেছিলাম। নির্বাচনের তারিখ কাছিয়ে আসছে। অথচ এখনও কোন পরিকল্পনাই করা হয়ে ওঠেনি আমাদের।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রাদারফোর্ড। 'খাওয়ার পর ওসব নিয়ে আলাপ করা যাবে। এখন বিলের সঙ্গে র‍্যাঞ্চ নিয়ে জরুরী কথা আছে।'

রাদারফোর্ডের কথায় মুখটা হাঁ হয়ে গেল হান্টারের। বুড়োর অনাগ্রহের কারণ খুঁজে পেল না। চোখের কোণে বিলের দিকে তাকাল। মনে মনে গাল বকল। এই যুবক আসার পর থেকেই সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

দুপুরের খাওয়ার পর দু'ঘণ্টা একনাগাড়ে আলাপ করল মোরাস আর রাদারফোর্ড, তারপর উঠল মোরাস। দরজার কাছে পৌঁছে বলল, 'রাতে থাকাটা সম্ভব নয়। অনেক কাজ পড়ে আছে শহরে। শহরে দেখা হবে পরে।'

ঘোড়ায় চেপে বিদায় নিল সে।

'পাগলাটে লোক,' হান্টারের ছুটন্ত ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বিলকে বলল রাদারফোর্ড। 'বুঝলাম এতো পথ পেরিয়ে আজই তাকে কেন আসতে হলো। এতো তাড়ার কোন কারণই ছিল না। এমনিতেই ডেইলি মেইলের কারণে ব্যস্ত। তারপর সামনে নির্বাচনের জটিলতা। এর মধ্যে কি করে যে সময় বের করে! এরপরও সপ্তাহে দু'বার নিজের র‍্যাঞ্চ তদারকের কাজ তো আছেই। পারেও লোকটা!'

'হান্টারের নিজের র‍্যাঞ্চ?'

'হ্যাঁ। ও যখন অ্যামারিয়ো ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এ কাজ করত তখন কিনেছিল। এই এলাকার দ্বিতীয় বড় র‍্যাঞ্চ। র‍্যাঞ্চিং করে বলেই আমার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়।'

'র‍্যাঞ্চটা চালায় কারা?'

'জ্যাকসনরা।'

'জ্যাকসন?' চট করে রাদারফোর্ডকে একবার দেখে নিল বিল।

'হ্যাঁ। হার্ভি জ্যাকসন আর ওর ছোট ভাই জেসি। অ্যামারিয়োরই ছেলে। দক্ষ অভিজ্ঞ লোক ওরা।'

'এদিকে আসার সময় অ্যামারিয়োতে থেমেছিলাম। তখন হয়তো তাদের দেখেছি।'

'অসম্ভব নয়। শহরে প্রায়ই যায় ওরা। হার্ভি দেখতে আমাদের রেমন্ডের মতো। রেমন্ডের শুধু দাড়ি নেই, নাহলে ওদের যমজ বলা যেত। আর জেসি ঠিক হার্ভির উল্টো। রুগ্ন চেহারা।'

'চেনাই তো মনে হচ্ছে,' বলল বিল। 'হার্ভি কি বাঁহাতি নাকি?'

'হ্যাঁ। তাহলে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

চুপ করে থাকল বিল, হন্টারের র‍্যাঞ্চে আক্রমণের কথা ভাবছে।

সাত

পরদিন সকাল। সবাইকে ডেকে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিল রাদারফোর্ড। বিলকে বলল, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, রেঞ্জে যাব আমরা। ভাবছি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাউন্ডআপের কাজ শুরু করে দেব।'

'আপনার সঙ্গে আমরাও আসব?' জিজ্ঞেস করল রেমন্ড।

'না। তুমি দক্ষিণ-পুবের রেঞ্জে একটা চক্কর মেরে এসো। ওখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমাদের।' তাকাল অন্য কাউবয়দের দিকে। 'বাকিরা, তোমরা পশ্চিমের রেঞ্জে গরুর হাল দেখে এসো।'

সবাই কাজ বুঝে নিয়েছে নিশ্চিত হয়ে বিলকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বের হলো রাদারফোর্ড। বারান্দায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ঘোড়াগুলো। র‍্যাঞ্চার চমৎকার একটা সোরেল ঘোড়ায় চাপল। স্টেবল থেকে বেরিয়ে এলো রেমন্ড। ওর ছাইরঙা ঘোড়াটা বিশাল। সেটার দিকে বিলকে তাকাতে দেখে গর্বিত চেহারা হলো ওর। বলল, 'প্রায় তোমারটার মতোই রং। যদিও তোমারটার সঙ্গে তুলনা চলে না, কিন্তু একেবারে খারাপ ঘোড়া এটাকে বলতে পারবে না তুমি।' হাত নাড়ল সে। 'চললাম

তাহলে। পরে দেখা হবে।'

একটা ঝর্নার পাড় ধরে রওনা হয়ে গেল রেমন্ড। ওর পরপরই রেঞ্জে টহল দিতে বেরিয়ে গেল অন্যান্যরা।

রাদারফোর্ডের পাশে রওনা হলো বিল। কিছুদূর এগোতেই পেছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল, দ্রুত কাছিয়ে আসছে। ফিরে তাকাল ওরা।

লিনা আসছে। পেছনে ধুলোর মেঘ।

'দাঁড়াও!' সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠে চেঁচাল মেয়েটা। 'একটু থামো!'

পাকা অশ্বারোহী। বিল আর রাদারফোর্ড থামতেই ওদের পাশে চলে এলো দেখতে দেখতে।

'তুমি? হঠাৎ যে?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল সিনেটর।

'কেন? আমি সঙ্গে গেলে কোন অসুবিধে আছে?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল লিনা।

'না, তা নেই। কিন্তু তুমি ওখানে গিয়ে কি করবে? খামোকা কষ্ট হবে।'

সায় দিল বিল। 'তাছাড়া আমাদের ফিরতে হয়তো অনেক দেরি হবে।'

'তাতে আমার কোন অসুবিধে নেই,' সাফ জবাব দিল লিনা। 'যেকোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সাধ্য আছে আমার।' বাবার দিকে তাকাল। 'কি, নেই?'

'আছে...' চট করে বলল বিল মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে... 'হয়তো।'

মানুষটা কি আদপেই ওকে চিনতে পারছে না, নাকি ভান করছে? ভ্রূ কুঁচকাল লিনা। না, হাল ছাড়বে না ও। শেষ দেখে ছাড়বে। মনের মাঝে সিদ্ধান্ত নিল বাজিয়ে দেখবে মানুষটাকে।

মা মরা মেয়ে। অত্যন্ত অভিমানী। কখন কিসে রাগ করে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ওর গম্ভীর চেহারা দেখে মায়া হলো রাদারফোর্ডের। লিনা বিগড়ে গেলে হয়তো রাগ করে খাবেই না সাতদিন।

'এসো আমাদের সঙ্গে,' বলল রাদারফোর্ড। 'তবে বলে রাখছি, কষ্ট হবে কিন্তু।'

'হোক। তবু যাব।'

হার মানার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সিনেটর। 'তুমি রাগ করলে ভয়ে আমার আত্মার পানি শুকিয়ে যায়।' ভঙ্গি করে দেখাল সে।

হেসে ফেলল লিনা। বিল এই প্রথম খেয়াল করল যে হাসলে মেয়েটার গালে মিষ্টি একটা টোল পড়ে।

দীর্ঘক্ষণ নীরবে এগোল ওরা। সামনে পথটা দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে। আদিগন্ত প্রেয়ারির বুক চিরে বেরিয়ে গেছে কোথায় কে জানে।

'যতোদূর তাকাবে শুধু ঘাসজমি দেখবে এদিকে,' বলল রাদারফোর্ড। 'আমার বাবার সময়ে পুবের রেঞ্জে একটা গাছও ছিল না। ঘাসের দাপটে গাছ বাঁচত না। এখন অবশ্য সামান্য কিছু ঝোপঝাড় গজায়।'

ছড়িয়ে ছিটিয়ে চরে বেড়াচ্ছে স্বাস্থ্যবান অসংখ্য গরু। গরু পালার জন্যে চমৎকার উপযুক্ত একটা অঞ্চল এটা। মুগ্ধ হয়ে গেল বিল। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত বিস্তীর্ণ ঘন সবুজ ঘাসের রাজ্য। সবুজ একটা সাগর যেন। বাতাসে দুলছে। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের দল ভাসছে, জায়গায় জায়গায় ছায়া বিলোচ্ছে। প্রকৃতি এখানে অত্যন্ত উদার, উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে।

'যতোবার এদিকে আসি নতুন মনে হয়,' আবেগ ঝরল লিনার

কণ্ঠে। 'কি সুন্দর!'

'কিন্তু এসব জায়গা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার যে ইতিহাস সেসব ভাবলে কিন্তু খারাপ লেগে ওঠে,' মন্তব্য করল বিল।

কপালে ভাঁজ পড়ল লিনার। কাঠখোট্টা লোক তো! মুখে কিছু বলল না।

'গরুগুলো লক্ষ করেছ?' জিজ্ঞেস করল রাদারফোর্ড। বিল মাথা দোলানোয় বলে গেল, 'দক্ষিণ আর পশ্চিমের গরুগুলো আরও স্বাস্থ্যবান। অবশ্য এজায়গাও খারাপ নয়। বরফ যেমন পড়ে না তেমনি আবার দাবানলও লাগে না। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। বাবা বুঝে শুনেই এই এলাকাটা বেছে নিয়েছিলেন।'

'কাঁটাতারের বেড়া দেখছি না,' বলল বিল।

'এদিকে নেই বললেই চলে। দক্ষিণ আর পশ্চিমে আছে। মাইলের পর মাইল। এদিকে যেগুলো আছে সেগুলো নতুন আসা কৃষক আর খামার মালিকদের তৈরি।' কঠোরতার ছাপ পড়ল রাদারফোর্ডের চেহারায়।

ঘণ্টা দুয়েক একটানা রাইড করল ওরা। তারপর হঠাৎ আঙুল তুলে সামনের দিকটা দেখাল রাদারফোর্ড। 'ওই যে কাঁটাতারের বেড়া। খুশিমতো জায়গা দখল করে ঘের দিয়ে নিয়েছে। বেআইনী জবরদখল!' রাগে ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল সিনেটরের গলা। 'পানির উৎসগুলো ওদের দখলে। যাতায়াতের পথও বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদেরই গরু চুরি করে খামার গড়ে তুলছে।'

মাথা দোলাল লিনা। 'অথচ আশ্চর্য যে ওদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারছে না।'

বিলের দিকে তাকাল রাদারফোর্ড। 'জানো নিশ্চয়ই, লিঙ্কনের

সময়ে এই একই কারণে শুরু হয়েছিল বিরাট ক্যাটল ওয়ার?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল বিল, গম্ভীর। 'কেউ চায় না টেক্সাসে ওরকম যুদ্ধ হোক।'

'আমিও চাই না। তবে অবস্থা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে শেষপর্যন্ত কি হবে বলা মুশকিল। অনেক চেষ্টা করেও সেটলারদের নড়াতে পারিনি। তবে এবার অন্য চাল চালব।' একটু থামল রাদারফোর্ড, তারপর বলল, 'গরুর ক্রেতাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, এবার হয় আমাদের কাছ থেকে গরু কিনতে হবে, নয়তো সেটলারদের সঙ্গে ব্যবসা করতে হবে। দু'পক্ষেই থাকা চলবে না আর।'

'বাবার পক্ষেই থাকবে ওরা,' বলল লিনা। বাবার গর্বে গদগদ ভাব ওর।

'বুদ্ধিটা সম্ভবত জন হান্টারের দেয়া, তাই না?' সরাসরি রাদারফোর্ডের চোখে তাকাল বিল।

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল বাপ-বেটি।

'ঠিকই ধরেছ,' ধীর কণ্ঠে বলল সিনেটর। 'আগেও তো বলেছি, অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এই মোরাস।'

'হামানও বুদ্ধিমান লোক ছিল,' নির্বিকার সুরে বলল বিল। লিনার দিকে তাকাল।

'হামান কে?' জিজ্ঞেস না করে পারল না লিনা।

'একটা ধর্মীয় বইয়ের চরিত্র। দারুণ বুদ্ধিমান লোক মনে করত নিজেকে। লোকেও তাকে তাই মনে করত। মর্ডিকাই নামের এক স্পষ্টবাদী লোককে সে দুচোখে দেখতে পারত না। কি এক অভিযোগে লোকটাকে সে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়।' চুপ করে গেল বিল।

'তারপর?' উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল লিনা।

'হামান নিজেকে জাহির করতে ভালবাসত। মর্ডিকাইকে ঝুলিয়ে দেয়ার পর তার চেহারা কেমন হয়েছিল খুব বিস্তারিত করে বর্ণনা করল সে। জিজ্ঞেস করল, "বুঝলে তো?" লোকগুলো বলল, "বুঝতে তো পারলাম না।" "দাঁড়াও তাহলে" বলে ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে দিল সে, বলল, "মুখের কথায় যখন বুঝলে না তখন নিজেদের চোখে দেখে বোঝো।" ঝুলে পড়ল হামান। মরে গেল দেখতে দেখতে।'

ওর কথা থামার পর চুপ করে থাকল রাদারফোর্ড আর লিনা। দু'জনেই গভীর ভাবে ভাবছে কি বোঝাতে চেয়েছে বিল। কিছুক্ষণ পর একটা বাঁকের কাছে চলে এলো ওরা। সামনে কাঁটাতারের বেড়া। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছোট একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

ওদের দেখতে পেয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এলো বিশাল একটা কুকুর। ওটার পেছনে পেছনে দৌড়ে এলো রংজ্বলা শার্ট-প্যান্ট পরা পিচ্চি একটা ছেলে। ভারী মিষ্টি চেহারা।

'কি খবর, বন্ধু?' হাত নাড়ল বিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে ওদের দেখল ছেলেটা, তারপর বলল, 'কথা বলব না তোমাদের সঙ্গে। তোমরা খুব খারাপ মানুষ।'

ঘোড়া থামিয়ে ফেলল বিল। ওর পাশে থেমেছে রাদারফোর্ড আর লিনা।

'তুমি কি করে জানলে, দোস্ত?'

'আমি জানি। মা বলেছে।' হাত তুলে দেখাল। 'ওই যে ঘোড়ার গায়ে ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চের চিহ্ন। যারা ওই চিহ্নওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে তারাই খারাপ মানুষ।'

থমকে গেল বিল। লাল হয়ে গেছে বাপ-বেটির চেহারা।

ঘোড়া থেকে নেমে বেড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল বিল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। কয়েক পা পিছিয়ে গেল কুকুরটা। মৃদু গর্জন করছে। কাঁটাতারের বেড়ার মাঝ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল বিল।

'সাবধান!' সতর্ক করল ছেলেটা। 'কামড়ে দেবে ও।'

'তাই?' আস্তে করে হাত বাড়াল বিল কুকুরটার দিকে।

ওর হাতের দিকে কুকুরের খেয়াল নেই, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিলের চোখের দিকে। একটু পর নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এলো। আস্তে করে ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল বিল।

দ্বিধা দেখা দিল ছেলেটার চেহারায়। অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা বলেছে আমাদের রব যাকে পছন্দ করে তাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'ঠিকই বলেছেন উনি,' বলল লিনা। 'মানুষ চিনতে ভুল করে না জন্তু-জানোয়াররা।' আন্তরিকতা ঝরছে ওর কণ্ঠে। 'তোমার পোশাকের এই অবস্থা কেন?'

লিনার কথার জবাব দেবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল ছেলেটা। করুণ চেহারায় নিজের ছেঁড়া জামা দেখল একপলক। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা, খুশি খুশি গলায় বলল, 'ক'দিন পরেই নতুন কাপড় কিনে দেবে আম্মা। এখন তো আমাদের খাবার পয়সাও নেই, তাই...নইলে আগেই কিনে দিত।'

'এগুলো নাও,' পকেটে হাত ভরে কয়েকটা ডলার বের করল লিনা। 'সুন্দর দেখে পোশাক কিনে দিতে বোলো তোমার আম্মুকে, কেমন?'

অপমানে লাল হয়ে গেল ছেলেটার চেহারা, দুচোখ থেকে যেন ঘৃণা ঝরল। কাটা কাটা স্বরে ও বলল, 'আমরা গরীব হতে পারি,

ম্যাম, কিন্তু ফকির নই।' বিলের দিকে তাকাল। 'তোমার বউকে বলে দাও, ওর করুণার কোন দরকার নেই আমার।'

অপমান নাকি লজ্জায়, কে জানে, রক্তিম হয়ে উঠল লিনার চেহারা। বিলও থতমত খেয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, দোস্ত। কষ্ট পাবে জানলে ও নিশ্চয়ই টাকা দিতে চাইত না তোমাকে। দারুণ ছেলে তুমি। আমিও তোমার মতো প্রতিদান ছাড়া কারও সাহায্য নিতে ঘৃণা করি।' ছেলেটার হাতে একটা ভাঙা ছুরি, লক্ষ করল বিল। পিচ্চির মন ভুলাতে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। 'দারুণ ছুরি তো! তোমার বাবা দিয়েছেন নিশ্চয়ই?'

'না। তবে তারই ছিল এটা। তেমন ধার নেই এখন, কিনারাও দুমড়ে গেছে, কিন্তু কাটাকাটির কাজ চালানো যায়।' হঠাৎ ছেলেটার চেহারায় ছায়া ঘনাল। 'বাবা নেই আমার। শয়তান লোকরা তাকে খুন করেছে। তাদের জন্যে গরুও বেচতে পারছি না আমরা। প্রায় দিনই একবেলা খাবার জোটে এখন আমাদের।' ছলছল করে উঠল ছেলেটার দুচোখ। চেহারা হয়ে গেল ফ্যাকাসে। 'কাল রাত থেকে কিছু খাইনি, জানো?'

কথাগুলো যেন সিনেটরের বুকে গেঁথেছে। তার কঠোর চেহারায় নানা অনুভূতির ছায়া খেলে গেল। মাথা নিচু করে নিল অজান্তে। লিনাও মাথা নিচু করে বসে আছে। গভীর ভাবে ভাবছে কি যেন।

'তুমি আমার বন্ধু হবে?' পিচ্চির মাথায় হাত বুলিয়ে চুল এলোমেলো করে দিল বিল। পকেট থেকে বের করল ওর দামী বাক নাইফ। হরিণের হাড় কাটা যায় ওটার এক কোপে। পেরেকও কাটা যায় ওপরে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিলে। ওটা

বাড়িয়ে ধরল ও। 'এসো, ছুরি বদলাবদলি করে বন্ধুত্বটা চিরস্থায়ী করে নিই।' ছুরিটা পিচ্চির হাতে গুঁজে দিল ও। 'তাহলে এখন থেকে আমরা একেবারে ছোটবেলার বন্ধু, ঠিক আছে? রাজি আছো তো তুমি?'

'সত্যি এটা দিয়ে দেবে আমাকে?' অবাক হয়ে বিলের হাসিমুখের দিকে তাকাল ছেলেটা। ছুরিটা উল্টেপাল্টে দেখল। খুশিতে চকচক করে উঠল চোখ জোড়া। 'কী সুন্দর! সত্যি এটা আমার?' বিশ্বাস করতে পারছে না ও এখনও।

'এটা আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্ন,' গম্ভীর স্বরে জানাল বিল। ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'এখন তাহলে চলি, কেমন? পরে আবার দেখা হবে।' তাকাল র‍্যাদারফোর্ডের দিকে। 'চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

'বন্ধু,' পেছন থেকে ডাক দিল পিচ্চি। 'আমারটা নিতে ভুলে গেছ তুমি।' কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ও। হাতে ওর বাবার সেই ভাঙা ছুরি।

'একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম,' ছুরিটা নিয়ে সযত্নে পকেটে রাখল বিল। 'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, দোস্ত। চিরদিন যেন আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে।'

ঘোড়ায় উঠল বিল। হাত নাড়ল পিচ্চির উদ্দেশে। পাল্টা জবাব দিল পিচ্চি হাত নেড়ে। খুশিতে হাসছে ও নতুন বন্ধু পেয়ে। এখনও ঘোড়ার পিঠে মাথা নিচু করে বসে আছে লিনা, চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ। ওর ঘোড়ার রাশে দোলা দিল বিল। সচেতন হলো মেয়েটা।

এগোল ওরা। কেউ কথা বলছে না। দীর্ঘক্ষণ নীরবতায় কাটল। একসময় অসহ্য ঠেকায় কথা বলে উঠল র‍্যাদারফোর্ড।

'অবাক লাগছে ভেবে যে ওই হিংস্র কুকুরটার দিকে অমন করে হাত বাড়ালে কি করে।'

'অবাক হবার কিছু নেই,' জবাব দিল বিল। 'ওরা মানুষের অন্তরটা দেখে, চেহারা নয়।' হাসল ও। 'আমি দেখতে অতি খারাপ হতে পারি, কিন্তু মনে হয় অন্তরটা তেমন খারাপ নয়!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাদারফোর্ড, তারপর বলল, 'শক্ত লোক তুমি, বিল জেসন। তোমার মিছরির ছুরি বড় ধারাল। কথাগুলো অন্তরটা চিরে দেয়।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল বিল। 'রেমন্ডের সঙ্গে কোথায় যেন দেখা হওয়ার কথা আমাদের?'

'সামনেই,' জানাল সিনেটর। 'ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।' ঘোড়ার গতি বাড়াল সে।

দুই ঘণ্টা পর ক্যাপরক অঞ্চলে প্রবেশ করল ওরা।

দুই মাইল এগোনোর পর এলোমেলো কিছু ঘোড়ার খুরের চিহ্ন চোখে পড়ল বিলের। সঙ্গীদের থামতে ইশারা করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ও, ছাপগুলো গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করে দেখল।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রাদারফোর্ড।

'ভয় পেয়েছিল ঘোড়াটা,' জানাল বিল। 'ঘটনাটা বেশিক্ষণ আগের নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কেন জন্তুটা ভয় পেল।'

ঘোড়ায় উঠল ও, ওর পাশে পাশে চলতে শুরু করল বাপ-বেটি। একটা বাঁক পার হয়ে থেমে গেল ওরা। সামনের দৃশ্যটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ছাই রঙা বে ঘোড়াটা। ওটার পাশেই ট্রেইলের ধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার আরোহী।

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করল রাদারফোর্ড। 'ওটা তো রেমন্ডের ঘোড়া!'

রক্তাক্ত দেহটার পাশে উবু হয়ে বসল বিল। হৃৎস্পন্দন আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। আছে। তবে দুর্বল।

'বেঁচে আছে,' জানাল ও। 'শ্বাস-প্রশ্বাস কম। ক্ষত থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। বেশিক্ষণ হয়নি গুলি করা হয়েছে ওকে।' আস্তে করে দেহটা চিত করল ও, আধবসা করে তুলে ধরল। বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। 'আপনার ছুরিটা দিন,' রাদারফোর্ডকে বলল ও, 'একটুর জন্যে ফুসফুস ফুটো হয়নি।' ছুরিটা নিয়ে তাকাল লিনার দিকে। 'আমার ঘোড়ার স্যাডল ব্যাগে অ্যান্টিসেপটিক আর ব্যান্ডিজ আছে, নিয়ে এলে ভাল হয়।' আবার তাকাল সিনেটরের দিকে। 'একটু সাহায্য করুন। রক্তক্ষরণ বন্ধ করা দরকার, নইলে বাঁচবে না ও।'

রেমন্ডের শার্টের পেছনটা কেটে ফেলল ও, ভাল করে পরীক্ষা করল সামনে পেছনের ক্ষতটা। 'মনে হচ্ছে ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না,' বলল ও। 'এভাবেই ওকে ধরে থাকুন, তাতে রক্ত পড়া কমবে।' লিনা একটা বোতল আর ব্যান্ডিজ নিয়ে ফিরেছে। ওগুলো ওর হাত থেকে নিল বিল, আগে ক্ষতটা অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ভাল মতো পরিষ্কার করল, তারপর ব্যান্ডিজ করল শক্ত করে। কাজটা শেষ করে বলল, 'ওকে এক্ষুণি র‍্যাঞ্চ হাউসে নিয়ে যেতে হবে। ভাল চিকিৎসা দরকার ওর। সেই সঙ্গে বিশ্রাম।'

বিল উঠে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করল লিনা, 'কি করে ওকে নেয়া সম্ভব!'

'সাবধানে নিয়ে যেতে হবে, যাতে আবার রক্ত পড়তে শুরু না করে।'

'অসম্ভব,' বলে উঠল রাদারফোর্ড। 'অনেক ভারী ও। কে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলবে।'

জবাব দিল না বিল, নিচু হলো, রেমন্ডের ঘাড় আর হাঁটুর তলায় হাত দিয়ে অনায়াসে তুলে নিল বুকের কাছে। সিধে হয়ে রাদারফোর্ডকে বলল, 'আমার ঘোড়াটাকে একটু ধরে থাকুন। নড়ে না যাতে।'

রাদারফোর্ড ঘোড়াটাকে ধরার পর সাবধানে বাঁ পা স্টিরাপে ভরল বিল, তারপর বাঁ পায়ের ওপর সম্পূর্ণ ভর চাপিয়ে ডান পা ঘুরিয়ে চকিতে উঠে বসল স্যাডলে। সামান্য সময়ের ব্যাপার, কিন্তু পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে ও। রেমন্ডের অচেতন দেহটা মনে হচ্ছে জগদ্দল একটা পাথর। পাঁজাকোলা করে দেহটা ধরে রাখল বিল, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াটাকে সামনে বাড়তে ইশারা করল। প্রশিক্ষণ পাওয়া ঘোড়া, অবস্থা বুঝে ধীর গতিতে রওনা দিল।

রেমন্ডের ঘোড়াটা টো করে ওর পাশে চলে এলো রাদারফোর্ড। লিনা আর সে, দু'জনই বিলের শক্তি দেখে মনে মনে বিস্মিত। রাদারফোর্ড অনুভব করল প্রচণ্ড শক্তি রাখে বিল জেসন। নিজের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে বোধহয় কোন ধারণা নেই, নইলে তার মধ্যে বিনয় থাকত না।

লিনা বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারছি না কে এমন একটা জঘন্য কাজ করতে পারে।'

'হোমস্টেডার ছাড়া আর কারও কাজ হতে পারে না এটা,' মন্তব্য করল রাদারফোর্ড।

'কাজটা যারই হোক,' বলল গম্ভীর বিল। 'তার লক্ষ্য রেমন্ড ছিল না। তার লক্ষ্য ছিলাম আসলে আমি।'

'তুমি? কিন্তু কেন!'

'আমার সঙ্গে রেমন্ডকে গুলিয়ে ফেলেছিল আততায়ী। দৈহিক গড়নে খানিকটা মিল আছে আমাদের। দূর থেকে নিশ্চয়ই আমিই মনে করেছিল। ঘোড়াটার রংও প্রায় এক। ভুল করে ফেলেছে লোকটা।'

'এ এলাকায় আসামাত্র কারা তোমার শত্রু হয়ে যাবে?' সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করল লিনা। 'তাহলে কি স্টেজ ডাকাতরা, প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে?'

'হতে পারে। আমার ওপর ওদের আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক। ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি আমি।'

তিন ঘণ্টা পর ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে পৌঁছুল ওরা। বেশ কয়েকজন কাউবয় ছুটে এলো ওদের দেখে। প্রত্যেকেই কৌতূহলী, কিন্তু রাদারফোর্ড আর বিলের গম্ভীর চেহারা দেখে প্রশ্ন করল না কেউ।

কারও সাহায্য ছাড়াই যেভাবে উঠেছিল সেভাবেই রেমন্ডকে নিয়ে ঘোড়া থেকে নামল বিল। হসলারকে বলল, 'খাবার আর পানি দাও ওটাকে। একটু বিশ্রাম করে নিক।'

'ডাক্তার ডাকতে হবে,' বলল রাদারফোর্ড, এক কাউবয়ের দিকে চোখ ফেরাল। 'হাস্কি, শহরে চলে যাও এক্ষুণি। ডাক্তারকে বলবে যতো দ্রুত সম্ভব যেন চলে আসে।'

'না,' বলে উঠল বিল। 'আমার কারণেই রেমন্ড আহত হয়েছে। নিজের দায় দায়িত্ব আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। আমিই শহরে যাব।'

'কিছু খেয়ে নাও।'

'সময় নেই।'

শুনল না লিনা। কুককে বলে কয়েকটা স্যান্ডউইচের ব্যবস্থা করে দিল। ওগুলো স্যাডল ব্যাগে পুরে পাঁচ মিনিটের মাথায় রওনা হয়ে গেল বিল।

ও দূরে চলে যাওয়ার পর জ্যাক আপন মনে বলে উঠল, 'আশ্চর্য একটা মানুষ। সত্যিকারের নেতা। হুকুম করলে মনে হয় তা মানতেই হবে। আচরণে মনে হয় যেন কতোদিনের আন্তরিকতা সবার সঙ্গে!'

'ঠিকই বলেছ, জ্যাক,' সায় দিল রাদারফোর্ড। 'আশ্চর্য কি জানো, ওর কথা মেনে চলতে এমনকি আমারও বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।'

আট

রাত সাড়ে এগারোটা। ডিকসন শহর।

টোকা পড়ল ডাক্তারের বাড়ির সদর দরজায়। ভেতরে বাতি জ্বলে উঠল। একটু পরই দরজা খুলে উঁকি দিল বৃদ্ধ ডাক্তার। চোখে প্রশ্ন নিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকাল। চেহারায় বিরক্তির কোন ছাপ নেই। এই বুনো এলাকায় যখন তখন [তাকে] প্রয়োজন পড়তে পারে, এটা সে দীর্ঘ দিনের ডাক্তারী জীবনে ভাল করেই জেনেছে।

নিজের পরিচয় দিল বিল, তারপর জানাল ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে আহত হয়ে পড়ে আছে রেমন্ড। প্রাথমিক চিকিৎসা কি করেছে সেটাও জানাল। ব্যাগ গোছাতে গোছাতে চুপচাপ শুনল ডাক্তার, তারপর বিলের কথা শেষ হতে বলল, 'এসব কাজে তোমার অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে।'

লজ্জিত হাসল বিল। 'এই নিয়ে তিনজন রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা করলাম।' একটু থামল ও, ডাক্তার তৈরি হয়ে গেছে বুঝে বলল, 'আপনি রওনা হয়ে যান। আমি পরে যাব। শেরিফকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? কি ঘটেছে সেটা তার জানা দরকার।'

'হটবিফ সেলুনে থাকবে বোধহয়,' জানাল ডাক্তার। 'সন্ধের সময় ওখানেই তাকে পোকার খেলতে দেখেছি।'

ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল বিল। একটু পরই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এলো। রওনা হয়ে গেছে ডাক্তার।

হটবিফ সেলুনটা শহরের মাঝখানে। মধ্যরাতেও ভেতরে যথেষ্ট ভিড়। পোকার টেবিলে শেরিফকে পেল বিল। কথা আছে জানানোয় খেলা ছেড়ে উঠল আইনরক্ষী, সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। হাঁটতে হাঁটতে কি ঘটেছে জানাল বিল।

সব শুনে বিরক্ত চেহারায় মাথা দোলাল শেরিফ। 'ঠিকই আছে,' শুকনো স্বরে বলল, 'এতোদিন যে কেন কেউ ওকে গুলি করেনি সেটাই মাথায় ঢোকে না আমার। মানুষ ভাল, কিন্তু ব্যবহার ভাল না ওর। শত্রু বানানোয় বোকাটার জুড়ি নেই।'

শেরিফের অফিসে বসল ওরা। একটা সিগারেট ধরাল বিল, তারপর বলল, 'বিশেষ কারণে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।' পকেট থেকে পেপার কাটিংটা বের করে বাড়িয়ে ধরল।

শেরিফ ওটা নেয়ায় বলল, 'বলতে পারো কোন্ কাগজে এই খবরটা বেরিয়েছিল?'

এক পলক দেখল ওটা শেরিফ ভ্রূ কুঁচকে। 'এটা বলতে পারি যে ডেইলি মেইলের খবর নয় এটা। কাগজটা অন্যরকম।' বিলের দিকে তাকাল। 'পেয়েছ কোথায়?'

জানাল বিল। তারপর বলল, 'অ্যামারিয়ো ইন্ডিপেন্ডেন্টের হতে পারে?'

'পারে। যদি ঘটনাটা ওদিকের হয়।' কপালে ভাঁজ ফেলে কি যেন চিন্তা করল শেরিফ তারপর বলল, 'অ্যামারিয়ো ইন্ডিপেন্ডেন্টের আর্কাইভে খোঁজ নিলে জানা যাবে ওরা খবরটা ছাপিয়েছিল কিনা। ওটার সম্পাদক ডেভিড বেকারকে চিনি। যদি একটা চিঠি লিখে দিই তাহলে আর্কাইভে খুঁজতে দিতে আপত্তি করবে না।'

'তাহলে খুব ভাল হয়।'

টেবিলে টোকা দিল শেরিফ, তারপর বিলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছি এদিকের সমস্ত ব্যাপারে তোমার আগ্রহ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। কারণটা কি?'

কি জবাব দেবে ভাবতে শুরু করেছিল বিল, কিন্তু হুড়মুড় করে অফিসে ঢুকল ডেপুটি ডালটন। ওকে আর জবাব খুঁজতে হলো না।

'জানতাম মোরাস স্টেজ ডাকাতির ব্যাপারে বাজে রিপোর্ট করবে,' অফিসে ঢুকেই তিক্ত স্বরে বলল সে। 'আগেই বলেছিলাম না?' একটা কাগজ শেরিফের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'দেখো কি লিখেছে।'

শেরিফের আগে কাগজটা বিলই নিল। আগের রিপোর্টগুলোর

মতোই এটাও। রেঞ্জারদের অযোগ্যতা নিয়ে কড়া ভাষায় রিপোর্ট লেখা হয়েছে। পুরোটা পড়ার রুচি হলো না বিলের।

ডালটন তিক্ত স্বরে বলল, 'বদমায়েশীটা দেখেছ? সবার কথা আছে, আমার কথা ছাড়া। আইনের লোকদের উপস্থিতির কথা সযত্নে এড়িয়ে গেছে। এমনকি রেঞ্জারদের পর্যন্ত জড়াতে ছাড়েনি। ভাব দেখে মনে হয় যেন কেউ জানে না যে চারপাশের আশি মাইলের মধ্যে রেঞ্জারদের কোন পোস্ট নেই। মনটা চায় হারামজাদার পোঁদে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দিই।'

'ওই ভুল করতে যেয়ো না,' হাসি চেপে গম্ভীর স্বরে বলল শেরিফ। 'ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক লোক মোরাস। শোল্ডার হোলস্টার থেকে যে গতিতে সে ড্র করতে পারে তাতে কোন সুযোগই পাবে না তুমি। এই এলাকায় এমন একজনকেও আমি দেখিনি যে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারবে। একশো ফুট দূর থেকেও পলকের মধ্যে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি করতে দেখেছি আমি ওকে।'

চুপ করে থাকল ডালটন। সে-ও জানে, শেরিফ ঠিকই বলেছে।

উঠল বিল। 'আপাতত আমি হোটেলে উঠছি। চিঠি পেলে ভোরের আগেই অ্যামারিয়োর পথে রওনা হয়ে যাব।'

শেরিফের দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করে ওপর দিকে উঠল। গম্ভীর তার চেহারা। বলল, এক যুবকের কথা ওদিকের লোক এখনও বলাবলি করে। একাই একটা স্টেজ ডাকাতি রুখে দিয়েছিল যুবক।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'তুমিই কি সে যুবক? কেন যেন ওই যুবকের কথা ভাবলে তোমার কথাই মনে আসে।'

হাসল বিল। 'চিঠিটা কি এখনই দেবে?'

'নিশ্চয়ই!' ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করে খসখস করে

লিখতে শুরু করল শেরিফ। চিঠিটা লেখা শেষ করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'অ্যামারিয়োতে একবার রেঞ্জার ক্যাপ্টেন ম্যাকেনলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। পরিচয়টা বন্ধুত্বে গড়ায়। তাকে চেনো তুমি?'

'কি জানি,' বলল বিল। 'মনে তো পড়ছে না। তবে শুনেছি খুব ভাল লোক।'

'ওর সঙ্গে দেখা হলে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো তাকে।'

'চতুর কুগার!' অফিস থেকে বেরিয়ে মনে মনে বলল বিল। 'বুড়ো ঠিকই আমাকে সন্দেহ করেছে। আন্দাজ করছে আমি রেঞ্জার।'

হোটেলের বিছানায় গা এলিয়ে দিল বিল। তিন ঘণ্টা টানা ঘুম দিয়ে তরতাজা হয়ে উঠল। শেষ রাত। আঁধার কাটতে শুরু করেনি এখনও। রওনা হয়ে গেল ও। যখন অ্যামারিয়োর ট্রেইলে পড়ল আকাশ ধূসর হতে শুরু করেছে মাত্র। হন্টারের খামার পাশ কাটাল ও। সেদিনের ঘটনা মনে পড়তে বুকের ভেতর ক্রোধ অনুভব করল। শয়তানদের জড় থেকে উপড়ে ফেলতে হবে, প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে। কারা শত্রুতা করছে এখন জানে ও। হান্টারের পোষা লোক তারা। ব্যক্তিগত একটা হিসেবও আছে ওদের। জ্যাকসন ওদের ভাই ছিল। সে ওর হাতে মারা গেছে।

এপর্যন্ত যা করার একতরফা শুধু ওরাই করেছে। এখন পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। ঠিক করল বিল, অ্যামারিয়ো থেকে ফেরার পর পাল্টা আক্রমণ শুরু করবে ও।

হাসিখুশি মোটাসোটা মানুষ অ্যামারিয়ো ইন্ডিপেন্ডেন্টের এডিটর ডেভিড বেকার। মুখে সর্বক্ষণ হাসি লেগেই আছে। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

শেরিফের চিঠি পড়তে পড়তে বার কয়েক চোখ তুলে তাকাল সে, বিলের চেহারা যেন মনে করার চেষ্টা করছে।

'এখনও মনে আছে আমার,' চিঠি পড়া শেষে বলল সে। 'দারুণ আলোড়ন তুলেছিল ঘটনাটা। আগস্ট মাসে ঘটেছিল। তারিখ বলতে পারব না যদিও।' আরেকটা ঘরে চলে গেল সে, একটু পরে ফিরে এলো মোটা একটা ফাইল নিয়ে। ওটা বিলের সামনে নামিয়ে রেখে বলল, 'কষ্ট করে তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে।'

আগস্টের এগারো তারিখে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। খবরটা পড়তে গিয়ে কান গরম হয়ে উঠল বিলের। যতো ভাবে সম্ভব প্রশংসা করেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে রীতিমতো মহামানব বানিয়ে ছেড়েছে।

দুর্দমনীয় দুর্ধর্ষ যুবকের অসাধারণ বুদ্ধি এবং সাহসিকতায়...

খবরটা পড়ে চোখ তুলল বিল। টের পেল এতোক্ষণ ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছে এডিটর। চোখাচোখি হতে বলে উঠল, 'তখন তোমার নামটা জানা হয়ে ওঠেনি। চেহারাটা অবশ্য ঠিকই মনে আছে। এবার কি বাকি জ্যাকসনদের শেষ করতে এসেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল। 'ওদের সম্বন্ধে কোন তথ্য আছে আপনার কাছে?'

'তেমন কিছু নেই। জ্যাকসনরা দু'ভাই মারা যাবার পর অন্যরা রকভিলে চলে যায়। যতোদূর জানি জন হান্টারের র‍্যাঞ্চে চাকরি নিয়েছে তারা। মোরাস আগে আমার এখানেই কাজ করত। এখন তো সে উইলিয়াম রাদারফোর্ডের উপদেষ্টা। ও, একটা কথা,' একটু থেমে বলল বেকার, 'তোমার খোঁজে রাদারফোর্ডের মেয়ে এসেছিল আমার কাছে। সত্যিকার

ভদ্রমহিলা। বাবার মতো গর্বে অন্ধ নয়। তোমার ব্যাপারে ওকে খুব আগ্রহান্বিত মনে হয়েছিল। আমাকে অনুরোধ করেছিল তোমার কোন খোঁজ পেলে যাতে তাকে জানাই।' হাসি ফুটল সম্পাদকের মুখে। 'তা, দেব নাকি ওকে তোমার খোঁজ?'

'অত কষ্ট করা কি ঠিক হবে আপনার?' আরক্ত মুখে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল বিল।

ওর লজ্জা দেখে হেসে উঠল ডেভিড বেকার। 'ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে কষ্ট না করলেও চলবে! ঠিক আছে, নতুন এই তথ্যের সুবাদে এক কাপ করে কফি হয়ে যাক।'

কফি শেষ করে প্রৌঢ়কে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো বিল, দেরি না করে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল।

নতুন পথে ফিরছে। ট্রেইলটার খোঁজ ডেভিড বেকারই দিয়েছে। শর্টকাট। অন্তত পনেরো মাইল দূরত্ব কমে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল ও, কাছে চলে আসছে। সতর্ক হয়ে উঠল। হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে।

একটা রিজের আড়াল থেকে বের হলো অশ্বারোহীরা। বিশালদেহী জেমস কুপারকে দূর থেকেও চিনতে পারল বিল। ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চের পুব-দক্ষিণে লোকটার র‍্যাঞ্চ। মোটামুটি বড় র‍্যাঞ্চই বলা যায়। সৎ লোক কুপার, কিন্তু বদমেজাজী। কাছে আসতে তার চেহারা দেখে বোঝা গেল বোম খেপা খেপে আছে এখন। ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বিলের সামনে থামল অশ্বারোহীরা। বিলও থেমেছে।

সরাসরি কাজের কথায় এলো কুপার। 'গতরাতে দুশো গরু চুরি গেছে আমাদের। ট্র্যাক ঠিকই পেয়েছিলাম। পিছু নিই। দলে

অনেকজন ছিল ওরা। গোলাগুলি শুরু করে দিল। এগোতে পারলাম না আর। জায়গাটা হোমস্টেডারদের ওদিকে। হারামজাদারা রাসলারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ওদের সাহায্য নিয়েই উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়গুলো পার হয়ে গরু নিয়ে নিউ মেক্সিকোতে চলে যাচ্ছে শালারা। এখন আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত হোমস্টেডার হারামজাদাদের খেদানো। ওই জঞ্জালগুলো থাকলে গরুচুরি কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।'

'ওদিকে নাও গিয়ে থাকতে পারে,' বলল বিল। 'হয়তো সবার চোখ এড়িয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। ওদিকটা তো তোমরা খুঁজে দেখোনি।'

'অসম্ভব!' দ্বিমত পোষণ করল কুপার গোমড়া মুখে। 'ওদিকের মরুভূমি পার হওয়া তো দূরের কথা, অর্ধেক পথ গেলেও পানির অভাবে মরবে গরু। একবার কিছু গরু উদ্ধারের জন্যে টুকুমকেরির ভেতর ঢুকেছিলাম। কানে ধরেছি আর যাব না। মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছিলাম সেবার। পানির নামগন্ধও নেই ওখানে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল বিল। 'অনেকেই বলে মরুভূমিটা পার হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বুড়োদের মুখে শোনা যায় আগে নাকি ইন্ডিয়ানরা ওদিক দিয়ে পার হতো। তারা পানির সন্ধান জানত।'

'স্রেফ মিথ্যে কথা,' তিক্ত শোনাল কুপারের কণ্ঠ। 'নিজের চোখে আমি দেখেছি পানি নেই ওখানে। সঙ্গে করে পানি নিয়ে যাবে তাও সম্ভব নয়। অতোগুলো গরুর জন্যে পানি নিতে হলে কয়েকটা ওয়্যাগন লাগবে।' মাথা নাড়ল সে। 'ওদিকে যায়নি রাসলাররা।' হাত নেড়ে বিলকে বিদায় জানাল সে, সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচাল। 'চলো!'

দেখতে দেখতে একটা রিজ ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল লোকগুলো।

ঘোড়া সামনে বাড়াল বিল, গভীর ভাবে চিন্তা করছে। মন থেকে মেনে নিতে পারছে না যে হোমস্টেডাররা দোষী, রাসলারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু তাহলে? গরুগুলো তো স্রেফ গায়েব হয়ে যেতে পারে না। অথচ ঘটছে ঠিক তাই। কোন চিহ্ন না রেখেই বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে রাসলাররা।

দুপুর নাগাদ ডব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ও। রেমন্ডের খোঁজ নিয়ে জানল অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, রক্ত ক্ষরণে কাহিল হয়ে পড়েছে। তবে জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার বলেছে ইনফেকশন না হলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাবে।

বিলকে দেখে হাসার চেষ্টা করল রেমন্ড। ফিসফিস করে বলল, 'বুড়ো ডাক্তার যাই বলুক, দেখো, ঠিক দু'দিন পরই ঘোড়ায় চড়তে পারব আমি।'

বিলের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'কিচ্ছু বুঝিনি। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম এখানে শুয়ে আছি। তবে শুনলাম কিভাবে তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ।' কৃতজ্ঞতায় চোখ ছলছল করে উঠল কঠোর লোকটার।

'আরে ও কিছু না,' বলল বিল। 'যা করতে হতো তাই শুধু করেছি আমি। অন্য যে-কেউ হলেও তাই করত।'

'তিন ঘণ্টা আমাকে কোলে তুলে রেখেছিলে,' দুর্বল স্বরে বলল রেমন্ড। 'আর কারও পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। আর ঝাঁকি খেলে রক্তক্ষরণে মারা যেতাম আমি। ডাক্তার বলেছে ক্ষতটা খারাপ নয়, কিন্তু রক্তক্ষরণে মারা যেতে পারতাম।'

'বাদ দাও তো,' কথাটা উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল বিল।

খাবারের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল লিনা। রাদারফোর্ডও আছে ওর পাশে। কিছুক্ষণ রেমন্ডের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে আলাপ করল ওরা। তারপর কাজের কথা পাড়ল সিনেটর। 'বিল, শহরে বিশ্রাম নিয়ে এসে ভাল করেছ। আপাতত রেমন্ডের কাজের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।'

বিল বলল না যে অ্যামারিয়োতে গিয়েছিল ও।

রেমন্ডের ঠোঁটে দুধের গ্লাস ধরে লিনা অনুযোগের সুরে বলল, 'বিল জেসনকে একটু দম নেবার ফুরসত দাও, বাবা! লোকটাকে কি তুমি খাটিয়ে মারতে চাও?' রেমন্ডের উদ্দেশে ধমকে উঠল এবার, 'কি ব্যাপার, গিলছ না যে! সুস্থ হয়ে কৃতার্থ করো আমাদের।' রেমন্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদেশ পালন করার পর ভ্রূ কুঁচকে দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল মেয়েটা।

বিলের মনে হলো বুকের ভেতর পাগলা নাচ জুড়েছে হৃৎপিণ্ড। যে আদর রেমন্ড পেল, তা যদি ও পেতে পারত! লিনা যদি ওর সঙ্গে অমন আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলত! যদি আবদার করত, অধিকার ফলাত! দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখল ও।

'খামোকা ওর মেজাজটা চড়িয়ে দিলে,' অভিযোগের সুরে রেমন্ডকে বলল রাদারফোর্ড, নিজে যে লিনাকে খানিকটা হলেও বিরক্ত করে তুলেছে সেটা বেমালুম চাপা দিতে চাইছে। মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। 'বুঝছি না কি হয়েছে, ক'দিন থেকে মারাত্মক খাপ্পা হয়ে আছে ও। একটুতেই ফোঁস করে উঠছে।' বিলের দিকে তাকাল। 'চলো, পাশের ঘরে যাই। কফি খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।'

পরবর্তী কয়েকটা দিন সাজ্ঞাতিক ব্যস্ততায় কাটাল বিল। পুরো র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব বুঝে নিতে হলো ওকে।

চারদিন পর সারাদিনের কাজ সেরে বিকেল বেলায় খিঁচড়ানো মেজাজ নিয়ে স্টেবলে গিয়ে ঢুকল ও, নিজের হাতে ঘোড়াটাকে দলাইমলাই করে চিনির দলা খাওয়াল, তারপর বেরিয়ে এলো আবার। কি করবে বুঝতে পারছে না। ভাল লাগছে না কিছুই। মনের ভেতর যেন প্রচণ্ড ঝড় বইছে। সবকিছু যদি ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে ফেলতে পারত!

স্টেবলে ঢোকার আগে রেমন্ডের ঘরে গিয়েছিল ও, দরজার কাছ থেকে ঝট করে সরে আসতে হয়েছে। ভেবেছিল রেমন্ডের সঙ্গে র‍্যাঞ্চের কিছু বিষয়ে আলাপ করবে। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দৃশ্যটা চোখে পড়ল ওর। মনে হলো অন্তরটা চিরে দিয়েছে কেউ।

বিছানায় শুয়ে আছে রেমন্ড। ওর কাধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লিনা রাদারফোর্ড। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আহত রেমন্ড। সান্ত্বনা দিয়ে বলছে: 'এতো অধৈর্য হচ্ছ কেন, লিনা। কোন চিন্তা কোরো না, আমি...'

আর শোনার ইচ্ছে অবশিষ্ট ছিল না বিলের। বুকের ভেতরটা যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। ছিটকে সরে আসে ও। নিজেকে সেই থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই। এ শুধু রেমন্ড আর লিনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভালবাসা পাওয়া তো সবার ভাগ্যে থাকে না, ভালবাসতে পারাই বা কম পাওয়া কিসে, বারবার করে কথাটা নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ও। রেমন্ড ভাগ্যবান। ওর সেই ভাগ্য নেই। নিয়তি। ঈশ্বর সবাইকে ভাগ্যবান করেন না। বারবার চোখ জ্বালা করে উঠছে। ধুলো পড়েছে, মিথ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে বিল। বুঝতে পারছে কিন্তু স্বীকার করবে না, কাঁদতে পারলে হয়তো বুকটা হালকা হতো। অবাক লাগছে ওর ভেবে, কখন অন্তরে লিনা রাদারফোর্ডকে ঠাঁই

দিয়ে বসেছিল ও!

কাজের মাঝে একেবারে ডুবে গিয়ে সব ব্যর্থতা আর না পাওয়ার বেদনা ভুলে থাকবে, শেষ পর্যন্ত স্থির করল ও।

এক সপ্তাহ পুরো হবার আগেই বিল জেসনকে ফোরম্যানের দায়িত্ব দিয়েছিল বলে আত্মসন্তুষ্টি বোধ করল রাদারফোর্ড।

কোন কাজই পড়ে থাকছে না, বরং আগামীর কাজও আগেই সেরে ফেলা হচ্ছে। বিলের সুযোগ্য নেতৃত্ব বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছে কাউবয়রা। বিলের সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ খাটছে তারাও। কেউ নতুন ফোরম্যানের চোখে অযোগ্য বা ছোট প্রমাণিত হতে রাজি নয়।

কাজের মাধ্যমে সবার শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছে বিল : গোটা রেঞ্জ চক্কর মারছে ওরা, গরু জড়ো করার প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলছে।

সেদিনের পর থেকে রাতে ঠিক মতো ঘুম আসে না বিলের। নিজের কাছ থেকে যেন পালাচ্ছে ও সবসময়। কাজ করতে করতে শরীরটাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যাতে মাথা আর কাজ করে না। তারপরও একটু অবসর পেলেই সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে ওর। বুকের ভেতরটা ফাঁকা লাগে। নিঃসীম শূন্যতা বড় বেশি কষ্ট দেয়। হাসে ও, কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কাঁদবে কেন? ও না পুরুষমানুষ?

অষ্টম দিন সকালে সবাইকে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে একা বেরিয়ে পড়ল বিল। পুবের রেঞ্জের দিকে চলেছে। ধীর ওর গতি। এক সময় হোমস্টেডটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল, আত্মমগ্ন। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ চিৎকারে ফিরে তাকাল ও। ছুটে আসছে জানোয়ারটা। তার পেছনে ছুটছে পিচ্চি মনিব। কাঁটাতারের

বেড়ার গা ঘেঁষে থেমে দাঁড়াল ও, নামল ঘোড়া থেকে।

কাঁটাতারের মাঝ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল পিচ্চি ছেলেটা। চেহারা ঝকমক করছে। হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, 'দেখেছ, বন্ধু? মা আমাকে নতুন জামা বানিয়ে দিয়েছে। একজন ব্যবসায়ী আমাদের গরু কিনেছে। এখন আমরা তিন বেলা খেতে পাবো!'

'দারুণ ব্যাপার,' আনন্দিত স্বরে বলল বিল।

ঘনঘন মাথা দুলিয়ে সায় দিল ছেলেটা। চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে চট করে ফিরে তাকাল। 'ওই যে, আম্মু আসছে।'

মিষ্টি চেহারার এক যুবতী মহিলা এগিয়ে এলো। ঠোঁটে তার মৃদু হাসি কিন্তু চোখ দুটো থেকে যেন বিষাদ ঝরছে।

হ্যাট খুলে বাউ করে সম্মান দেখাল বিল।

'আপনিই কি রকির সেই বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'জ্বী,' প্রসঙ্গ পাল্টাল বিল, 'রকির কাছে শুনলাম আপনি নাকি গরুর জন্যে ক্রেতা পেয়েছেন?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'হ্যাঁ। কিন্তু সে কেন রাজি হলো বুঝতে পারলাম না। এই একই লোক দু'সপ্তাহ আগে মুখের ওপর বলে দিয়েছিল গরু কিনবে না আমাদের কাছ থেকে, অসুবিধে আছে। অবাকই লাগছে। গরু নিতে যারা এসেছিল তাদের ঘোড়ায় দেখলাম ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চের ব্র্যান্ড।'

বিলের চেহারা একেবারেই নিস্পৃহ। শান্ত স্বরে বলল, 'হয়তো ডাব্লিউ আর থেকেই ঘোড়াগুলো কেনা হয়েছে।'

'কিন্তু ওদের আচরণ দেখে তা মনে হয়নি।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিলকে দেখল মহিলা। 'আমার ধারণা আমাদের এই সৌভাগ্যের পেছনে আপনার জোরাল ভূমিকা আছে।'

'না, ম্যাম,' আস্তে করে মাথা নাড়ল লাজুক বিল। 'আমি

ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চের সামান্য একজন কর্মচারী মাত্র।'

'আপনি যাই বলুন, আমি ঠিকই বুঝেছি,' নরম গলায় বলল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্না মহিলা। একটু দ্বিধায় ভুগল তারপর বলল, 'সিনেটর রাদারফোর্ড আমাদের মতো হোমস্টেডারদের সবসময় তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা করেছেন। তিনি আমাদের উৎখাত করতে চেয়েছেন। এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ আমাদের কাছ থেকে গরু না কেনে। তিনি যে হঠাৎ করে মত পরিবর্তন করবেন না তা আমি বুঝি।'

'আসলে কিন্তু মানুষ হিসেবে মন্দ লোক নন সিনেটর রাদারফোর্ড,' অন্তর থেকেই বলল বিল। 'হতে পারে তিনি ভুল পথে চলছেন। কিন্তু তা অন্যের প্ররোচনায়। আমার ধারণা তাঁকে সঠিক পথ দেখালে, পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললে ঠিকই বুঝবেন তিনি। আমার মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এদিকের দুঃসহ পরিবেশটা পাল্টে যাবে।' একটু থামল বিল, পকেট থেকে একটা মাউথ অর্গান বের করে পিচ্চির হাতে ধরিয়ে দিল। ওটা অ্যামারিয়ো থেকে কিনেছে ও। 'এটা তোমার, রকি, দোস্ত!' পিচ্চির চুলগুলোয় বিলি কেটে দিয়ে ওর মায়ের দিকে তাকাল বিল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মহিলা। ঘোড়ায় ওঠার জন্যে ও পা বাড়াতেই করুণ সুরে ডেকে উঠল কুকুরটা। হেসে ফেলল বিল, ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল।

'হউফ!' করে খুশির ডাক ছাড়ল রব।

ঘোড়ায় উঠে হাতে রাশ তুলে নিল বিল, মৃদু স্বরে বলল, 'আমি এবার আসি, ম্যাম। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'আবার আসবেন,' পেছন থেকে বলল কৃতজ্ঞ মহিলা।

'আসব, ম্যাম,' ঘোড়া ছুটিয়ে জানাল বিল। 'আসব আমার

দোস্তের সঙ্গে গল্প করতে।'

ছুটছে ওর ঘোড়া। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল বিল। যদি বড় র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে হোমস্টেডারদের সুসম্পর্ক থাকত তাহলে আজ বাবাকে হারিয়ে অসহায় বোধ করতে হতো না রকিকে। বাচ্চা একটা ছেলে এই বয়সেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে বাধ্য হলো দাম্ভিক কিছু মানুষের জন্যে। আর ওই মহিলা। ওর মা। বৈধব্যের কঠিন জীবন তাকেও যাপন করতে হতো না। ভ্রূ কুঁচকে উঠল বিলের। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, দুশ্রেণীর লোকের সম্পর্কের উন্নতি না ঘটলে রকির মতো আরও অনেক কচি ছেলেমেয়েকে অনাথ হতে হবে। আরও অনেক মহিলা তাদের স্বামী হারাবে। ঠেকানো সম্ভব এসব, যদি ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়।

কি ভাবে তা সম্ভব?

আপন মনে মাথা দোলাল ও। হয়তো সম্ভব। চাষবাস আর রেঞ্জে অবস্থান এখন বড় কোন ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে গরুচুরি। র‍্যাঞ্চাররা সন্দেহ করছে হোমস্টেডারদের। সেটা যে সঠিক সন্দেহ নয় সেটা প্রমাণ করতে হবে। তাহলে তাদের বোঝানো সম্ভব হবে যে সহাবস্থানের জন্যে টেক্সাস যথেষ্টরও বেশি বড়।

প্রমাণ করতে হলে জানতে হবে গরুগুলো যাচ্ছে কোথায়। র‍্যাঞ্চাররা মনে করছে যেহেতু টুকুমকেরি মরুভূমি পার হয়ে যাওয়া সম্ভব নয় সুতরাং হোমস্টেডাররা রাসলারদের সহায়তা করছে। এধারণা পাল্টাতে হলে জোরাল প্রমাণ লাগবে। কেন যেন বিলের মনে হচ্ছে, যতো রহস্য লুকিয়ে আছে ওই টুকুমকেরি মরুভূমিতে। অনেকের কাছেই শুনেছে গোপন একটা খাল আছে ওখানে। তা যদি থেকে থাকে আর খালে যদি পানি থাকে, তার

মানে ওই মরুভূমি গরু নিয়ে নিরাপদে সরে পড়ার সবচেয়ে সহজ পথ। সিদ্ধান্তে এলো বিল, আগে জানতে হবে সত্যিই ওখানে পানির কোন উৎস আছে কিনা। কাজটা সহজ হবে না, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেবারও কোন অর্থ নেই। তবে তার আগে কিছু তথ্য দরকার ওর। আন্দাজের ওপর ভর করে অতো বড় মরুভূমিতে অনুসন্ধান করতে যাওয়া খড়ের গাদায় সুই খোঁজার চেয়েও কঠিন হবে। জানতে হবে ঠিক কোন্ দিক দিয়ে মরুভূমিতে ঢুকলে পানির খোঁজ পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

সারাদিন রেঞ্জে কাটিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরল বিল।

ভাগ্যটা ভাল ওর। কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু তথ্য সত্যিই পেল ও। পেল স্রেফ ভাগ্যের জোরে।

নয়

সেদিন সকালে ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে বেড়াতে এলো লেজি জে-কে র‍্যাঞ্চের জেমস কুপার। বসানো হলো তাকে ডাইনিং রুমে। কফির ফাঁকে গত পরশু রাতে কিভাবে গরু চুরি গেছে তা জানাল সে। কোন মন্তব্য না করে গভীর মনোযোগে শুনল বিল। গরুর ট্র্যাক যতোক্ষণ পাওয়া গেছে জানল, তাতে ওর দৃঢ় ধারণা হলো টুক্‌কেরির দিকেই ওগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকশো

গরু কোন ট্র্যাক না রেখে গায়েব হয়ে যাবে তার এছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।

কথায় কথায় টুকুমকেরির কথা উঠল। গল্প করতে গিয়ে কুপার জানাল ওল্ড বাফেলো ট্রেইলটা হচ্ছে ওই মরুভূমিতে ঢোকার প্রধান পথ। তবে অত্যন্ত দুর্গম আর পানিশূন্য।

মনস্থির করে ফেলল বিল, ওখান থেকেই তদন্ত শুরু করবে ও। কুপারকে রাদারফোর্ডের আতিথেয়তায় ছেড়ে দিয়ে দেরি না করে বেরিয়ে এলো ও। ফোরম্যান হিসেবে যখন যেখানে খুশি যাওয়ার অধিকার আছে ওর, কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। সুযোগটা কাজে লাগাল ও, বুড়ো বাবুর্চির কাছ থেকে দু'দিনের শুকনো খাবার আর বাড়তি পানি সংগ্রহ করে পাঁচ মিনিট পরই রওনা হয়ে গেল টুকুমকেরির পথে।

মাঝদুপুরে মরুভূমির কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও, প্রবেশ করল বাফেলো ট্রেইলে। মাথার ওপর সূর্যটা যেন আগুন ঢালছে। দু'পাশে উঁচু খাড়া দেয়াল, মাঝখানে সমতল সরু একটা পথ। চওড়ায় বড়জোর একশো গজ হবে। কোন এক কালে এখান দিয়ে হয়তো বয়ে যেতো খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, অনেক আগেই মরে গেছে, এখন একেবারে শুকনো খটখটে। হাজার হাজার বাফেলোর খুরের আঘাতে আরও গভীর হয়েছে খাদটা। মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। পানি যদি না-ই থাকবে তাহলে এদিক দিয়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মেক্সিকোর দিকে যেত কি করে বাফেলোরা?

নিশ্চয়ই টুকুমকেরিতে পানি ছিল।

আজও কি আছে?

থাকার তো কথা। খুব বেশিদিন হয়নি এপথ ব্যবহার করত

ইন্ডিয়ানরা।

একঘণ্টা হলো বাফেলো ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে বিল, পৌঁছে গেল খাদের শেষ মাথায়। সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত রুপোলি রঙের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক টুকুমকেরি মরু।

ইন্ডিয়ানদের রাখা চিহ্ন খুঁজল বিল, অসীম ধৈর্য। পরম্পরা ধরে একই অভ্যেস বজায় রাখে ইন্ডিয়ানরা। পরবর্তী প্রজন্মের সুবিধের জন্যে নিশ্চয়ই পথ নির্দেশ রেখেছে। সেগুলো খুঁজে পেলে অনেক উপকার হবে ওর।

চারপাশে পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার। একেকটার একেক আকৃতি। ফুটবলের সমান থেকে শুরু করে দোতলা বাড়ির সমান বড় পাথরখণ্ডও আছে তার মধ্যে।

তীক্ষ্ণ নজরে চারপাশ পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল ও। ঘণ্টা দুই পর হতাশ হয়ে একটা পাথরের ছায়ায় বসে সিগারেট ধরাল। বুঝতে পারছে এতো সহজে হাল ছাড়লে চলবে না। ইন্ডিয়ানরা কখনোই চট করে চোখে পড়বে তেমন জায়গায় তাদের সঙ্কেত রাখে না।

সিগারেটটা শেষ করে আবার কাজে নেমে পড়ল ও। আসলে খোঁজার এতো জায়গা রয়েছে যে একজন লোকের কয়েক মাস লেগে যেতে পারে গোটা পাথুরে এলাকাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে।

তবে ভাগ্যের সহায়তা পেল ও। একটা মসৃণ বড় পাথরের গায়ে খুঁজে পেল বেশ চওড়া একটা ফাটল। একেবারে কাছে চলে না এলে দেখা যায় না। ওটার মাথার কাছে কার্নিশের মতো সামনে বেরিয়ে আছে পাথরটা। তলাটা ছায়াময়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ওখানে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবে চার পাঁচজন লোক। ফাটলের সামনে পড়ে থাকা একটা ছোট পাথরে কয়েকটা

আঁকিবুঁকি দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল ও। ফাটলে প্রবেশ করল। যা খুঁজতে এসেছিল তার কাছাকাছি কিছু যে পেয়ে যেতে পারে সেটা বুঝতে পারছে।

ভেতরটা গুহার মতো। একপাশের দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে একটা বাফেলোর হাড়। ওটাকে পরীক্ষা করে দেখল বিল। হাড়টা ব্যবহার করা হয়েছে খাতা হিসেবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে সঙ্কেত রেখে গেছে প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা। বেশ কিছু রং ব্যবহার করেছে তারা। এতোকাল পরও রংগুলো উজ্জ্বল। পাকা হাতে কিছু ছবিও আঁকা হয়েছে হাড়ের গায়ে।

এক পলক দেখলে অনভিজ্ঞ যে-কেউও বুঝবে ক্যাম্প করার জন্যে আদর্শ একটা জায়গার খোঁজ দেয়া হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে আগুনের ওপর একটা পাত্র। ওটা পানির প্রতীক চিহ্ন বহন করছে। আর আছে একটা গর্দভ। পিঠে বেশ মালপত্র। বুঝিয়ে দিচ্ছে যেতে হবে মরুভূমির ভেতর দিয়েই। দিক নির্দেশনাও করা হয়েছে কয়েকটা ল্যান্ডমার্ক এঁকে। স্পষ্ট বোঝা যায় পুবদিক দিয়ে মরু পাড়ির নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। পাশেই একটা তীর চিহ্ন, সামান্য বেঁকে গেছে উত্তর দিকে।

সন্তুষ্ট চিত্তে গুহা থেকে বের হলো ও। নির্দেশিত উত্তরদিকে চোখ বুলাল। বালির একটা সাগর যেন, তাপ ছড়াচ্ছে সূর্যের আলোর নিচে। খোদ একটা নরক। অনেক দূরে আবছা ভাবে দেখা যাচেছ দুটো পাহাড়। ওদুটোর চূড়োগুলো পাশাপাশি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সুউন্নত স্তনযুগল। মানচিত্রটা মনে মনে ঝালাই করে নিল বিল। তীর চিহ্নটা সোজাসুজি দক্ষিণ চূড়োর দিকে তাক করা ছিল।

বিশ্বস্ত ঘোড়াটার কাছে ফিরে এলো বিল। স্যাডলে চেপে ধীর

গতিতে এগোল পাহাড়গুলো লক্ষ্য করে। কপালকে ধন্যবাদ দিল, আজকে বাতাস নেই। বালি উড়ছে না বললেই চলে। তবে অতোটা নিশ্চিন্ত হওয়া ওর উচিত হয়নি। একটু পরই অসহ্য হয়ে উঠতে শুরু করল তাপ। মাথার ওপর সূর্য তো আগুন ঢালছেই, সেই সঙ্গে তাপ বিকিরণ করছে উত্তপ্ত বালি। চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াতে শুরু করল ওর। ঘেমে নেয়ে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

সঙ্গে যথেষ্ট পানি আছে, কিন্তু সতর্ক হয়ে উঠল বিল। মাঝে মাঝে শুধু হ্যাটে করে ঘোড়াটাকে পানি খেতে দিচ্ছে, ওটার নাক মুছিয়ে দিচ্ছে। হাতে সামান্য যে পানিটুকু লাগছে সেটা দিয়ে মুছছে নিজের চেহারা। বিড়বিড় করে বলল, 'ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় ছিল না। ওখানে পানি না পেলে ফেরা মুশকিল হবে।'

ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা, পেরিয়ে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল। সূর্যটা মাথার ওপর হেলে পড়েছে, কিন্তু তাপ বিলানোয় যেন কার্পণ্য নেই। আকাশটা লাল হতে শুরু করেছে। বালিতে তারই প্রতিচ্ছবি। এক সময় দিগন্তে মুখ লুকাল সূর্য। স্বস্তির শ্বাস ফেলল বিল। ভেসে আসতে শুরু করেছে তাজা শীতল মরু বায়ু।

একটু পরই ও বুঝল স্বস্তি বোধ করার কোন কারণ নেই। বাতাসের সঙ্গে ভাসছে বালির কণা। নাকে-মুখে ঢুকে যাচ্ছে। গলার ভেতরটায় শিরিস কাগজ ডলা হয়েছে বলে মনে হলো বিলের। ঘোড়াটার নাকে রুমাল বেঁধে দিল ও। টুকুমকেরির বালুময় বাতাস ডেভ ভ্যালির পরিবেশের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। বাতাস বাড়লে ধুলো ঝড় শুরু হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই খোলা জায়গায় স্রেফ দম আটকে মারা পড়বে ওরা।

অজান্তেই শিউরে উঠল বিল, কিন্তু চলা থামাল না। একসময়

দূরে একটা ধূসর রেখা দেখতে পেল। আস্তে আস্তে কাছে চলে এলো ওটা। চিনতে পারল ও, ইন্ডিয়ান চিত্রের সেই গিরি-দেয়াল।

ঘোড়ার গতি বাড়াল, দ্রুত ছুটছে, রাতের আগেই পৌঁছুতে চাইছে ওখানে। এদিকে ক্রমেই বাড়ছে বাতাসের বেগ। পাগলা ঘূর্ণি তুলে উড়তে শুরু করেছে বালি। ছোট ছোট ঢিবি তৈরি হচ্ছে, আবার ভেঙেও যাচ্ছে। বাতাসের বেগ আরও বাড়ছে। পথ চলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

পাহাড়সারি এখনও বেশ কয়েক মাইল দূরে। এখন অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওটাকে। নামছে আঁধার। নিজে থেকেই আরও জোরে ছুটতে শুরু করল ওর ঘোড়াটা, রাত নামার আগেই কোন একটা আশ্রয়ে পৌঁছুতে চাইছে। বাধা দিল না বিল। মন বলছে ধূলি-ঝড় আসতে যাচ্ছে। তার আগেই নিরাপদ কোথাও পৌঁছানো দরকার।

আধঘন্টা পর পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গের সামনে হাজির হলো ঘোড়াটা। ভাব দেখে মনে হলো ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছুক। বাধা দিল না বিল। রাশে সামান্য ঝাঁকি দিয়ে সম্মতি জানাল। সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকল ঘোড়াটা। ভেতরে আবছা আঁধার, ক্রমেই মিশে গেছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে। সুড়ঙ্গের মেঝেতে পড়ে আছে অসংখ্য পশুর হাড়গোড়। সেগুলোর বেশিরভাগই গরুর কঙ্কাল। করোটির ফুটো দিয়ে মরু-বাতাস ঢুকছে, হিসহিস আওয়াজ হচ্ছে তাতে। গা শিউরে উঠতে চায়। এ যেন একটা নির্জন ভুতুড়ে গোরস্তান!

সুড়ঙ্গের দেয়ালে লেগে আছে ছোট ছোট শামুক, শুগলি। ঘোড়া সামনে বাড়াল বিল। অনেকটা দূরে আবছা আলোর রেখা চোখে পড়ল। ওপর দিকে উঠছে সুড়ঙ্গের মেঝে। এক সময় শেষ

হলো সুড়ঙ্গ, সামনে দেখা দিল আকাশছোঁয়া গিরি-দেয়াল। ওটা আরও আধ মাইল দূরে।

ওখানে পৌঁছুতে বিল নিশ্চিত হলো যে ইন্ডিয়ানরা ভুল তথ্য দেয়নি। চমৎকার একটা আশ্রয় এই জায়গাটা। মাথার ওপর কার্নিশের মতো সামনে বেড়ে আছে ছাদ। তিনদিক থেকে জায়গাটা ঘেরা। বাকি একটা দিকে আধ মাইল দূরে রয়েছে পাহাড়সারি। সমস্ত দিক থেকেই ধূলিময় বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

একটু পরই দিনের শেষ আলোটুকুও মুছে গেল। একসময় আকাশে চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল চারদিক। অপূর্ব অপার্থিব একটা অসাধারণ দৃশ্য। চিকচিক করছে মরুভূমির বালি, যেন মুঠো মুঠো রুপো ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। বাতাস থেমে গেছে বেশ আগেই। বিল বুঝতে পারছে চলাচলের জন্যে রাতের এই মনোরম পরিবেশটাকেই কাজে লাগাতে হবে।

গিরি-দেয়ালের ধার ধরে রওনা হলো ও চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয়। অনেকদূর রাইড করল। হতাশ হতে হলো ওকে। দেয়ালের গায়ে সামান্য একটা ফাটল পর্যন্ত নেই। পানির চিহ্ন নেই কোথাও। কিছুক্ষণ ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিল ও, তারপর উল্টোদিকটা পরীক্ষা করে দেখতে রওনা হলো আবার। কিছুক্ষণ পর সামনে একটা টিলামতো পড়ল। ওটার আশেপাশে খুঁজল বিল, চুড়োয় উঠে দেখল-নেই পানির কোন উৎস। মনে মনে শঙ্কিত বোধ করল ও। সঙ্গে পানি যা ছিল তা ফুরিয়ে এসেছে। আগামী দিনটা মনে হবে দোজখ। শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরতে পারবে কিনা সেটা নির্ভর করবে ঘোড়াটা টিকে থাকতে পারবে কিনা তার ওপর।

টিলার গোড়া ধরে আরও সামনে বেড়ে ওটাকে পেছনে ফেলল ও। গভীর মনোযোগে জমির দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ধক করে উঠল ওর বুক। জমিতে অনেকগুলো খুরের চিহ্ন! এছাড়াও আছে ভিন্ন কিছু দাগ।

নিচে নেমে ছাপগুলো পরীক্ষা করে দেখল। বড়জোর তিনদিন আগের ছাপ ওগুলো। কিছু গরু এখানে শুয়ে বিশ্রামও নিয়েছে। আশায় দুলে উঠল ওর মন। তাহলে কি গরুচুরি রহস্যের কিনারা হতে যাচ্ছে? কিন্তু তার চেয়েও আপাতত যেটা বড় কথা সেটা হলোঃ আশেপাশে পানি আছে কোথাও। পানি না থাকলে এই ভয়াবহ নিষ্ঠুর মরুতে কোন জন্তুই টিকবে না। কুপারের কথা মনে পড়ল ওর। এতোগুলো গরুর জন্যে পানি সঙ্গে আনতে হলে কয়েকটা ওয়্যাগনে করে আনতে হবে। তা সম্ভব নয়, বাস্তবসম্মতও নয়।

চওড়া হাসি দেখা দিল বিলের ঠোঁটে। রহস্যের কিনারা করা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

দশ

খুরের দাগ অনুসরণ করল বিল। বেশ কিছুটা এগোতে হলো ওকে গিরি-দেয়ালের গা ঘেঁষে। একটা সময় ভেতর দিকে চেপে গেল

দেয়াল। দূর থেকেও কুলকুল একটা আওয়াজ কানে এলো ওর। আওয়াজটা লক্ষ্য করে এগোল ও।

দেয়ালের গা বেয়ে নামছে পানির একটা সরু ধারা, জড়ো হচ্ছে গামলা আকৃতির একটা ছোট পুকুরের ভেতর। চারপাশে জন্মেছে ঘাস। ঘোড়াটার চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। টলটল করছে পরিষ্কার পানি। হাত চুবাল বিল। ঠাণ্ডা সুশীতল অনুভূতি হলো। প্রাণ ভরে গলা ভেজাল ও। ঘোড়াটাকেও তৃষ্ণা মেটাতে দিল। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছে বিল। ঘোড়াটারও অনেক পরিশ্রম হয়েছে। স্যাডল খুলে ওটাকে দলাইমলাই করল ও, তারপর ছেড়ে দিয়ে পুকুরের পাড়ে শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

পানির অভাবে মারা যাচ্ছে এমন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল ওর। গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখ মেলে দেখল ভোর হয়নি এখনও। আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো। শীতল বাতাসে গা জুড়িয়ে গেল। পানির তৃষ্ণা মেটানোর পর প্রথমেই রাসলিঙের চিন্তা মাথায় এলো ওর। এই ছোট পুকুর অতো গরুর পানির চাহিদা মেটাতে পারবে না। তার মানে পানির এই উৎসটার কথা বলেনি ইন্ডিয়ানরা। আর তাছাড়া মরুভূমি পাড়ি দিতে আরও অনেক পথ যেতে হবে। পার হতে হলে মাঝখানে কোথাও পানির অস্তিত্ব থাকতে হবে। আসলে সেটাই খুঁজে বের করা দরকার।

ঘোড়া ধরে স্যাডল চাপাল ও, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল আবার। এক সময় নিচু হয়ে গেল দেয়াল। ঢালু একটা পাথুরে পথ পেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল বিল, পার হলো দেয়ালটা। ওপারে আবার শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। মাঝ-সকাল পর্যন্ত পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে যতোদূর সম্ভব খুঁজে দেখল ও। পানির কোন চিহ্নও নেই কোথাও। হতাশ

হয়ে উত্তর দিকে চলল।

ধু-ধু মরু। বালির রাজ্য। চারপাশে নিঃসীম নীরবতা। পরিষ্কার নীল আকাশে একটা পাখিও উড়ছে না। মেঘ নেই। গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে সূর্যটা, মনে হয় যেন আগুন ঢালছে।

দুপুরের আগে ক্লান্ত হয়ে বিরাট একটা চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা টিবির আড়ালে সামান্য ছায়ায় ঘোড়া থেকে নেমে বসল ও বিশ্রাম নিতে। হতাশ লাগছে। একবার পশ্চিম দিকে তাকিয়ে নিউ মেক্সিকোর দূরত্বটা চিন্তা করে দেখল। হতাশার পরিমাণ বাড়ল আরও। পানি না থাকলে একা একজন ঘোড়সওয়ারের পক্ষেও মরুভূমি পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়, মাঝপথেই মারা পড়বে; একদল গরু নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা।

পুব আর পশ্চিম–এ দু'দিকে জনবসতি আছে। কোনটারই দূরত্ব কোনটার চেয়ে কম নয়। বাকি দু'দিকে মরুভূমি এতোই বিস্তৃত যে সুস্থ বুদ্ধির কেউ পার হবার স্বপ্নও দেখবে না।

পশ্চিম দিগন্ত থেকে চোখ সরাতে গিয়েও থমকে গেল বিল। আকাশের গায়ে ছোট ছোট কিছু বিন্দু দেখতে পেয়েছে ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। বিন্দুগুলো বড় হচ্ছে। একটু পর বোঝা গেল ওগুলো এক ঝাঁক পাখি। পুবদিকে এগোচ্ছে ওগুলো। তারপর এক সময় বাঁক নিল; এগিয়ে এলো ও যেদিকে আছে সেদিকে। ওর ঠিক মাথার ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল পাখিগুলো। ফিরে এলো আবার। বিরাট টিবির ওপরের আকাশে কয়েকটা চক্কর মারল, তারপর হঠাৎ কোথায় যেন নেমে গেল, আড়াল হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে।

ভ্রূ কুঁচকে গেল বিলের। পাখিগুলোর আচরণ স্বাভাবিক নয়। মরুর বুকে কোথায় নামবে? কেন? খাবারের খোঁজ পেয়েছে

কোন?

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, ওগুলোর দেখা নেই। কোন আওয়াজও আসছে না। পাথুরে বালিময় এই টিবিকে ঘিরে ওগুলো চক্কর মারছিল কেন? টিবির মাথায় নেমেছে? তাহলে তো দুয়েকটাকে অন্তত দেখতে পাবার কথা। অপেক্ষা করল বিল, দেখতে চায় কি ঘটে।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ওকে, তারপর দেখতে পেল পাখিগুলোকে। চ্যাঁ-চ্যাঁ আওয়াজ ছেড়ে আকাশে উদয় হলো ওরা, টিবিটাকে ঘিরে আবার চক্কর দিল দু'বার, তারপর পুবদিকে উড়ে গেল।

হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল বিলের মনে। বুড়োদের মুখে একরকম পানির উৎসের কথা শুনেছে ও। সেরকম কিছু কি টুকুমকেরিতে আছে? সেজন্যেই কি পাখিগুলো এসেছিল, তৃষ্ণা মেটাতে?

দেরি না করে ঢাল বেয়ে টিবিতে উঠতে শুরু করল ও। মনিবের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে অনুসরণ করল ঘোড়াটা। ঢাল কোথাও কোথাও বেশ খাড়া। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। বালিতে পিছলে যেতে চায় পা। গরমে বুকের ভেতরটা হাঁসফাঁস করছে। কিন্তু গ্রাহ্য করল না বিল।

যতোটা ভেবেছিল তার চেয়ে টিবির আকৃতি অনেক বড়। ওটার মাথায় ওঠার পর দেখল ক্রমেই নিচু হয়ে গেছে টিবির পাথুরে ঢাল। মাঝখানটার আকৃতিটা ঠিক যেন শুকনো একটা গভীর দিঘির মতো। তলাটা বালুময়, সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে।

ধীর পায়ে ঢাল বেয়ে নামল বিল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর

ঠোঁটে। শুকনো বালির মেঝেতে অসংখ্য খুরের ছাপ! দিঘির কিনারায় যেখানে সূর্য সর্বক্ষণ তাপ ছড়ায় না সেসব জায়গায় সবুজের আভাস! জন্মেছে লতা-পাতা আর ঝোপ!

এগিয়ে গেল বিল। কিছু লতা-গাছে ছোট-ছোট গোল-গোল ফল ধরেছে। ওগুলোর বেশ কিছু খোসা পড়ে আছে বালিতে। খোসা ছাড়ানো হয়েছে ফলগুলোর। পাখিদের খাদ্য। কিন্তু খোসাগুলোর কোন কোনটাতে এখনও লেগে আছে পানির বিন্দু!

স্বস্তির শ্বাস ফেলল বিল। বুঝতে পারছে ওর ধারণা মিথ্যে নয়। বুড়োদের বলা সেই কিংবদন্তীর পানির উৎসের কাছাকাছি চলে এসেছে ও।

আগেও একবার এধরনের পানির উৎসের দেখা পেয়েছে ও। অনেকদিন আগের কথা সেটা। সেবার অ্যারিজোনার একটা দুর্গম অঞ্চলে ক্যাটলড্রাইভ করছিল ওরা কয়েকজন। আশেপাশে পানির কোন চিহ্ন ছিল না। তিরিশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে পথ চলেও পানির কোন আভাস ওদের চোখে পড়েনি। বিলের মতো তরুণ কাউবয়রা ধরে নিয়েছিল যে তৃষ্ণায় মরতে হবে। ওদের আশঙ্কা শুনে বয়স্ক কাউবয়রা হেসেছিল শুধু, বলেনি কেন হাসছে।

তারপর বিরাট একটা শুকনো নদীর পাড়ে এসে উপস্থিত হলো ওরা। ঢালু পাড় বেয়ে গরুগুলোকে নিচে নামানোর নির্দেশ দিল বয়স্ক কাউবয়রা। ওরা নির্দেশ পালন করল। তারপর অবাক হয়ে গেল গরুগুলোর কাণ্ডে। ওগুলোর ভাব দেখে মনে হলো যেন পানির কাছে চলে গেছে।

ট্রেইল বসের নির্দেশে এক দল গরুকে শুকনো বালির বুকে পায়চারি করাতে শুরু করল ওরা। গরুর ওজনে নিচের দিকে ডেবে গেল বালি। বেশ বড় একটা খাদ মতো তৈরি হলো।

কিছুক্ষণ পর গরু সরিয়ে নেয়া হলো। তারপর অপেক্ষার পালা। এক সময় ভিজে উঠল খাদের বালি, তারপর তলায় জমে থাকা পানি উঠে আসতে শুরু করল। আধঘণ্টার মধ্যেই সুপেয় পানিতে ভরে গেল তিনফুট গভীর খাদ।

চব্বিশ ঘণ্টা ছিল সেই পানি। তারপর আগের মতোই শুকিয়ে গেল, চলে গেল আপাত দৃষ্টিতে শুকনো খটখটে বালির বুকে, পানির কোন চিহ্নই রইল না আর।

ওর ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এখানের ঘটনাও ঠিক ওরকম।

ঘোড়ার রাশ ধরে দিঘির মেঝেতে নামল বিল, ওটাকে রাশ ধরে হাঁটাতে শুরু করল। বারবার আগুপিছু করছে দশফুটের মধ্যে। পরবর্তী আধঘণ্টা একনাগাড়ে কাজটা করল ওরা। তারপর উঠতে শুরু করল পানি। দ্রুত ভরে উঠল ঘোড়ার ওজনে তৈরি হওয়া দেবে যাওয়া বালির খাদ। ভূগর্ভস্থ পানি। অত্যন্ত স্বচ্ছ। টলটলে।

খাদের পাড়ে বসল বিল, আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, গরু বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার রহস্যটা এখন পরিষ্কার। এবার বড় র‍্যাঞ্চার আর ছোট র‍্যাঞ্চার এবং হোমস্টেডারদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। গরু চুরিও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কোন পথে রাসলাররা গরু চুরি করে নিয়ে যায় সেটা যে ও জেনে গেছে তা এখনই প্রকাশ করা চলবে না। সতর্ক হয়ে যাবে অপরাধীর দল, ধরা যাবে না সহজে। অন্তত আরেকবার গরু চুরি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তারপর সবাইকে জানিয়ে চোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তখন সামনাসামনি হওয়া যাবে রাসলারদের।

সিদ্ধান্ত নিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বিল, প্রাণ ভরে মিষ্টি পানিতে তৃষ্ণা মেটাল, তারপর সঙ্গে আনা সামান্য খড় দিয়ে ছোট করে আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করতে বসল। কফি শেষ করে কুকের দেয়া বিস্কুট আর ঝলসানো মাংস দিয়ে খিদের দৈত্যকে লড়াইতে হারাল। এদিকে ছাড়া পেয়ে বালিতে জন্মানো ঝোপঝাড় আর লতা-পাতা আরাম করে চিবুচ্ছে ওর ঘোড়াটা।

দুপুর গড়িয়ে এলো, আকাশ রক্তলাল করে হাজির হলো বিকেল। সূর্যটা গর্তের চেয়ে নিচে নেমে গেছে। ছায়া নেমেছে আপাত শুকনো দিঘিতে। ধারগুলোতে আঁধার ক্রমেই আরও ঘন হচ্ছে।

রওনা হতে গিয়েও থামতে হলো বিলকে। কানে এসেছে খুরের আওয়াজ। ক্রমেই কাছে চলে আসছে। ঠিক যেন এদিকেই আসছে! বেশ কয়েকটা জানোয়ার।

ঘন ছায়ায় ঘোড়াটা নিয়ে সরে গেল বিল, ওর তৈরি খাদ থেকে বেশ দূরে। কালো ঘোড়াটার আড়ালে দাঁড়াল। আশা করছে কেউ চট করে ওদের দেখতে পাবে না এই আবছা আলোয়।

দু'জন অশ্বারোহী দেখা দিল টিবির ওপর। ঢাল বেয়ে নেমে আসতে শুরু করল তারা। একেবারে নিশ্চিন্ত বোধ করছে, কারণ আর কেউ আছে কিনা সেটা দেখারও প্রয়োজন মনে করেনি।

বিলের পনেরো গজের ভেতর চলে এলো তারা। এতোক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিল বিল, এবার বিরাট গর্তের ভেতর প্রতিধ্বনিত হলো ওর গমগমে কণ্ঠ।

ঘোড়া থামিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

হতভম্ব হয়ে গেল লোক দু'জন, ভাবতেও পারেনি শুকনো দিঘির ভেতর অন্য কেউ থাকতে পারে। কি করবে চট করে বুঝে

উঠতে পারল না।

'অস্ত্র ফেলে দাও,' আবার আদেশ করল বিল। 'অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াবে। পানির জন্যে চিন্তা কোরো না, পানি আমি আগেই তুলে রেখেছি তোমাদের জন্যে।'

বিপদ! টের পেতে দেরি হলো না লোকগুলোর। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেন গোপন নীরব সমঝোতা করল। অলস ভঙ্গিতে হাত বাড়াল অস্ত্রের দিকে। যেন বের করে ফেলে দেয়াই উদ্দেশ্য। মানতে যাচ্ছে বিলের আদেশ। হোলস্টারের কাছে হাত যাওয়ার পর আবার পরস্পরের দিকে একবার তাকাল তারা, পরক্ষণেই দু'জন একসঙ্গে ছোবল মারল অস্ত্রের বাঁটে।

বিল আগেই জানত লোকগুলো সহজে হার মানবে না। লোকগুলোর হাত অস্ত্রের দিকে নামতে শুরু করতেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল ও ড্র করল বিল পরক্ষণেই আগুন আর ধোঁয়া ছিটাল সিক্সগান দুটো। নল থেকে বুলেট বের হয়ে যাওয়ায় হাত ঝাঁকি খেল ওর। শুকনো দিঘি বিরাট হলেও বিস্ফোরণের আওয়াজটা অত্যন্ত জোরাল শোনাল। ঢালগুলোয় বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি উঠল।

ধপাধপ আতঙ্কিত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ল লোক দু'জন নড়ল না আর। দু'জনই হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়েছে। জানে লক্ষ্য ভেদ করতে পেরেছে, তবুও সাবধানের মার নেই ভেবে অস্ত্র খাপে পুরল না বিল, দেহ দুটো পরীক্ষা করে দেখল, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হোলস্টারে রাখল।

অস্বস্তি ভরে বালিতে পা ঠুকছে দুই বদমাশের ঘোড়া দুটো। দুটোরই স্যাডল ব্যাগ ফুলে আছে। টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে ভেতর

থেকে।

ঘোড়া দুটো ধরল ও, স্যাডল ব্যাগ নামিয়ে উপুড় করল বালির মেঝেতে। টুকটাক নানা জিনিস বের হলো। কিন্তু ওর নজর কেড়ে নিল স্বর্ণমুদ্রার স্তূপটা। ব্যাগ উপুড় করতেই ঝরে পড়েছে কয়েনগুলো।

কার টাকা সেটা জানা আছে বিলের। র‍্যাঞ্চার কুপারের গরু চুরির পর বিক্রি করা হয়েছে, সেই টাকা এগুলো। দেরিতে ফিরছিল লোকগুলো। দুপুরে মরুর বুকে পাড়ি দিচ্ছিল। তা স্বাভাবিক নয়। বোধহয় নিউ মেক্সিকোতে চোরাই গরুর খদ্দের পেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাগের ভেতর মুদ্রাগুলো ভরে রাখল বিল, ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিল, তারপর লাশগুলো তুলল ওদের পিঠে। স্যাডলে ভাল করে বেঁধে নিয়ে দস্যুদের ঘোড়া টো করে এগোল ও। টিবিতে ওঠা যতো কষ্টকর মনে হয়েছিল নামাটা সে তুলনায় অনেক সহজ হলো। ঘোড়ার পিঠে চড়েই নামতে পারল ও। কঠিন পরিশ্রমের জন্যে মনটাকে তৈরি করে নিল।

পরদিন ভোর হবার আগেই শহরে পৌঁছে গেল ও। আস্তাবলের মালিক কৌতূহলী কিন্তু প্রশ্ন করতে অনিচ্ছুক। তার কাছে দস্যুদের আর নিজের ঘোড়া রেখে যে স্যাডল ব্যাগটায় স্বর্ণমুদ্রা রেখেছে সেটা নিয়ে শেরিফের অফিসে ঢুকল। মোরগ তখনও ডাকতে শুরু করেনি।

অফিসেই আছে শেরিফ। টেবিলের ওপর দু'পা তুলে দিয়েছে। হ্যাটটা মুখের ওপর রাখা। মৃদু মৃদু নাক ডাকছে। দরজা খোলার আওয়াজে জেগে গেল। হ্যাট সরাল না নাকের ওপর থেকে, ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে, ডালটন?'

'না। আমি বিল জেসন।' ঝনঝন আওয়াজ উঠল বিল টেবিলের ওপর ব্যাগটা খালি করায়।

হ্যাট সরিয়ে তাকাল শেরিফ। চোখ বড় বড় করে একবার স্বর্ণমুদ্রা আরেকবার বিলকে দেখল। 'ব্যাপার কি! ডাকাতি করে এলে নাকি?'

'কুপারের চোরাই গরু বিক্রির টাকা,' জানাল বিল। 'রাসলারগুলো ঠকেছে, তবে চোরাই মালের জন্যে এর বেশি ওরা আশা করবে কি করে! যা ফেরত পাওয়া গেছে তা-ই কুপারের লাভ।'

সিধে হয়ে বসল শেরিফ। চোখ দুটো বলছে ঘটনা জানতে চায়।

সংক্ষেপে খুলে বলল বিল। কথা শেষ করে অনুরোধ করল এব্যাপারে আপাতত শেরিফ যেন কারও কাছে কিছু না বলে।

'লাশগুলোর কথা কি বলব?' ভ্রূ কুঁচকাল শেরিফ।

'বলতে পারো তোমরা কুপারের গরুচোরদের ধরেছিলে।'

'কোথায়?'

'রেঞ্জের মাঝখানে। সন্দেহ করে চ্যালেঞ্জ করায় ওরা অস্ত্র বের করতে চেষ্টা করে। মরার আগে একজন স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছে যে তারা রাসলার।'

'ঠিক আছে,' নিশ্চিন্ত দেখাল শেরিফকে। আস্তে করে মাথা দোলাল সন্তুষ্ট চিত্তে। 'নিশ্চিন্ত থাকো, কেউ জানবে না তুমি কি জেনে এসেছ।' একটু থামল সে, তারপর ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পারছি তুমি ফাঁদ পেতে পালের গোদাটাকে ধরতে চাইছ। জানতে পারি কাকে সন্দেহ করছ তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল। 'এখনই কিছু বলতে চাই না। নিশ্চিত নই

আমি। সবই এখনও স্রেফ অনুমান।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল শেরিফ, তারপর মৃদু হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে, নিচু স্বরে বলল, 'জিম ম্যাকেনলির লোকদের কারবারই আলাদা।' একটু থেমে বলল, 'ও, একটা কথা, ইন্ডিপেন্ডেন্টের এডিটর ডেভিড বেকার এসেছিল গতকাল।'

'তাই? আমার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস্ করেছে?'

'না, তা করেনি।'

'চলি তাহলে।' দরজার দিকে পা বাড়াল বিল। 'ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে হয়তো আমাকে এতোক্ষণে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে।'

শেরিফের অফিস থেকে বের হয়ে দেরি করল না ও, আস্তাবল থেকে নিজের ঘোড়াটা সংগ্রহ করে ডাব্লিউ আর-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

সবাই টের পেয়েছে বিলের অনুপস্থিতি, কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করল না। হয়তো ধরে নিয়েছে মৌজ মারতে কোথাও গিয়েছিল।

সবার আচরণ স্বাভাবিক, শুধু লিনা ছাড়া। বিলকে দেখেই ধনুকের মতো ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল মেয়েটার।

'কি ব্যাপার! নিশ্চয়ই আবার কোন ঝামেলায় জড়িয়েছ?'

'না,' এড়িয়ে যেতে চাইল বিল, 'বলার মতো তেমন কিছু না।'

'নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে,' ভ্রূর কুঞ্চন আরও বাড়ল লিনার। 'বলতে চাইছ না।' একেবারে বিলের সামনে এসে দাঁড়াল। চেহারায় মরিয়া একটা ভাব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিলের চোখের দিকে তাকাল। পলক ফেলছে না। নিচু স্বরে বলল, 'একটা কথার জবাব আজ তোমাকে দিতেই হবে, বিল জেসন। আমাকে তুমি চিনতে পারোনি?'

অস্বস্তি বোধ করে বিল জিজ্ঞেস করল, 'রেমন্ডের কি অবস্থা?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'কি জবাব আশা করো তুমি?' তিক্ত শোনাল বিলের কণ্ঠ। মনে পড়ে গেছে রেমন্ডের কাঁধে মাথা রেখে কিভাবে ফুলে ফুলে কাঁদছিল লিনা। রেমন্ড সান্ত্বনা দিচ্ছিল, আশা দিচ্ছিল।

অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল লিনা, 'নিজেকে আড়াল করে রাখছ কেন? কেনই বা এখানে এসেছ?'

'আড়াল করে রাখছি?' দ্বিধা ফুটল বিলের চেহারায়, মেয়েটা কি বলতে চায়?

'নিশ্চয়ই,' জোর দিয়ে বলল লিনা। 'আমাকে তুমি বাঁচিয়েছিলে। মনে পড়ে? সেই যে স্টেজ ডাকাতির সময়। তারপর তোমাকে অনেক খুঁজেছি। কোন খবরই বের করতে পারিনি।'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের পাগলা নৃত্য অনুভব করল বিল। মুখ ফুটে বলতে চাইল, আমি তোমাকে ভালবাসি, লিনা। তুমিও কি...

'আমি এসেছি কারণ তোমার বাবা আমাকে চাকরি দিয়েছেন,' নিরাসক্ত গলায় জানাল বিল।

'আর কোন কারণ নেই?' হতাশ শোনাল লিনার কণ্ঠ।

'আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'ও!' ঠোঁটে চেপে বসল লিনার ঠোঁট। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। 'কালকে মিস্টার ডেভিড বেকার এসেছিলেন,' কোনমতে বলল ও। 'তাঁর কাছে কিছু কথা শুনে ভেবেছিলাম...সে যাই হোক!' ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। দরজার কাছ থেকে ওর ফুঁপিয়ে ওঠার আওয়াজ পেল বিল, খারাপ লাগল না

ওর। লিনা ফিরে তাকালে দেখতে পেত বিলের ঠোঁটে মৃদু হাসি। তবে এখনই এগোবে না ও।

কাপড় বদলে রেমন্ডকে দেখতে গেল বিল। ওকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলো রেমন্ড। সেরে উঠছে দ্রুত। উঠে বসল বিছানায়। 'তারপর? ছিলে কোথায়? বন্ধুমানুষকে একটু দেখতে আসতেও পারো না?'

'কি অবস্থা?' বিছানার পাশে বসল বিল।

'আছি সুখে। রাজার হালেই বলতে পারো। তুমি তো আমাকে জানে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলে। তারপর থেকে চব্বিশ ঘণ্টা লিনা রাদারফোর্ডের সেবা উপভোগ করছি। ভাবছি মাঝে মাঝে নিজের গায়ে নিজে গুলি করে আহত হয়ে পড়লে কেমন হয়!'

হাসল বিল। 'তাতো বুঝলাম। কিন্তু বিছানা ছাড়তে হবে এবার তোমাকে। তোমার দায়িত্বের বোঝা আমি আর কতোদিন বয়ে বেড়াব!'

আন্তরিক হাসল রেমন্ড। 'বসের কাছে শুনলাম সব কাজ নাকি এগিয়ে নিয়েছ তুমি? আমার আর দরকার কি?' গম্ভীর হলো ওর চেহারা। ষাঁড়ের মতো লোক সে, কিন্তু এই মুহূর্তে চোখ ছলছল করছে। 'বিল জেসন, শরীরের সমস্ত রক্ত দিয়েও তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।'

'হয়েছে থাক,' মুখ গোমড়া করল বিব্রত বিল। 'আমাকে রক্ত দিয়ে মরে গেলে লিনা রাদারফোর্ডের কি হবে?'

'কি যে বলো!' লজ্জিত হাসল রেমন্ড। 'ওই মেয়েকে কল্পনা করতেও ভয় হয়। ও তো মানবী নয়, দেবী। যার ঘরে যাবে তার সাত পুরুষের ভাগ্য।' বিলের চোখে তাকাল রেমন্ড, গোপনে ষড়যন্ত্র করছে এমন সুরে নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু ওর হৃদয়

আরেক জায়গায় বাঁধা।'

চুপ করে আছে বিল, চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

রেমন্ড বলে উঠল, 'ক'দিন আগে কি কাণ্ড করেছে জানো? ওর মতো শক্ত মেয়ে...সেদিন বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেলল! যাকে ভালবাসে সে নাকি ওকে চিনেও না চেনার মতো আচরণ করছে। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,"এতো অধৈর্য হচ্ছ কেন, লিনা। কোন চিন্তা কোরো না, আমি দেখছি ও কি করে তোমাকে না চিনে থাকে। দাও, ওর নামধাম দাও, ল্যাসো দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসব আমি।"' স্মিত হাসি রেমন্ডের ঠোঁটে। 'অনেক চাপাচাপির পর কি বলল জানো? অর্বাচীন, বদমাশ, বেখেয়াল, বেয়াক্কেলে, বোকা লোকটার নাম নাকি বিল জেসন!' বিলের হাতটা আস্তে করে ধরল রেমন্ড। অনুরোধের সুর ওর কণ্ঠে। 'ওকে কষ্ট দিয়ো না, বিল। খুব সরল একটা মেয়ে। সেজন্যেই সবার সঙ্গে খোলাখুলি মেশে। আর তাই ওকে ভুল বোঝে সবাই। এমনকি একসময় আমিও ওকে ভুল বুঝেছিলাম।'

রেমন্ডের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে উঠে পড়ল বিল, মৃদু স্বরে বলল, 'তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, বুড়ো ষাঁড়। আমি কিন্তু বেশিদিন আর এখানে থাকছি না।'

হতভম্ব দেখাল রেমন্ডকে। 'তাহলে লিনা...'

'ওকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাব,' ফোরম্যানের ঘর থেকে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এলো বিল। অন্তরে প্রশান্তির সুবাতাস বইছে ওর।

*

বিকেলে এসে হাজির হলো জন হান্টার। এসে দেখল রাদারফোর্ড বিলের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত। র‍্যাঞ্চারের অফিসে বিলকে দেখে

অপছন্দের একটা স্রোত বয়ে গেল তার ভেতর, অজান্তেই কুঁচকে উঠল ভ্রূ জোড়া। বিলের কাছ থেকে চেয়ারটা খানিক সরিয়ে নিয়ে বসল।

আগন্তুকের চোখ দেখে প্রশ্নটা আন্দাজ করে নিল সিনেটর, গম্ভীর চেহারায় বলল, 'রেমন্ডের কাজগুলো আপাতত বিলই দেখছে।' পরবর্তী কথায় বোঝা গেল অতিথির আগমনে খুব খুশি নয় সে। 'হঠাৎ করে তুমি এখানে যে?'

'লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি হোমস্টেডার আর ভেড়া পালকরা নাকি আগামী নির্বাচনে বর্তমান শেরিফকেই ভোট দেবে।'

'বেশ। তো দেবে।' নড়েচড়ে বসল সিনেটর। সত্যিকার একজন নেতার মতো বলল, 'আমেরিকার নাগরিক হিসেবে ইচ্ছেমতো ভোট দেয়ার অধিকার তো আছেই ওদের।'

থতমত খেল মোরাস। 'কিন্তু আপনার তো বন্ডি হ্যাননকে সমর্থন দেয়ার কথা!'

'কাউকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন প্রভাবিত করব না আমি,' শান্ত গলায় সিদ্ধান্ত জানাল রাদারফোর্ড। 'যার যাকে ইচ্ছে ভোট দেবে। আমি এর মধ্যে নাক গলাব না।'

'কিন্তু আপনি সমর্থন না করলে তো বন্ডির পক্ষে জেতা সম্ভব হবে না!'

'তাহলে জিতবে না সে। নিজের কোমরের জোরে যে জিততে পারে না সে শেরিফের পদ পেলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখবে কী!' যেন কথা শেষ হয়ে গেছে, বিলের দিকে মনোযোগ ফেরাল রাদারফোর্ড, র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে আবার আলাপ শুরু করল।

অপমানিত চেহারায় উঠে দাঁড়াল মোরাস। ঠাণ্ডা চোখে একবার বিলকে দেখল, তারপর আড়ষ্ট গলায় বলল, 'আমি

বোধহয় আপনাদের আলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করছি। বরং লাইব্রেরিতে গিয়ে বসি। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। মিস রাদারফোর্ডকে দেখছি না যে?'

'ওকে ঘাঁটাতে যেয়ো না,' সাবধান করল রাদারফোর্ড। 'ওর মেজাজটা কদিন ধরে টং হয়ে আছে।' ভদ্রতা করল একটু। 'অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ। তুমি বরং কিছু মুখে দিয়ে দোতলার গেস্টরুমে শুয়ে পড়োগে। সকালে দেখা হবে, যদি আমরা রওনা হবার আগেই উঠতে পারো।'

'ধন্যবাদ।' ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মোরাস, গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে একটু দেরি করে ঘুম ভাঙল বিলের। তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। অফিসঘরে উঁচু গলার কথা শুনতে পেল। রাদারফোর্ড আর হান্টারের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চলছে। পরিবেশটা বেশ উত্তপ্ত বলেই মনে হলো। এঘর থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে প্রতিটি কথা।

'আগেও আমি বারবার করে বলেছি,' বলে চলেছে রাদারফোর্ড। 'এই শেষবার বলছি, এসবের ভেতর আমি আর নেই। ভুল করেছি তোমার কথা শুনে। খামোকা শত্রু তৈরি করেছি। বন্ধুরা সব দূরে সরে গেছে। এমনকি বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও ঘৃণায় নাক সিঁটকায় আমার নাম শুনলে। থাকো তুমি তোমার পরিকল্পনা নিয়ে। ভুল যা করার করেছি আমি, আর না।'

'কিন্তু...'

যথেষ্ট কানে এসেছে, আর দাঁড়াল না বিল, খাবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। মৃদু শিস বাজাচ্ছে। দরজা পেরিয়েই থমকে

দাঁড়াতে হলো ওকে।

টেবিলে কফির পট সামনে রেখে বসে আছে লিনা। মলিন চেহারা। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। বোধহয় সারারাত কেঁদেছে। চোখের কোণে কালি। কালকের সেই গর্বিত ভাবভঙ্গি ওর ভেতর থেকে যেন উধাও হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সমস্ত উচ্ছলতা।

'এসো, মিস্টার জেসন,' বলল লিনা, কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল মনে মনে দৃঢ় কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। 'একসঙ্গে কফি খাবো বলে ব্রেকে বের হইনি এখনও।'

'তাই?' বসতে বসতে বলল বিল। 'ধন্যবাদ। তা হঠাৎ আমাকে এতো গুরুত্ব দেয়ার কারণটা জানতে পারি?'

'না, কোন কারণ নেই,' ক্লান্ত শোনাল লিনার কণ্ঠ। কফি পট থেকে কফি ঢেলে বিলের সামনে রাখল। ছলছল করছে চোখ।

'সেদিন ভুলে রেমন্ডের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম,' বলল বিল। 'নক করিনি। দেখলাম তুমি ওর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছ। ওর সঙ্গে কিছু ঘটেছে? তুমি বললে আমি রেমন্ডের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি।'

'না,' মাথা নাড়ল লিনা। 'ও-ব্যাপারে কিছু নয়।'

'তাহলে?'

'এমনি।'

'এমনি তো হতেই পারে না। বুঝতে পারছি সারারাত ঘুম হয়নি তোমার। কেঁদেছ বলেও মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কেঁদেছি। কাঁদব না কেন? কেউ যদি তার হৃদয় খুইয়ে বসে, প্রেমে ব্যর্থ হয়, তাহলে কাঁদবে না কেন সে?'

দৃঢ় শোনাল বিলের কণ্ঠ। 'একবার শুধু বলো কোন্ সেই লোক যে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে। ওর ঘাড় ধরে তোমার পায়ের

সামনে এনে ফেলে দেব আমি।'

মলিন হাসল লিনা। 'তা হবার নয়। নিজেকে নিজে কেউ ঘাড় ধরে নিয়ে আসতে পারে?'

'মানে?' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল বিল।

'মানেটা এতোদিনে তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

'মানে তুমি বলতে চাইছ আমিই সেই পাষণ্ড?' মাথা চুলকাল বিল, মনে মনে হাসছে। 'বেশ! নিজেকে ঘাড় ধাক্কা দিতেও আপত্তি নেই আমার।'

লিনা জবাব দেয়ার আগেই দুপদাপ পা ফেলে খাবার ঘরে ঢুকল উত্তেজিত জন হান্টার, চেহারা দেখে মনে হলো যেন ঝড়ো কাক। বিচলিত চোখে দু'জনকে দেখল। মনটা যেন পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও।

লিনার উত্তরটা জানা হলো না বিলের। তবে চোখের ভাষা পড়তে পারল। কফি শেষ করে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল ও, লিনাকে ছোট্ট একটা বাউ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এগারো

রাউন্ডআপ শুরু হয়ে গেল। উইলিয়াম রাদারফোর্ডও রেঞ্জে আছে, তবে নির্দেশ দিচ্ছে সব বিল। সিনেটরের উপস্থিতিতেও ওর

নির্দেশ মানতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখা গেল না কারও মধ্যে।

ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চটা সত্যিই বড়। তবে বিল যেন সবখানে একই সময়ে উপস্থিত থাকার গুণ অর্জন করেছে। যখন তাকে দরকার ঠিক তখনই দেখা যায় সে হাজির আছে। রাদারফোর্ড আঠার মতো সেঁটে আছে ওর সঙ্গে। ভাব দেখে মনে হতে পারে বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাজ শিখছে কিশোর ছেলে। তার কথাবার্তাতেও আজকাল স্নেহের সুর।

যদিও কথা বলার সুযোগ তেমন একটা হয় না, কিন্তু পরস্পরকে বুঝতে পারে দু'জন।

রাউন্ডআপ প্রায় শেষের পথে। একদিন বিলকে ডেকে একপাশে নিয়ে গেল রাদারফোর্ড। তার ভাব দেখে বিল বুঝতে পারল গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেই ওকে ডাকা হয়েছে।

শুরু করল সিনেটর। 'বিল, আমি আজকে প্যানহ্যান্ডেল রেইল টাউনে যাব। ফিরতে ফিরতে হয়তো দু'দিন লেগে যেতে পারে। দরকারী কিছু কাজ পড়ে আছে ওখানে। এদিকের কাজ শেষ করতে করতে তোমার বোধহয় আরও চারদিন লাগবে।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সে।

'পুরো কাজ শেষ হতে,' সায় দিল বিল। 'তবে প্রথম চালান দেবার মতো গরু আমরা ইতিমধ্যেই জড়ো করে ফেলেছি।'

'তাহলে পুরো কাজ শেষ করেই গরু বিক্রি করব আমরা। যা করার একবারেই করতে চাই। র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে কাঁটাঝোপের ঘের দেয়া যে মাঠটা আছে ওখানে গরু জড়ো করে রেখো। কাছাকাছি আছে, নজর রাখতে সুবিধে হবে। তাছাড়া ট্রেইলটাও ওখান থেকে কাছে।' একটু থামল সিনেটর, তারপর বলল, 'এজন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম। আমি তাহলে এবার রওনা হয়ে

যাচ্ছি।'

রাদারফোর্ড দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল বিল। বুড়ো বলে যায়নি কি কাজে শহরে যাচ্ছে। আন্দাজ করতে পারছে ও। সম্ভবত গরু চালান দেয়ার মালগাড়ি বুক করতে যাচ্ছে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাউন্ডআপ শেষ করতে পারল বিল। টানা খাটনি খেটেছে ওরা সবাই। শেষ দিকে কে কার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাউবয়রা একবাক্যে স্বীকার করবে বিলকে হারাতে পারেনি ওরা কেউ।

রাদারফোর্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেল বিল। অন্যান্য র‍্যাঞ্চাররাও মন্তব্য করল যে এতো নিখুঁত রাউন্ডআপ তারা আগে আর কখনও দেখেনি।

বুড়ো সিনেটর বিলের কৃতিত্বে গর্বিত, কিন্তু কি যেন কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। গত দু'দিন থেকে তার মুখটা গোমড়া হয়ে আছে, পারতপক্ষে কথা বলছে না।

শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল সে। বোঝা গেল তার চিন্তার কারণ। বিলকে ডেকে অফিসে বসিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছ ব্যাটাদের অতো প্রশংসার কারণ?'

'কাদের?' অবাক হলো বিল।

'ওই র‍্যাঞ্চারদের। ওরা তোমাকে আমার কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মতলব করেছে। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি ভাল কোন অফার নিয়ে আসবে ওদের কয়েকজন।' বিলের চোখে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি কি সেক্ষেত্রে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' দৃঢ় গলায় জানিয়ে দিল বিল। সত্যি কথাই

বলছে। 'যতোদিন এদিকে আছি ততোদিন আপনার এখানেই কাজ করতে চাই আমি।'

'ভাল,' স্বস্তির শ্বাস ফেলল রাদারফোর্ড, ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দেখা দিল। 'তোমাকে নিয়ে নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা আছে আমার।'

পরদিন থেকে শুরু হলো গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কাজ।

বিশাল একটা পাল। যতোদূর তাকানো যায় শুধু শিং আর শিং। এ অঞ্চলে আগে কেউ কখনও এতো বড় পাল দেখেনি। এতো তাগড়া গরুও দেখেনি কেউ। ধীরেসুস্থে সুশৃঙ্খল ভাবে এগোচ্ছে গরুগুলো, তাতেই চারপাশ ঢেকে যাচ্ছে ধুলোর মেঘে।

একটা বিস্তৃত মাঠে পৌঁছে বিলের নির্দেশে গরুগুলোকে থামাল কাউবয়রা। সিনেটরকে দূরে ডেকে নিয়ে গেল বিল। ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে এখন।

'মনে হচ্ছে কারা যেন নজর রাখছে আমাদের ওপর,' বলল ও। 'মাঠে ঢোকার আগে ঝোপঝাড়ের আড়ালে ওদের কয়েকজনকে বেশ কয়েকবারই দেখেছি আমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকটা দেখল বুড়ো র‍্যাঞ্চার, ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। 'ভাবছ ওরা হামলা করতে পারে?'

'যদি ধারণা করে যে সুবিধে করতে পারবে।'

আস্তে করে নড করল রাদারফোর্ড। 'সেক্ষেত্রে সবাইকে তৈরি থাকতে বলো। দরকার হলে সবাই মিলে গরুর পুরো পালটাকে ঘিরে রাখব আমরা।'

চুপ করে থাকল বিল, ভাবছে।

'চলো,' তাগাদার সুরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'আপাতত এখানে আমাদের আর কোন দরকার নেই। কাউবয়দের সতর্ক করে

দিলেই হবে। আমরা রাতের আগেই র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে ফিরব। তার আগে পর্যন্ত ওরাই সামলাতে পারবে।'

ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চ হাউসের উঠানে ওদের ঘোড়া থামতেই বেরিয়ে এলো লিনা। ঝলমল করছে চেহারা। বেণী দুটো কাঁধের ওপর লুটাচ্ছে। নীল চোখে উজ্জ্বল চাহনি। বাঁ গালের তিলটা আরও চমৎকার ঠেকল বিলের চোখে। নীল গাউনে দারুণ মানিয়েছে লিনাকে। মনে হচ্ছে স্বর্গের দেবী, মর্তে নেমে এসেছে।

বিলের চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধে হয়নি লিনার। রক্তিম হয়ে উঠল ওর গাল দুটো।

বাবুর্চি বেরিয়ে এসেছিল কে এসেছে দেখতে, ওদের দেখতে পেয়ে সে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। আজকে বিশেষ একটা দিন। নিজের সেরা দক্ষতা দেখাবে বলে মনস্থির করেছে সে।

অফিসে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসল রাদারফোর্ড, বিল আর লিনা পাশাপাশি বসার পর লিনাকে বলল, 'অন্যান্য বারের তুলনায় তিনগুণ বেশি গরু পাওয়া গেছে এবার। বিলের কৃতিত্ব।'

হঠাৎ নারীত্ব জেগে উঠল লিনার হৃদয়ে। উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'ব্যবসা নিয়ে আলাপ করো তোমরা। আমি বরং তোমাদের জন্যে কফি নিয়ে আসি, বাবা?' বাবার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়লেও ওর চোখ দুটো বিলের অনুমতি চাইছে।

'দারুণ হয় তাহলে,' জবাবটা বিলই দিল।

মিষ্টি হেসে বেরিয়ে গেল লিনা। রাদারফোর্ডকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। বলল, 'একটা গরুও হারাতে রাজি নই আমি। দরকার হলে প্রত্যেকটা গরুর জন্যে আলাদা লোক রাখব।'

মাসের বেতনের হিসেব নিয়ে বসেছে বিল, খাতা থেকে চোখ তুলল না। ওকে কাজে মনোযোগী দেখে রাদারফোর্ডও আর কথা

বাড়াল না। নীরবে কাটছে সময়। মাঝে মাঝে শুধু খাতার পাতা ওল্টানোর খসখস আওয়াজ হচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উদাস হয়ে গেল রাদারফোর্ড, কিন্তু তার চেহারা থেকে চিন্তার ছাপ দূর হলো না।

একবার খাতা থেকে মুখ তুলে তাকে দেখে নিয়ে আবার মনোযোগী হলো বিল। জানে, উপযুক্ত সময় হয়েছে মনে করলে নিজেই মুখ খুলবে সিনেটর।

খাতা দেখা শেষ হলো ওর। হিসেব কষে কে কতো পাবে তা আলাদা করে লিখে রাখল ও। কাজটা শেষ করে সিধে হয়ে বসল চেয়ারে।

একটু পর জানালার দিক থেকে মুখ ফেরাল রাদারফোর্ড। খানিক ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'বিল, তুমিই কি রেঞ্জার ক্যাপ্টেন জিম ম্যাকেনলির সেরা রেঞ্জার–বিল জেসন? নামটা তো পুরোপুরি মিলে যায়। তাহলে তুমি কাউবয়ের কাজ নিয়ে এখানে কি করছ?'

থমকে গেল বিল, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বলল, 'বিশেষ কাজে এসেছি। সময় হলে আপনাকে জানাতাম।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রাদারফোর্ড। 'প্যানহ্যান্ডেল থেকে আসার সময় ডিকসন হয়ে এসেছি। ওখানে এ নিয়ে লোকে কথা বলছে।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই জন হান্টার বলেছে যে আমি আপনার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে গুপ্তচর হিসেবে এসেছি?'

'হ্যাঁ। অস্বীকার করব না সে আমার কান ভারী করেছে। শেরিফের অফিসে ছিলাম, তখনই খবরটা নিয়ে এলো মোরাস। শেরিফকে দেখলাম অবাক হলো না, যেন আগে থেকেই সে

জানত।'

'আন্দাজ করেছিল আগেই।'

'জন হান্টার শেরিফকে জিজ্ঞেস করল সে এব্যাপারে কি করতে যাচ্ছে। শেরিফকে দেখলাম আকাশ থেকে পড়তে। জিজ্ঞেস করল তার কি করার আছে। মোরাস আশা করেছিল খবরটা আমাকে রাগিয়ে দেবে। তা হলো না দেখে হতাশ হয়েছে।'

'তারপর?'

'তারপর র‍্যাঞ্চে ফিরে এলাম। রেমন্ডের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলাম, ও কি বলল জানো?' হেসে উঠল সিনেটর। 'জীবনে এই প্রথম ষাঁড়টাকে গলা ছেড়ে প্রার্থনা করতে শুনলাম। বলল তোমার বিরুদ্ধে যে লাগবে তাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে ঈশ্বর যেন ওকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলেন।' ভ্রূ কুঁচকাল রাদারফোর্ড। 'তুমি কেন এসেছ তা জানানোর উপযুক্ত সময় এখনও হয়নি?'

'হয়েছে।' পকেট থেকে একটা পাঁচকোনা তারা আঁকা রুপোলি চাকতি বের করে টেবিলের ওপর রাখল বিল। চকচক করছে ওটা।

তাকিয়ে থাকল সিনেটর। এই সম্মানজনক চাকতির বাহকদেরই নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল সে। কাজটা কতো বড় ভুল হচ্ছিল তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে। ফোঁস করে দম ছাড়ল বুড়ো র‍্যাঞ্চার।

'ভুল করছি সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার,' নিচু গলায় বলল। 'জন হান্টারের প্ররোচনায় স্বাভাবিক বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গিয়েছিল, নাহলে...সেদিন ওই বাচ্চা ছেলেটার কথাতে

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমার সত্যিকার অবস্থান। আমাকে যেন দানব থেকে আবার মানুষে পরিণত করেছে ও।'

'আপনার মনোভাব বদলে যাওয়ায় আমার কাজটা সহজ হয়ে যাবে,' আন্তরিক স্বরে বলল বিল।

একটা সিগার ধরাল রাদারফোর্ড, তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এতোদিন তোমাকে এতো কাছ থেকে দেখেও তুমি কে সেব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও জাগেনি আমার মনে। অথচ শেরিফ তোমাকে মাত্র কয়েকবার দেখেই আন্দাজ করে বসে আছে!'

হাসল বিল। 'বুড়ো শেয়ালের চোখ এড়ানো সহজ কাজ নয়। তবে এমনও হতে পারে যে বছর তিনেক আগে আমাকে দেখে চিনে রেখেছে সে। এদিকের একটা কাজে জড়িয়ে গিয়েছিলাম আমি সে-সময়।'

কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল লিনা। মেয়েকে দেখেই যেন কথাটা মনে পড়ল বুড়ো র‍্যাঞ্চারের। চোখ দেখে মনে হলো হঠাৎ করে একটা গভীর উপলব্ধির কথা তার মনে পড়েছে। তিরতির করে কাঁপল গালের পেশী। নিচু স্বরে বলল, 'আমি যে তোমার কাছে কতোখানি কৃতজ্ঞ তা বোধহয় ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না। তুমি আমাকে জানে বাঁচিয়েছ, আমাকে মস্ত আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছ, কিন্তু এসবের চেয়েও বড় উপকারটা তুমি করেছ আমার মেয়েটাকে নরপশুগুলোর হাত থেকে উদ্ধার করে। লিনা আমাকে সব বলেছে। সেদিন তুমি যদি না থাকতে তাহলে আমার মেয়েটার সম্মান বলতে কিছু থাকতো না। বেঁচে থেকেও মৃত্যুর চেয়ে বেশি কষ্ট পেতাম আমরা বাপ-বেটি।'

'মিস রাদারফোর্ড বোধহয় বাড়িয়ে বলেছে আপনাকে,' লজ্জা

পেয়ে বলল বিল। 'সে নিজেই ডাকাতগুলোকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আমি শুধু সামান্য সাহায্য করেছিলাম মাত্র।'

'বিনয় করতে গিয়ে মিথ্যে বলা ঠিক নয়,' মৃদু হেসে জানাল লিনা। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না যে না-চেনার ভান করার দরকার কি ছিল।'

'মস্ত অসুবিধে ছিল। পেশাগত।'

'আচ্ছা,' কফির কাপ দুটো টেবিলে রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল লিনা। 'কিন্তু যদি বলি কেউ একজন একটা জঘন্য সন্দেহপ্রবণ লোক তাহলে কি মিথ্যে বলা হবে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল বিল, চেহারায় ফুটিয়ে তুলল রাজ্যের সরলতা। ভাব দেখে মনে হলো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

'কিসের সন্দেহ?' জিজ্ঞেস করে বসল সিনেটর। 'কার প্রতি সন্দেহ? কি বলছ এসব তোমরা?'

কটাক্ষ হেনে বিলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল লিনা। মনে মনে বলছে; নাও, সামলাও দেখি এবার।

একটুও থতমত খেলো না বিল, বলে বসল, 'হ্যাঁ, ঠিক, মিস রাদারফোর্ড, আমি সন্দেহ করছি কেউ একজন অনেক আগেই আমার পরিচয় জেনে বসে আছে। তার বিরুদ্ধে দেরি না করে মাঠে নামতে হবে আমাকে। সুযোগ পেলে বড় কোন কুকর্ম করে সরে পড়তে পারে সে। তা হতে দেয়া যায় না।' রাদারফোর্ডের দিকে তাকাল ও। 'রাসলাররা গরুর পাল নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে মস্ত ঝুঁকি নেবে ওরা,' বলল সিনেটর। 'আমি কাজে কোন ফাঁক রাখিনি। গরু চালানের ব্যবস্থা যেমন করেছি তেমনি

একটা টেলিগ্রাফও করে দিয়েছি।'

'টেলিগ্রাফ?' বিস্মিত হলো বিল। 'কি জন্যে? কার কাছে?'

'রেঞ্জার হেডকোয়ার্টারে। অনুরোধ করেছি এখানে আবার যাতে রেঞ্জারদের পোস্ট বসানো হয়। জানিয়েছি ক্যাপ্টেন রবার্টসন যেন তাঁর লোক নিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব ডিকসনে চলে আসেন।' বিষণ্ন হয়ে গেল সিনেটরের চেহারা। ম্লান সুরে বলল, 'এক সময় রবার্টসন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচের মায়াজালে পড়ে তাকে প্রায় একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিলাম আমি। জানি না আমার সম্বন্ধে ওর ধারণা কেমন হয়েছে। দেখা হলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।'

'মানুষই ভুল করে,' সান্ত্বনা দিল বিল। 'তাছাড়া ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে যতোটুকু চিনি তাতে মনে হয় না তিনি অতীত তিক্ততা মনে পুষে রাখার মতো মানুষ।'

'তবু ভরসা যে তুমি আছো,' আন্তরিক স্বরে বলল সিনেটর। 'ক্যাপ্টেন ম্যাকেনলি উপযুক্ত লোকই পাঠিয়েছেন।'

'কিন্তু আসল কাজটাই এখনও বাকি,' বলল গম্ভীর বিল। 'যদি ভুল না করে থাকি তো আজ রাতেই এই গরুচুরি নাটক শেষ হবে। কিন্তু সেজন্যে আপনার সাহায্য দরকার হবে আমার।'

সিধে হয়ে বসল র‍্যাঞ্চার। 'কি করতে হবে সেটা শুধু মুখ ফুটে বলো একবার। দরকার হলে তোমার জন্যে নিজের জীবন দিতেও রাজি আছি আমি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল বিল। 'তাহলে কি পরিকল্পনাটা এখনই পাকা করে নেব আমরা?'

বাবুর্চি না ডাকা পর্যন্ত গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে রইল দু'জন। মাঝে মাঝে ওদের কফি দিয়ে গেল লিনা।

খাওয়ার পর আর দেরি না করে গরুর পালের উদ্দেশে রওনা হলো বিল আর উইলিয়াম রাদারফোর্ড। সন্ধের আগে কাউবয়দের সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা করল ওরা। আলোচনা শেষে সূর্য ডুবতেই গরু পাহারায় দু'জন কাউবয়কে রেখে রাদারফোর্ড সহ বাকিদের নিয়ে ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল বিল।

রাত নামল প্রেয়ারির বুকে। আকাশে হাজারো তারার ঝিকিমিকি।

বেশ রাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের সবগুলো আলো নিভে গেল। তারও খানিক পর নিঃশব্দে একজন দু'জন করে র‍্যাঞ্চের উঠান পেরিয়ে রওনা হলো কাউবয়রা। ভাব দেখে মনে হলো কোন তাড়া নেই।

সবাই বেরিয়ে যেতে উঠানে এলো রাদারফোর্ড আর বিল। ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো লিনাও। ওরা রওনা হবে, ঘোড়ায় উঠছে, এমন সময়ে কাঁপা গলায় মেয়েটা বলল, 'আমি কিন্তু খুব চিন্তায় থাকব।' ওর শঙ্কিত চোখ দুটো বারবার সিনেটর আর বিলের ওপর ঘুরছে। উদ্বেগে মৃদু কাঁপছে ঠোঁট। জোর করে চেপে রেখেছে কান্না।

'চিন্তা কোরো না,' বলল রাদারফোর্ড।

ওরা চলে যাওয়ার পরও উঠানে দাঁড়িয়ে থাকল লিনা।

মাঠ যেখানে শুরু হয়েছে তার আগে একসার ঘন ঝোপের আড়ালে জড়ো হলো কাউবয়রা। একটু পর তাদের সঙ্গে যোগ দিল রাদারফোর্ড আর বিল। অবাক হলো কাউবয়রা বিলের বুকে রেঞ্জারদের চকচকে চাকতি দেখে। কেউ অবশ্য কোন প্রশ্ন করল না।

দুটো দক্ষ ঘোড়াকে বিলের পরামর্শ মতো ছেড়ে দেয়া

হয়েছে। ওগুলোর পিঠে চাপানো হয়েছে দুটো খড় দিয়ে তৈরি মানুষ আকৃতির পুতুল। ঘোড়া দুটো অভ্যেস বশে গরুর পালের চারদিকে ধীর পায়ে চক্কর কাটছে। একেবারে কাছে চলে না গেলে কেউ বুঝতে পারবে না যে ওগুলোর পিঠে জীবন্ত কোন আরোহী নেই।

থমথমে নীরবতা নেমেছে প্রেয়ারির বুকে। আকাশে ঝিকমিক করছে তারাগুলো। বাতাস বইছে মৃদু, তাজা ঘাস আর মাটির গন্ধ মাখা। সময় যেন কাটতে চাইছে না।

'এগারোটা,' বিলের কানের কাছে ফিসফিস করল রাদারফোর্ড। 'মনে হয় সময় হয়ে এসেছে।'

'ঠিকই বলেছেন,' নিচু গলায় সায় দিল বিল। 'ওরা চাইবে রাতের মধ্যেই মরুভূমি পাড়ি দিতে।'

পেরিয়ে গেল আরও পনেরো মিনিট। আস্তে আস্তে ওদের মাঝে দানা বাঁধছে টানটান উত্তেজনা। অধীর অপেক্ষায় আছে ওরা। আওয়াজটা প্রথমে বিলই শুনতে পেল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। এখনও বেশ দূরে আছে। এদিকেই আসছে।

বিলের নির্দেশে ঝোপের ভেতর ছড়িয়ে গেল কাউবয়রা, আসন্ন গোলাগুলির জন্যে তৈরি সবাই।

আরও কাছে চলে আসছে ছুটন্ত খুরের আওয়াজ। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখন। ভ্রূ কুঁচকে উঠল বিলের। খারাপ মতলব থাকলে এমন জানান দিয়ে আসার কথা নয়।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দিক থেকে আসা অশ্বারোহীকে ছায়ার মতো দেখতে পেল ওরা। মাঠের প্রান্তে পৌঁছে চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'তোমরা কোথায়? শীঘ্রি! শীঘ্রি এসো! বিপদ। মস্ত বিপদ হয়ে গেছে!'

কণ্ঠটা চিনতে পারল রাদারফোর্ড, বিস্মিত গলায় বিলের উদ্দেশে বলল, 'আরেহ্, বাবুর্চি জোন্স!'

দ্রুত পায়ে ঝোপের ভেতর থেকে বের হলো বিল। অন্যান্যরা ওকে অনুসরণ করল।

ছায়াগুলো দেখতে পেয়ে ওদের সামনে ঘোড়া থামাল বাবুর্চি। পরিশ্রান্ত নয়, কিন্তু উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। হড়বড় করে বলল, 'ওরা রেমন্ডকে খুন করে ফেলেছে! সিন্দুক ভেঙে সব টাকা নিয়ে চলে গেছে!' অপরাধীর মতো তাকাল বুড়ো বাবুর্চি সিনেটরের দিকে। 'কিছুই করতে পারলাম না আমি, স্যার। আমার মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। তার আগে···তার আগেই ওরা মিস রাদারফোর্ডকে হাত-মুখ বেঁধে ঘোড়ায় তুলে ফেলে। আমি ছুটে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না।'

রাদারফোর্ডের চেহারা দেখে মনে হলো কিছু বুঝতে পারছে না। বোকার মতো তাকিয়ে আছে। বিলের দিকে তাকাল, চোখের দৃষ্টি বিহ্বল।

'খুলে বলো, জোন্স!' জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল বিল।

'সাত-আটজন এসেছিল ওরা,' ভাঙা গলায় জানাল বাবুর্চি। 'সবার মুখ ছিল লাল রুমালে ঢাকা। ঝড়ের গতিতে ঘোড়া নিয়ে উঠানে ঢুকে পড়ে। তারপর ওদের কয়েকজন ঢোকে বাড়ির ভেতর। রেমন্ড কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। দুর্বল শরীরে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসে ও। তখনই সবাই মিলে গুলি করে রেমন্ডকে খুন করে ওরা। ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার আগে একটা মাত্র গুলি করতে পেরেছিল রেমন্ড।

'ওদের দলের নেতা লোকটা প্রকাণ্ডদেহী। সে গুলি করে সিন্দুক ভেঙে টাকা-পয়সা বের করে নেয়। মিস রাদারফোর্ড ঠিক

সে-সময় দোতলা থেকে নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলে ওরা, ঘোড়ায় নিয়ে তোলে। আমি তখন জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, দেখতে পেয়ে ছুটে গেলাম। পিস্তল দিয়ে মাথায় আঘাত করে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চলে গেছে ওরা। জ্ঞান ফিরে পেয়েই ছুটে এসেছি।' থামল বাবুর্চি, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মাথা ফেটে রক্ত পড়ছিল আমার। ওরা মনে করেছে মারাই গেছি, নইলে খুন করে যেত। খবরটাও পৌঁছতে পারতাম না। বুড়ো অথর্ব আমি, কিছুই করতে পারলাম না।'

'যথেষ্টরও বেশি করেছ তুমি,' সান্ত্বনা দিল বিল। দ্রুত চিন্তা করছে। ডাকাতরা ভেবেছে জোন্স মারা গেছে। কাজেই ওদের বদমায়েশীর খবর ডাব্লিউ আর্ব র‍্যাঞ্চের কাউকে দেয়ার জন্যে কেউ নেই। তারমনে তাড়াহুড়ো করবে না লোকগুলো। চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল ও। কাউবয়দের ওপর চোখ বুলাল। দৃঢ় ওর কণ্ঠ।

'এসো তোমরা। লড়তে হবে। প্রয়োজনে দোজখ পর্যন্ত ওদের ধাওয়া করব আমরা। মনে রাখতে হবে মিস রাদারফোর্ড ওদের হাতে বন্দি।' সিনেটরের দিকে তাকাল। 'আপনি শক্ত হোন। এখন মুষড়ে পড়ার সময় নয়। ওরা কোথায় গেছে সেটা সম্ভবত আমি জানি।'

'জানো?' কেঁপে গেল রাদারফোর্ডের কণ্ঠ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে বলল, 'নিয়ে চলো সেখানে। ওদের যদি হাতের নাগালে পাই তাহলে টুকরো টুকরো করে শেয়াল-কুকুরকে দিয়ে খাওয়াব।'

আপন মনে বলে উঠল বিল, 'মিস রাদারফোর্ডকে যখন ধরে নিয়ে গেছে তার মানে নিউ মেক্সিকোর দিকে যায়নি। একটা

জায়গাতেই ওরা যেতে পারে। পি এম র‍্যাঞ্চ। ওখানেই যাবে ওরা।'

'জন হান্টারের র‍্যাঞ্চ?' চোখ কপালে উঠল সিনেটরের।

আস্তে করে মাথা দোলাল বিল। 'সে-ই ডাকাত দলের নেতা।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'পরে নাহয় শুনবেন,' অধৈর্য দেখাল বিলকে। 'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে হবে।'

বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠল রাদারফোর্ড, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখাল তাকে। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'কি করতে হবে বলো তুমি শুধু। আমরা তোমার সঙ্গে নরক পর্যন্ত যেতে রাজি।'

'চলুন তাহলে।' ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল বিল।

নয়টা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। পথ দেখাচ্ছে রাদারফোর্ড।

প্রথমে অ্যামারিয়োতে যাবার সংক্ষিপ্ত পথটায় পৌঁছল ওরা, তারপর গতি আরও বাড়িয়ে সিনেটরের দেখানো পথে এগিয়ে চলল পিএম র‍্যাঞ্চের দিকে।

ভোর হতে তখনও দেড় ঘণ্টা বাকি, বিলের পাশে চলে এলো রাদারফোর্ড, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আর বেশি দূরে নেই। এক মাইল হবে।'

'পুরো পথ আমরা ঘোড়ায় যাব না,' সিদ্ধান্ত জানাল বিল। 'ওরা সতর্ক হবার সুযোগ পাক তা চাই না। সামনে কোথাও ঘোড়া রাখার জায়গা আছে?'

'আছে। সিকি মাইল দূরে জঙ্গলের ভেতর ঘোড়া রাখা যায়।'

'তাহলে তাই করব আমরা।'

জঙ্গলটা বেশ গভীর, সরু ট্রেইলের দু'দিকে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো প্রাচীন আর বিশাল। তবে জঙ্গলের ভেতর ঘোড়া ঢুকিয়ে বেঁধে রাখতে কোন অসুবিধে হলো না।

পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। দূর থেকেই টিএম র‍্যাঞ্চ হাউসটা দেখতে পেল ওরা। কালোর ভেতর আরও কালো একটা আকৃতি। বন্ধ জানালার কবাটের ফাঁক দিয়ে আলোর হলদে সরু রেখা বেরিয়ে আসছে।

'ভেতরে লোকজন জেগে আছে,' চাপা স্বরে বলল রাদারফোর্ড।

খোলা জমিতে না বেরিয়ে বিলের নির্দেশে শেষ সারি ঝোপের পেছনে থামল গোটা দলটা। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনেটা দেখল বিল, তারপর বলল, 'পাহারায় রেখেছে একজনকে।'

'কোথায়?'

'ওই যে, র‍্যাঞ্চ হাউসের কোনায়। এই মাত্র বেরিয়ে এলো। সিগারেটের আগুনটা দেখতে পাচ্ছেন না?'

টোকা মেরে সিগারেটটা ফেলে দিল লোকটা। র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের উঠানে পায়চারি শুরু করল। বোঝা গেল কিছুক্ষণ সামনে কিছুক্ষণ পেছনে নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। একবার রান্নাঘরের কাছে যাচ্ছে একবার যাচ্ছে বার্নের কাছে। অলস পায়ে টহল দিচ্ছে।

কুকশ্যাকের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল বিল। ঝর্নার ধারে ওটা তৈরি করা হয়েছে। ঝর্নার পাড়ে জন্মেছে বেশ কিছু ঝোপ। সহজেই কারও চোখে না পড়ে রান্নাঘরের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে সতর্ক যে-কেউ।

'এখানেই অপেক্ষা করবেন আপনারা,' পরিকল্পনা এঁটে সিনেটরকে বলল বিল।

'কি করবে তুমি?'

'পাহারাদারটাকে কাবু করার চেষ্টা করব, যাতে বদমাশগুলোকে সে আগেই সতর্ক করতে না পারে। সবাই র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি যেতে পারবে তাহলে। আমি যদি ব্যর্থ হই তাহলে সরাসরি হামলা চালাবেন।' কাউবয়দের ওপর চোখ বুলাল ও। 'সাবধান সবাই। মনে রাখতে হবে ভেতরে মিস রাদারফোর্ড বন্দি। নীচ একদল লোকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তোমাদের। ওরা দরকারে লিনাকে জিম্মিও করতে পারে।'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল কয়েকজন কাউবয়। প্রত্যেকের চেহারা কঠোর।

অন্ধকারে মিশে গেল বিল। তিন মিনিটের মাথায় ঝর্নার পাড়ে ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল ও, নিঃশব্দে এগিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে। আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ওকে, তারপর কাছে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্নের দিকে পা বাড়াল প্রহরী। একবার আকাশের দিকে তাকাল। বোধহয় বুঝতে চাইছে কখন ভোর হবে আর কখন তার পাহারার পালা শেষ হবে।

সুযোগটা নিল বিল, শিকারী চিতার মতো দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে দৌড়ে পৌঁছে গেল প্রহরীর পেছনে। লোকটা শেষ মুহূর্তে কিছু একটা সন্দেহ করেছিল, কিন্তু ঘুরতে পারল না সে, তার আগেই দু'হাতে প্রচণ্ড শক্তিতে তার মাথায় সিক্সগানের নল নামিয়ে আনল বিল। খটাস করে একটা আওয়াজ হলো। ফেটে গেল প্রহরীর করোটি। অচেতন লোকটাকে চট করে ধরে ফেলল বিল, মাটিতে পড়তে দিল না, তারপর টেনে নিয়ে ঝোপের ভেতর ফেলল।

তাকাল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। মৃদু আওয়াজটা কারও কানে যায়নি। যাওয়ার কথাও নয়। জানালা-দরজা সব বন্ধ।

কাউবয়দের উদ্দেশে ঘনঘন হাত নাড়ল ও। দেখতে পেয়েছে, রাদারফোর্ডের নেতৃত্বে ছুটে এলো তারা, বিলকে ঘিরে দাঁড়াল।

নিচু স্বরে বিল বলল, 'দমকা হাওয়ার মতো ঢুকতে হবে আমাদের। একটু দ্বিধা করলেও চলবে না। সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় ওদের পেতে হবে। নইলে মিস রাদারফোর্ডের বিপদ হতে পারে। সাবধান, দেখেশুনে গুলি করবে সবাই।'

মন দিয়ে ওর কথা শুনল লোকগুলো। ওদের ওপর চোখ বুলাল বিল। চেহারা দেখে বুঝল ওর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

ঝড়ো বাতাসের মতো সদর দরজার ওপর পড়ল বাছাই করা শক্তিশালী দুই কাউবয়। তারা দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকেই সরে গেল দু'দিকে। তাদের পেছনে এক ঝাঁক শিকারী বাজের মতো দ্রুতবেগে ঢুকল বাকিরা।

বিরাট একটা ঘর। মাঝখানে বড়োসড়ো গোল একটা টেবিল। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় টেবিলের ওপর ঝকমক করছে স্বর্ণমুদ্রার উঁচু একটা স্তূপ। স্তূপটাকে ঘিরে চেয়ারে বসে আছে আটজন কঠোর চেহারার লোক। সবার চোখ সেঁটে আছে সোনালী ধাতবের ওপর। তবে মাঝে মাঝে ঘরের কোণে বেঁধে রাখা অপূর্ব সুন্দরী অসহায় মেয়েটাকে লোভী চোখে চাটছে তারা। দরজা ভাঙার বিকট আওয়াজে চমকে মুখ ফেরাল শকুনের দল।

প্রথমে সামলে নিল লালচুলো দানবের মতো লোকটা। চিৎকার করে উঠল সে, 'গুলি করো! গুলি করো! খতম করে দাও!'

কথার ফাঁকেই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল সে, অস্ত্রের দিকে বাঁ হাতে ছোবল মারল।

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে ছিল জন হান্টার, ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরল সে, চেহারায় নগ্ন বিদ্বেষ। বিদ্যুদ্বেগে বুকের কাছে ডানহাতে চাপড় মারল, খানিক দেরিতে ড্র করলেও ঝলচুলোর আগেই তার হাতে বেরিয়ে এলো একটা নাক বোঁচা ভয়ালদর্শন রিভলভার।

বদ্ধ জায়গায় বিকট আওয়াজ করল হান্টারের রিভলভার। সে এতোই দ্রুত ড্র করেছে যে হাতটা ঝাপসা দেখল বিল।

বিলের শার্টের আস্তিন ফুটো করে বেরিয়ে গেল বুলেট। হাতে ঝাঁকি লাগায় বিলের গুলিটা মোরাসকে মিস করল। লাফ দিয়ে এক পাশে সরল লোকটা, হাতের ধাক্কায় টেবিল উল্টে ফেলে দিয়ে সরে গেল আরও। টেবিলের ওপর রাখা লণ্ঠনটা মেঝেতে পড়ে নিভে গেল। নিমেষে নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল ঘর। দু'পক্ষই আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে। আঁধারে লালচে-হলুদ আগুন ছিটাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো।

মিনিট দুয়েক এক নাগাড়ে গুলি বর্ষিত হলো। ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে ডাকাত-দল।

মেঝেতে বসে পড়ে গুলি করছে বিল, আবছা একটা ছায়াকে দরজা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল ও। দেরি না করে পিছু নিল। বুঝতে পারছে লোকটা কে হতে পারে। অন্ধকারে একটা লাশের গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। উঠে ছুটল আবার। দরজা পেরিয়ে শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। অত্যন্ত দ্রুত ছুটছে ঘোড়াটা; খুরের আওয়াজটা দূরে চলে গেল।

ঘরের ভেতর কমে গেছে গোলাগুলির আওয়াজ।

'গুলি কোরো না,' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'আমি আত্মসমর্পণ করছি!'

'আমিও,' জানাল আরেকটা কণ্ঠ।

'আ…আমিও,' জানাল তৃতীয়জন।

ঘরের ভেতর লণ্ঠনটা জ্বালানো হলো আবার। ধীর পায়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকল বিল, সম্পূর্ণ সতর্ক, দু'হাতে তৈরি সিক্সগান। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। লালচুলো এবং তার ডিগডিগে সঙ্গী সহ চার ডাকাতের বুলেটে ঝাঁঝরা লাশ পড়ে আছে মেঝেতে। অন্য তিন আহত ডাকাতকে দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়েছে ডাব্লিউ আর-এর কাউবয়রা।

লিনাকে মুক্ত করা হয়েছে। ব্যস্ত হাতে আহত দুই কাউবয়ের ক্ষতে ব্যান্ডিজ বাঁধছে ও।

রাদারফোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিল, শান্ত স্বরে উত্তেজিত র‍্যাঞ্চারকে বলল, 'আপনি ডাকাতগুলোকে নিয়ে শেরিফের কাছে যান, আমি যাব জন হান্টারের পেছনে।'

রাদারফোর্ড কিছু বলার আগেই আপত্তি জানাতে কি যেন বলতে চেয়েছিল লিনা, কিন্তু বিলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চেহারা দেখে চুপ করেই থাকল। মনের গভীরে উপলব্ধি করল, যে-লোক ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চেয়েছে তাকে জীবন থাকতে ছাড়বে না বিল জেসন, শুনবে না কোন নিষেধ, ও এখন লোকটার পেছনে যাবেই যাবে। হয় তাকে শেষ করে প্রতিশোধ নেবে, নয়তো শেষ হয়ে যাবে নিজেই। সত্যিকার পুরুষ একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তাকে কিছুতেই ঠেকানো যায় না আর।

বিলের চোখের দিকে একবার চেয়ে আস্তে করে মাথা দোলাল রাদারফোর্ড, জানে সুযোগ্য লোক বিল জেসন। যা বলছে

জেনেবুঝেই বলছে। জিজ্ঞেস করল, 'মোরাসই কি রাসলিং করাচ্ছিল?'

আস্তে করে নড করল বিল। 'সমস্ত কুকর্মের মূলে ছিল সে।' লিনাকে একবার দেখে নিয়ে দৃঢ় পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিল। ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। ইচ্ছে করলে বার্ন থেকে একটা ঘোড়া নিতে পারত, কিন্তু ওর জানা আছে নিজের ঘোড়া পর্যন্ত যেতে যে দেরিটা হবে সেটা পুষিয়ে আরও অনেক সময় বাঁচিয়ে দিতে পারবে ওর ব্ল্যাক বার্ড।

হলোও ঠিক তাই। শর্টকাট ট্রেইলে পৌঁছতে পূর্ণ গতিতে ছুটলে সাধারণ ঘোড়ার লাগত অন্তত দেড় ঘন্টা। ওই দূরত্ব ব্ল্যাক বার্ড অতিক্রম করল পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

সোজা টুকুমকেরি মরুভূমির দিকে ছুটল বিল। জন হান্টারের জারিজুরি এদিকে শেষ। ধরা পড়লে লোকটাকে স্রেফ ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। জানে বাঁচার একটাই মাত্র পথ আছে তার। যদি মরুভূমি পেরিয়ে নিউ মেক্সিকোতে যায় তো আইনের নাগালের বাইরে থাকতে পারবে সে। সুতরাং মরুভূমি জন হান্টারকে পাড়ি দিতেই হবে।

লোকটা আর কতোদূর সামনে আছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল বিল। ট্রেইলে পড়ার পর আধঘন্টা হলো এক নাগাড়ে ছুটছে ও। তারমানে লোকটা বড়জোর আর দশ মিনিটের পথ এগিয়ে আছে।

আকাশ লাল করে দিগন্তে মুখ তুলল তরুণ সূর্য। মেঘগুলোর গায়ে সোনালী রঙের খেলা। বাফেলো ট্রেইলটা স্পষ্ট দেখতে পেল বিল, পশ্চিমে চলে গেছে ওটা। স্টিরাপে পায়ের সম্পূর্ণ ভর দিয়ে

উঠে দাঁড়াল। যতোদূর চোখ যায় তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কোথাও জন হান্টারের চিহ্ন দেখতে পেল না। মরুভূমির কোথাও আছে লোকটা, এব্যাপারে ও নিশ্চিত।

মিথ্যে হলো না ওর ধারণা, ট্রেইলের একটা উঁচু জায়গায় ব্ল্যাক বার্ড উঠে আসতেই দিগন্তের কাছে মরুভূমিতে কালো একটা বিন্দু চোখে পড়ল ওর।

এতোক্ষণ ঘোড়াটাকে তার ইচ্ছেমতো গতিতে এগোতে দিয়েছে বিল, এবার হাঁটুর স্পর্শে বুঝিয়ে দিল গতি বাড়াতে হবে। ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো। বাতাসে ভেসে ছুটল যেন ব্ল্যাক বার্ড। দশ মিনিট পেরোনোর আগেই কালো বিন্দুটা খয়েরী একটা ঘোড়ার আকৃতি পেল। দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব। সওয়ারীর আকৃতিটাও স্পষ্ট হলো কিছুক্ষণ পর। স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে লোকটা।

আধঘণ্টা পর টুকুমকেরিতে ঢুকল বিল। সামনের লোকটা তখন আর মাত্র সিকি মাইল দূরে। কিন্তু ভাগ্য সহায়তা করছে না বিলকে। জোর বাতাসের বাড়িতে মরুর ধুলোবালি উড়তে শুরু করেছে। মেঘের আকার নিয়ে সে ধুলো ঘিরে ফেলল জন হান্টারকে, দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। ক্ষেপে উঠছে প্রকৃতি, বিলের দিকে এগিয়ে আসছে বালির চাদর।

মনিবের তাগাদায় থামল না ব্ল্যাক বার্ড, গতিও কমাল না, ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল বালির মেঘে। নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছে। গতি বাড়াল আরও। যতো দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার বাতাসে পৌঁছতে চাইছে। দেড় মিনিট একটানা ছোটার পর ধূলিঝড় পেছনে ফেলে দিল ওটা।

জন হান্টারের ঘোড়াটা বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

লোকটাকে মাত্র একশো গজ দূরে দেখতে পেল বিল। মোরাসও টের পেয়েছে অনুসরণ করা হচ্ছে তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে চমকে গেল। এতো কাছে চলে এসেছে তার শত্রু এটা ভাবতেও পারেনি। বুঝে গেল দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষকে হারাতে পারবে না। রাশে জোরাল টান দিয়ে ঘোড়াটাকে জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল সে, হ্যাঁচকা টানে জন্তুটাকে ঘুরিয়ে বিলের মুখোমুখি হলো। হাত ছোবল মারল শোল্ডার হোলস্টারে।

খোলা জায়গায় ফাঁপা শোনাল স্মল আর্মসের হুঙ্কার।

বিশ গজের মধ্যে চলে এসেছে ততোক্ষণে বিল। ব্ল্যাক বার্ডকে থামাল ও। পরক্ষণে থরথর করে কেঁপে উঠল। ঝাঁকিতে মনে হলো যেন বুকের মাঝখানে হাতুড়ির বাড়ি খেয়েছে, কিন্তু ব্যথা নেই কোন। ঝট করে ড্র করল ও, দ্রুত খালি করল অস্ত্র দুটো। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। তার মাঝেও দেখল জন হান্টারের শার্টের বুক পকেটের কাছে অনেকগুলো লাল ঝর্না সৃষ্টি হয়েছে। ওগুলো রক্ত। লোকটা ধপ করে পড়ল ঘোড়া থেকে, শুধু এটুকুই সচেতন ভাবে দেখতে পেল বিল। হাত অসাড় ঠেকছে, খসে পড়ল অস্ত্র দুটো। কাত হয়ে গেল ওর দেহ, স্যাডল থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সকালের সদ্য তপ্ত হতে শুরু করা বালির ওপর। চোখ আধখোলা কিন্তু কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। তারপর ব্যথা শুরু হলো। মনে হলো গরম একটা পেরেক কেউ আস্তে আস্তে গেঁথে দিচ্ছে ওর বুকে।

গুঙিয়ে উঠল বিল, পরক্ষণে জ্ঞান হারাল।

বারো

চোখ মেলল বিল। ভোঁতা ঠেকছে মাথাটা, কাজ করতে চাইছে না, চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় আছে ও? কি হয়েছিল? মনে করার চেষ্টা করল। দপদপে ব্যথায় ভ্রূ কুঁচকে ফেলল। শীত লাগছে, গা কাঁপছে। জ্বর এসেছে বোধহয়। কোমরে একটা টোকা অনুভব করল। তাকাল ঘাড় কাত করে। ব্ল্যাক বার্ড। সামনের খুর দিয়ে নাড়া দিচ্ছে ওকে। মনিবকে চোখ মেলতে দেখে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল খুশিতে।

এক হাতে বুক চেপে ধরে উঠে বসল বিল। মাথাটা ঘুরে উঠল। অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছে। থুতনি নিচে নামিয়ে দেখল শার্টটা শুকনো রক্তে খয়েরী হয়ে আছে। চারপাশে তাকাল। বালি আর বালি। একটু দূরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে খয়েরী ঘোড়াটা। মনে পড়ে গেল বিলের। আঁতিপাতি করে জন হান্টারকে খুঁজল ওর চোখ। হ্যাঁ, ওই তো, ঘোড়াটার পেছনে চিত হয়ে পড়ে আছে মৃত লোকটা।

বুকের ক্ষতটা পরীক্ষা করল বিল। পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। সাবধানে উঠে দাঁড়াল ও। কয়েকবার টললেও সামলে নিল। ব্ল্যাক বার্ডের স্যাডল ব্যাগ থেকে ব্যান্ডেজ বের করে যত্ন

করে ক্ষতটায় বাঁধল। ভাগ্য ভাল যে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে।

ব্যান্ডিজ বাঁধা শেষ হতে পা দিয়ে বালু জড়ো করে মোরাসকে কবর দিল ও, তারপর খয়েরী ঘোড়াটাকে টো করে ফিরতি পথে রওনা হলো। স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে নিজেকে। দুলকি চালে এগোচ্ছে ব্ল্যাক বার্ড। প্রতিটা ঝাঁকিতে মনে হচ্ছে মাংস ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড টানে।

ডিকসন শহরের কাছে কখন ওকে নিয়ে এসেছে ঘোড়াটা বলতে পারবে না ও। কখনও চেতন কখনও অর্ধচেতন আবার কখনও পুরোপুরি অচেতন হয়ে থেকেছে ও।

শহরের প্রান্তে খালের পাড়ে নামল বিল, প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে। তৃষ্ণা মেটাল ও, ঘোড়াগুলোকেও পানি খাওয়ার সুযোগ দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগোল আবার। হোটেলটা পেরিয়ে গেছে এমন সময়ে ওর নাম ধরে ডাকল কে যেন। ঘাড় ফেরাল বিল।

হোটেলের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে লিনা রাদারফোর্ড। ও তাকানোয় বোর্ডওয়াকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। থমকে দাঁড়াল ওর বুকে রক্তের ছোপ দেখে। চেহারায় শঙ্কা আর উদ্বেগ ফুটে উঠল। পরক্ষণেই প্রায় ছুটে এলো পাগলিনীর মতো।

'কিছু হয়নি,' যতোটা সম্ভব শান্ত গলায় বলল বিল। 'সামান্য চোট। আরে আরে!'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে লিনা। ভীষণ বিব্রত বোধ করল বিল। কষ্ট হলেও ঘোড়া থেকে পিছলে নেমে পড়ল ও, এক হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল। ওর কাঁধে মুখ গুঁজে দিল লিনা। ওর পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। অস্ফুট স্বরে বলল, 'এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে চলো।'

'আগে হাতের কাজ সেরে নিই,' বলল বিল। 'কিছু হয়নি আমার।'

ওর চোখে তাকাল লিনা। আশ্বস্ত হয়ে চাইল। হাসল বিল। মৃদু স্বরে লিনা বলল, 'কথা দাও আর কখনও চলে যাবে না, বিল?' ওর ব্যাকুল দৃষ্টি বিলের চেহারায় ঘুরছে। 'বলো আর কখনও ছেড়ে যাবে না আমাকে?'

হাসার চেষ্টা করল বিল, লোভ হলো প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবতা ওর মনটাকে যৌক্তিক রাখল। ও বলল, 'কিন্তু আমার জীবনটা যে অনিশ্চিত। হয়তো হঠাৎ করে অকালে চলে যেতে হবে আমাকে। তোমাকে আমি চিরদিন কাঁদাতে চাই না।'

'যদি কাঁদতে কাঁদতে অন্ধও হয়ে যাই তবু তো সান্ত্বনা থাকবে তোমাকে একান্ত করে পেয়েছিলাম?' বিলের কাঁধে মুখ ঘষল লিনা।

'সবাই কোথায়?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সরল মেয়েটাকে ভোলাতে চাইল ও, নিজের অন্তরের সঙ্গেই লড়াই করছে।

কাজ হলো। কৌশলটা বুঝল না লিনা। বলল, 'কাউবয়রা র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে। বাবা শেরিফের অফিসে।'

'ওখানে আমার যাওয়া দরকার। চলো, যাই।'

'এখনই? আগে একটু ডাক্তারের কাছে গেলে ভাল হয় না?'

'পরে যাব। শেরিফের সঙ্গে দরকার আছে।'

ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে লিনার পাশে হেঁটে শেরিফের অফিসে গিয়ে ঢুকল বিল। শেরিফ আর সিনেটর উপস্থিত আছে অফিসে। ওর অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল দু'জনই, বলল এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে ওর যাওয়া দরকার। মানল না বিল, সংক্ষেপে তাদের জানাল কি ঘটেছে।

'জন হান্টারের মতো লোক যে এধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে তা আমি দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি,' ওর কথা শেষে মন্তব্য করল রাদারফোর্ড। 'ডাকাতি! রাসলিং! বিশ্বাস হতে চায় না।' পাশে বসা বিলের কাঁধে হাত রাখল সে। 'বলো তো কেন তাকে তোমার সন্দেহ হলো?'

'গিরিখাদে যেদিন আগুন লাগিয়ে আমাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হলো সেদিনই প্রথম সন্দেহ হয় আমার,' ক্লান্ত স্বরে বলল বিল। 'স্টেজ ডাকাতির পর আমাদের সঙ্গে গোলাগুলির সময় তিন জন ডাকাত পালাতে পারে। আমাদের আগেই ডিকসনে পৌঁছায় তারা। আপনি জন হান্টারের সামনে আমাকে আর রেমন্ডকে বললেন টাকার বাক্স র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার কথা। তখনই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল সে।' একটু থামল বিল, বড় করে দম নিল। বুকের ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে। 'কিন্তু আপনি নিজে তার কুকর্মে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।'

'আমি?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিনেটর।

'হ্যাঁ। শেষ মুহূর্তে ঠিক করলেন যে আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। ঝামেলায় পড়ে গেল মোরাস। আগেই সে ডাকাতদের পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের অ্যাম্বুশ করতে। ফলে সে নানা ভাবে চেষ্টা করল আপনি যাতে আমাদের সঙ্গে না যান। তার আচরণে বাড়াবাড়ি রকমের উদ্বেগ ছিল, যেটা আমার নজর কাড়ে।'

'তাই? আচ্ছা!' একটা সিগার ধরাল সিনেটর। 'কিন্তু আমি যাওয়ায় তার কুকর্মে বাধা পড়ল কোথায়?'

'মোরাস চায়নি আপনি মারা যান। আপনাকে তার নিজের স্বার্থেই জীবিত দরকার ছিল–অন্তত নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত। কিন্তু আপনি রওনা হলেন। ওর তখন আর কিছু করার নেই।

চিন্তায় পড়ে গেল সে। পরদিন সকালে গিয়ে হাজির হলো ডাব্লিউ আর র‍্যাঞ্চে। মনে পড়ে আপনি বলেছিলেন এতো পরিশ্রম করে আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোন কারণ ছিল না তার? সে দেখতে গিয়েছিল তার স্বার্থ কতোটা বিঘ্নিত হবে।'

'তাই আসলে। নির্বাচন নিয়ে যে আলাপ সেদিন হলো তা পরে করলেও চলতো।'

'আপনার কথাটা আমাকে গভীর চিন্তায় ফেলে দেয়। পরে আপনার কাছে আরও জানলাম স্বর্ণমুদ্রার চালানটার ব্যাপারে আপনি তার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। আপনি ছাড়া ও-ই একমাত্র লোক যে জানত।'

আস্তে করে মাথা দোলাল শেরিফ। 'জন হান্টার ভেতরের খবর পেত বলেই সহজে নিরাপদে ডাকাতি করাতে পারত।'

'ডেইলি মেইলের সম্পাদক হিসেবে তথ্য সংগ্রহের ভালরকম সুযোগ ছিল তার,' মন্তব্য করল বিল। 'চতুর লোক। সিনেটরকে সামনে রেখে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করছিল সে। তবে আসল দাঁওটা সে মারতে পারেনি।'

ভ্রূ কুঁচকাল রাদারফোর্ড। 'কি সেটা?'

চট করে একবার লিনার দিকে তাকাল বিল। মেয়েটার চাহনি দেখে মনের মাঝে হঠাৎ করেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল। যাকে ভালবাসে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করতে পারবে না ও, বুঝতে পারল স্পষ্ট। প্রসঙ্গে ফিরে এলো, 'জন হান্টার রাজকন্যা আর রাজ্য–দুটোই একসঙ্গে দখল করতে চেয়েছিল। ওর উদ্দেশ্য ছিল লিনাকে বিয়ে করা। তারপর কোন একটা দুর্ঘটনায় মারা যেতেন আপনি। দায়িত্ব হাতে তুলে নিত মোরাস। সমস্ত ক্ষমতা চলে যেত তার হাতে।'

বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ বিলের দিকে চেয়ে থাকল রাদারফোর্ড, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল।

লিনার দিকে তাকাল বিল। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এবার এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। জানি এতো আরামে থাকা হবে না। কিন্তু সময়টা চমৎকার কাটবে আমার।'

মৃদু হাসল লিনা। ঝলমল করছে ওর চেহারা। ও যে সঙ্গে যেতে রাজি, বিলাসিতার বদলে বিলের সঙ্গে সাধারণ জীবন যাপনই ওর পছন্দ তা কোমল চোখ দুটো নীরবে বলছে।

মাথা নাড়ল শেরিফ। তীক্ষ্ণ চোখে যুবক-যুবতীর দিকে তাকিয়ে আছে সে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কি যেন একটা তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্বিমত পোষণ করল। 'না, বিল জেসন, কোথাও যাওয়া হচ্ছে না তোমার।' থামল সে। বিলকে ভ্রূ কুঁচকাতে দেখে আবার শুরু করল। রসিয়ে রসিয়ে বলছে। 'কালকে ক্যাপ্টেন জিম ম্যাকেনলির টেলিগ্রাফ পেয়েছি।' ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে বিলের সামনে রাখল সে। 'মিস্টার রাদারফোর্ড এখানে রেঞ্জার পোস্ট চেয়েছিলেন। রাজি হয়েছে রেঞ্জার হেডকোয়ার্টার। তবে ক্যাপ্টেন রবার্টসন আসতে পারছেন না। তোমাকেই পোস্টের প্রধান করেছেন জিম ম্যাকেনলি। বিশেষ কারণও নাকি আছে। গোপনীয় কিসব নাকি সে শুনেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর ডেভিড বেকারের কাছে।'

মুখটা আরক্ত হয়ে গেল লিনার। চেহারা নির্বিকার রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল বিল।

আবার শুরু করল শেরিফ, 'কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ম্যাকেনলি আসবেন পরিদর্শন করতে। জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় তরুণ রেঞ্জারকে নাকি সামনাসামনি শুভেচ্ছা জানাবেন।'

'এবার তাহলে উঠি,' বলে উঠল রাদারফোর্ড।

তিনজন ওরা একই সঙ্গে শেরিফের অফিস থেকে বের হলো। নিশ্চিন্ত বোধ করায় প্রাণ খুলে বকবক করছে সিনেটর রাদারফোর্ড। বলে চলেছে, 'বুঝলে; বিল, এবার সব পাল্টে যাবে। সবাইকে দাওয়াত করব আমি। আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে শত্রুতা নয়। এবার সবাই মিলেমিশে...' হঠাৎ তার পাশে কেউ নেই টের পেয়ে থেমে গেল রাদারফোর্ড। মুহূর্তের জন্যে তাকে বোকা বোকা দেখাল। তারপর বুঝতে পারল ব্যাপারটা। স্মিত হাসি ফুটে উঠল সিনেটরের ঠোঁটে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি কি আজীবন বোকাই রয়ে যাব? ভাবা যায় না যে টেরই পাইনি কপোত-কপোতী উড়ে গেছে!'